আকাশ যারা করলো জয়
মোহাম্মদ নাসির আলী

AKASH JARA KARLO JOY

আকাশ যারা করলো জয়

[বাংলা একাডেমী, ইউনেস্কো, হাবিব ব্যাংক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস (যুক্তরাষ্ট্র), ইউনাইটেড ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড পুরস্কারপ্রাপ্ত]

মোহাম্মদ নাসির আলী

নওরোজ সাহিত্য সম্ভার

'AKASH JARA KORLO JOY' Total Translation of the book "The Wright Brother's" of Quentine Reynolds by Mohammad Nasir Ali. Published by Eftakher Rasul George on be-half of Nawroze Sahitya Samvar/Nasas. 46, Banglabazar. First Published : 1963, 19th Print : 2011. Price Tk. Eighty Only.

ISBN: 984-702-098-4

প্রকাশনায়	নওরোজ সাহিত্য সম্ভার'-র পক্ষে ইফতেখার রসুল জর্জ ৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ	১৯৬৯
উনবিংশ মুদ্রণ	২০১১
একমাত্র পরিবেশক	ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন
প্রচ্ছদ	জর্জ হায়দার
কম্পোজ	ক্রেস মিডিয়া'-র পক্ষে নসাস ঢাকা'-র কম্পিউটার বিভাগ ৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণে	প্রান্তিকা মুদ্রণী ৪৩ ডি. এন. এস রোড ঢাকা ১২০৪
মূল্য	আশি টাকা মাত্র।

AKASH JARA KARLO JOY
Total Translation of the book ``The Wright Brother's"
of Quentine Reynolds by Md. Nasir Ali.
বিমান আবিষ্কারক ভ্রাতৃদ্বয় অলভাইল ও ইলবার রাইট-এর উপর লিখিত
কোয়ানটাইন রেনলডস্-এর 'দি রাইট ব্রাদার্স' গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ—

আকাশ যারা করলো জয়

মোহাম্মদ নাসির আলী'-র অন্যান্য গ্রন্থ

বুমেরাং	বোকা বকাই
আলীবাবা	সোনার চরকা
যোগাযোগ	গদাধরের উইল
মণি কণিকা	ভিনদেশী গল্প
সাত পাঁচ গল্প	ট্রেজার আইল্যান্ড
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা	বীরবলের খোশগল্প
বীরের মতো বীর	শাহী দিনের কাহিনী
ছয় দ্বিগুণে বারো	টলস্টয়ের সেরা গল্প
ছোটদের বিন-কাসিম	লেবুমামার সপ্ত কাণ্ড
ছোটদের ওমর ফারুক	ছোটদের ভালো গল্প
গ্যালিভারস্ ট্রাভেলস	আলিফ লাইলার গল্প
ভিনদেশী এক বীরবল	অ্যালবার্ট আইনস্টাইন
কিশোর বাছাই গল্প	কিশোর এ্যাডভেঞ্চারত্রয়ী
ইবনে বতুতার সফরনামা	বারশো বানরের পাল্লায়
চীনদেশের রাজকুমারী	তিমির পেটে কয়েক ঘন্টা
আকাশ যারা করলো জয়	একটি গোয়েন্দা কুকুরের কাহিনী
বোবার সব কালা	রাউণ্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেইজ
বিক্রমপুরের পোড়া রাজা	ইটালীর জনক গ্যারিবল্ডি
ছোটদের বাদশাহ আলমগীর	একের পিঠে দুই
দুইটি গল্প তিনটি প্রশ্ন	দুঃসাহসিক অভিযান
ভয়ঙ্কর শিকারের গল্প	হাসতে হাসতে খুন

এক

উইলবার রাইট আর অরভাইল রাইটের মা সুসান রাইট। সুসান রাইট অন্য সব মায়েদের মতো নন। মনটা তাঁর ছেলেমানুষের মতো, দেখতেও তিনি অন্য মায়েদের চেয়ে বেশ সুন্দর। নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে হেসে খেলে কাটাতেই বেশি পছন্দ করেন। তিনটি তাঁর ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে উইলবার এগার বছরের, ছোট অরভাইল সাত বছরের আর মেয়ে ক্যাথরিন চার বছরের।

অন্য মায়েরা মাথা নেড়ে বলেন ঃ সুসান রাইট নিজের ছেলেমেয়েদের নষ্ট করে ফেলছে—যখন যা করতে চায় তারা তাই সে করতে দেয়। এর ফল কিন্তু ভালো হবে না।

সুসান রাইট সে সব শুনে শুধু হাসেন। গরমের সময় একদিন তিনি গেলেন চড়াইভাতি করতে। সঙ্গে ছেলেরা আর ছোট্ট মেয়ে কেটি। সবাই তাকে ক্যাথরিন না বলে কেটি বলেই ডাকে। চড়াইভাতি করতে গিয়ে সারাদিন তারা কাটিয়ে এল বনে। মিসেস্ রাইট সব পাখির নাম বলতে পারেন। পাখি ডাকলেই বলে দিতে পারেন কোন্ পাখি ডাকছে। উইলবার অরভাইলও পাখি চিনতে শিখেছে।

একদিন ডেটনে তাদের বাড়ির কাছে সবাই বসেছিল এক নদীর ধারে। উইলবার অরভাইল মাছ ধরছিল। উইলবারকে সবাই বলত উইল আর অরভাইলকে অরভ। একটা মাছও বড়শী ঠোকরাতে আসছিল না। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড পাখি ছোঁ মেরে নেমে এসে নদীতে তার লম্বা ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল আর উঠে এল ছোট্ট একটা মাছ মুখে নিয়ে। তারপর আবার উড়ে চলে গেল সটান আকাশের দিকে।

উইলবার জিজ্ঞেস করল ঃ পাখি কী দিয়ে ওড়ে, মা ?

'ওদের ডানা দিয়ে' তিনি জবাব দিলেন 'পাখিদের ডানা নাড়তে দেখেছো। ওতেই ওরা অত তাড়াতাড়ি উড়ে যায়।'

পুরোপুরি বুঝতে না পেরে উইল আবার জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা মা ঐযে পাখিটা এইমাত্র ছোঁ মারল ও কিন্তু একটুও ডানা নাড়ল না। ছোঁ করে নেমে এল, একটা মাছ ধরল তারপর আবার চলে গেল আকাশে। এর ভেতর ওর ডানা কিন্তু একটুও নাড়ল না।

মা বললেন ঃ হাওয়া শুধু তোমার দিকে বয়ে যায় না অথবা তোমার দিক থেকে কেবল অন্যদিকেও যায় না। হাওয়ার স্রোত উপর নিচেও ওঠানামা করে। পাখির ডানাই পাখিকে শূন্যের ওপর রাখে।

আমাদের ডানা থাকলে আমরাও উড়তে পারতাম। পারতাম না, মা ? উইলবার জিজ্ঞেস করল।

হেসে মা বললেন ঃ কিন্তু খোদা তো আমাদের ডানা দেননি বাবা।
উইলবার তবু বল্‌তে থাকে ঃ ডানা হয়তো আমরা তৈরি করেও নিতে পারি।

তার মা বললেন ঃ হয়তো পার। আমি কিন্তু জানিনে। একটা ছেলে উড়তে পারে এমন ডানা কেউ কোনোদিন তৈরি করেনি।

উইলবার বলল ঃ আমি একদিন তৈরি করব।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে উঠল অরভ ঃ আমিও করব তৈরি।

তাদের মা সায় দিয়ে বললেন ঃ বেশ, বড় হয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারবে।

এই ছিল সুসান রাইটের আরেকটি গুণ। অন্য অনেক মায়েরা এ সবকে মনে করবে, আবোল-তাবোল বকা। তারা হয়তো তখন বলে উঠবে, আঃ, বোকার মতো কথা বল না। কিন্তু সুসান রাইট তা করতেন না। তিনি জানতেন, এগার বছরের ছেলেরও নিজের একটা আইডিয়া থাকতে পারে। এগার বছরের ছেলের মাথা থেকে এসেছে বলেই সে আইডিয়া বোকার কাণ্ড হয় না। তিনি তাঁর ছেলেদের শিশু বলে একেবারে তুচ্ছ করতেন না। হয়তো সে জন্যেই তারা মায়ের সঙ্গে মাছ ধরতে বা চড়াইভাতি করতে অত পছন্দ করত। আর সেজন্যেই তারা মাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকত। তিনিও সব সময় প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতেন।

বাবাকেও তারা প্রশ্ন করতে ছাড়ত না; কিন্তু তিনি ছিলেন একজন ভ্রাম্যমাণ পাদ্রী। তাই বেশিরভাগ সময় কাটত তাঁর বাইরে বাইরে।

হঠাৎ মিসেস রাইট বলে উঠলেন ঃ ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। এই মেঘের দিকে চেয়ে দেখ, উইল।

উপর দিকে চেয়ে হাসিমুখে উইল বলে উঠল ঃ আমি বলতে পারি, এখ্‌খুনি তুষার পড়তে শুরু করবে।

'আসছে বসন্তকালের আগে আর চড়াইভাতি করা হবে না'। তার মা বললেন, 'হ্যাঁ, তুষার পড়বে বলেই মনে হচ্ছে। আমরা বরং এবার বাড়ির দিকে রওয়ানা দিই।'

তারা বাড়ি এসে পৌঁছতেই তুষার-কণার বড় বড় পালব পড়তে শুরু করল। সারাটা রাত্রি এবং তার পরের দিন অবধি তাই পড়ল। সে বছরের প্রথম তুষার-ঝড় সেটা।

ভোরে হাওয়া বইতে শুরু করল খুব জোরে। এত জোরে হাওয়া বইছিল যে গোলাবাড়ির দিক থেকে ফিরে আসা উইলবারের পক্ষে এক মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। গোলাবাড়িতে জ্বালানি কাঠ রাখা হতো। উইলবারের মনে হলো, বাতাস যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। এক পাঁজা জ্বালানি কাঠ নিয়ে সে যেন উড়ে এসে পড়ল রান্নাঘরে। এসে মাকে বলল বাতাসের কথা।

মা বললেন ঃ ও রকম অবস্থায় নুয়ে পড়তে হয় সামনের দিকে। সামনে ঝুঁকে পড়লেই তুমি মাটির কাছাকাছি এসে গেলে অর্থাৎ হাওয়ার নিচে এলে।

সে রাত্রে আবার কাঠ আনতে গিয়ে উইলবার মায়ের উপদেশ কাজে লাগাতে চেষ্টা করল। সত্যিই তো তাই। উইলবার অবাক হয়ে দেখল, সামনে একটু নুইয়ে পড়তেই হাওয়ার জোর যেন আর ততটা রইল না।

কয়েকদিন পরেই হাওয়া থামল, তুষারে ঢেকে গেল চারদিক। তাড়াতাড়ি করে উইলবার আর অরভাইল তাদের পেছনে ছোট্ট কেটি, গিয়ে হাজির হলো বাড়ির কাছেই বিগ হিল নামে ছোট্ট পাহাড়টায়।

অরভাইলের স্কুলের সঙ্গীরা সব আগেই সেখানে এসে গেছে তাদের নিজের নিজের স্লেড নিয়ে। স্লেড হলো বরফের ওপর দিয়ে চালাবার চাকাবিহীন এক রকমের গাড়ি। স্লেড চালাবার জন্যে পাহাড়টা ছিল খুব উপযোগী। কারণ, পাহাড়ের ধারে-কাছে কোনো রাস্তা ছিল না। তাহলেও কিন্তু এসে যেত না। সেটা ছিল ১৮৭৮ সালে, মোটর গাড়ির জন্মেরও আগে। শীতের সময় ঘোড়ায় টানা স্লেড চলত। ঘোড়ার গলায় বাঁধা থাকত ঘণ্টা। ঘোড়া চলতে গেলেই ঘণ্টার আওয়াজ হতো টুং-টাং-টং, আর তা শুনতে পাওয়া যেত মাইলখানেক দূর থেকে।

বেশিরভাগ ছেলেরই নিজের স্লেড ছিল। ছিল সেই পুরানো দিনের স্লেড। তখন স্লেড কিনে ব্যবহারের কথা কেউ ভাবতেও পারত না। ছেলের বাবাই ছেলের স্লেড তৈরি করে দিতেন।

ছেলেদের ভেতর যাদের নিজের স্লেড ছিল তারা উইলবার আর অরভাইলকে তাতে চড়তে দিত। এড সাইনস, চন্সি স্মিথ, জনী মরো, অল জনস্টন-সবারই ছিল নিজের নিজের স্লেড। তাই দিয়ে তারা পাহাড়ের লম্বা পথে পাল্লা দিত। যখন ওরা পাল্লা দিত উইলবার আর অরভাইলকে তখন দাঁড়িয়ে থেকে তামাসা দেখতে হতো। সেইদিন বিকেলে তারা বাড়ি ফিরে এল, পেছনে পেছনে এল কেটি। মা লক্ষ্য করলেন, ওরা যেন একটু মনমরা হয়ে গেছে। তিনি যেমন ছিলেন বুদ্ধিমতী তেমনি চমৎকার। কাজেই সহজেই তিনি কারণটা ধরে ফেললেন।

এসেই উইলবার বলে উঠল ঃ বাবা কেন আমাদের জন্যে একটা স্লেড তৈরি করে দেননি ?

মা শান্তভাবে বুঝিয়ে বললেন ঃ তিনি তো বেশিরভাগ সময় কাটান বাইরে। বাড়ি এলে তাঁকে কি রকম ব্যস্ত থাকতে হয় তোমরা দেখেছ। গির্জার পত্রিকার জন্যে লিখতে হয় গল্প, লিখতে হয় বাণী। মনে করো, আমরা সবাই মিলে যদি একটা স্লেড তৈরি করে নিই তা'হলে কেমন হয় ?

উইলবার উঠল হেসে। বলল ঃ কারও মা স্লেড তৈরি করেছে কেউ শুনেছে কখনও ?

মা বললেন ঃ একটু সবুর করে থাক তুমি। এড সাইনসের স্লেডের চেয়েও ভালো স্লেড তৈরি করব আমরা। এক টুকরো কাগজ আর পেনসিল এনে দাও তো আমাকে।

মা, তুমি কাগজ দিয়ে তৈরি করবে স্লেড ? উইলবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে মাকে।

তিনি আবার বললেন ঃ একটু সবুরই কর বাবা।

দুই

উইল আর আরভ মাকে কাগজ পেনসিল এনে দিল। মা উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে এলেন একটা রুলার। তারপর গিয়ে বসলেন রান্নাঘরের টেবিলে। বললেনঃ প্রথমে আঁকতে হবে স্লেডের একটা নক্‌শা।

স্লেডের নক্‌শা এঁকে কি হবে, মা ? অরভাইল জিজ্ঞেস করে। কি করছি এখন চেয়ে চেয়ে দেখ অরভাইল, বলেই তিনি এক হাতে রুলার আর এক হাতে পেনসিল নিলেন।

অরভাইল বলল ঃ আমরা চাই এড সাইনসের মতো স্লেড।

মা জিজ্ঞেস করলেন ঃ এড সাইনসের স্লেডে ক'টি ছেলেমেয়ে চড়তে পারে ?

'দুজন' উইলবার বলল।

'আমরা এটা তৈরি করব তিনজনের উপযোগী করে, মা বললেন 'কেটিকেও সময় সময় তোমরা নিতে পারবে সঙ্গে।'

কাগজের ওপর স্লেডের নক্‌শা ফুটে উঠতে লাগল। আঁকতে আঁকতে তিনি কথা বলছিলেন। বলছিলেন ঃ এই দেখ, এড সাইনসের স্লেডটা বোধ হয় চার ফুট। অনেকবার সেটা দেখেছি আমি। আমরা এটা করব পাঁচ ফুট। এখন কথা হলো, এডের স্লেডটা বুঝি মাটি থেকে এক ফুট উঁচু, তাই নয়কি ?

অরভাইল শুধু মাথা নাড়ল, চোখ তার রয়েছে নক্‌শার ওপর, যেখানে স্লেডের ছবি ফুটে উঠছে। এখন একটা স্লেডের মতো দেখতে হয়েছে কিন্তু যে স্লেড ছেলেরা ব্যবহার করে ঠিক সে রকম স্লেড এ যেন নয়।

উইল বলল ঃ এটাকে বড় লম্বা করে ফেললে মা।

তোমরা চাও এডের স্লেডের চেয়ে বেশি জোরে চলবে এমনি একটা স্লেড, তাই নয় কি ? মা হেসে বললেন, এডের স্লেডটা কমপক্ষে এক ফুট উঁচু। আমাদের হবে তার চেয়ে নিচু, থাকবে মাটির কাছাকাছি। তাতে হাওয়ার ঝাপটা সইতে হবে কম।

'হাওয়ার ঝাপটা' উইলবার কথাটা শুনল জীবনে এই প্রথম। অবাক হয়ে সে চেয়ে রইল মায়ের মুখের দিকে।

তিনি বলতে লাগলেন ঃ গত সপ্তাহের সেই ঝড়ের কথা তোমার মনে আছে ? মনে করে দেখ, তুমি যখন গোলাবাড়ি থেকে ফিরে আসছিলে তখন হাওয়ার জোর ছিল বলে তুমি আসতেই পারছিলে না। আমি বলেছিলাম তোমাকে নুইয়ে পড়তে সামনের দিকে। শেষের বারে তুমি তাই করেছিলে। এক পাঁজা কাঠ নিয়ে যখন ফিরে এলে তখন হেসে বললে, মা, আমি সামনের দিকে নুইয়ে পড়ে হাওয়ার নিচু দিয়ে এলাম। 'তার মানে, তুমি নিচু হয়ে মাটির যত কাছাকাছি এসেছিলে হাওয়ার চাপ ততই কম লেগেছে।

আমাদের তৈরি স্লেড মাটির যত কাছাকাছি থাকবে হাওয়ার চাপ লাগবে তত কম, ফলে স্লেড চলবে বেশি।'

উইলবার বিড় বিড় করে আওড়াতে লাগল ঃ হাওয়ার ঝাঁপ্‌টা। হাওয়ার চাপ।

হয়তো সেই মুহূর্ত থেকেই উড়োজাহাজের জন্ম। উইলবার বা অরভাইল চলার গতির সেই প্রথম শিক্ষা আর কোনোদিনও ভুলে যায়নি।

উইলবার জিজ্ঞেস করল মাকে ঃ এত সব তুমি কি করে জানলে মা ?

'মায়েরা কত কি জানেন শুনলে অবাক হবে তুমি' হেসে বললেন তিনি। স্কুলে পড়তে তিনি অঙ্কে যে খুব ভালো ছিলেন এ কথা ছেলেমেয়েদের বলেননি কখনও। স্বভাবতই তিনি গণিতে ভালো ছিলেন। হাইস্কুলে গিয়েও তাই। তারপরে যখন কলেজে ঢুকলেন তখন বীজগণিত আর জ্যামিতি তাঁর সবচেয়ে ভালো বিষয়। সে জন্যেই তিনি বায়ুর চাপ আর ঐ সব জিনিস ভালো বুঝতে পারতেন।

অবশেষে তিনি নক্‌শা আঁকা শেষ করলেন। ছেলেরা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল তা দেখতে। এ স্লেড এডের স্লেডের চেয়ে লম্বা আর সরু। এডের স্লেড ছিল তিন ফুট চওড়া। আর এ স্লেড দেখতে তার অর্ধেক।

উইলবার বুদ্ধিমান ছেলের মতো বলল ঃ দ্রুত চালাবার জন্যে তুমি এটাকে সরু করে তৈরি করেছো। যত সরু হবে বায়ুর চাপ ততই কম লাগবে।

'ঠিক বলেছো' তার মা মাথা নেড়ে বললেন, এবার রানার্সের সঠিক দৈর্ঘ্য আর স্লেডের পাশের মাপটা ঠিক করতে দাও।

অরভাইল বলে উঠল ঃ এটা তো হলো একটা কাগজের স্লেড।

মা শান্তভাবে জবাব দিলেন ঃ তুমি যদি কাগজে কোনো জিনিস ঠিক ভাবে এঁকে নিতে পার তাহলে তৈরি করবার সময়ও সেটা ঠিক ঠিক তৈরি হবে। সব সময় এ কথা মনে রেখ।

উইলবার মায়ের কথাগুলো আওড়াতে লাগল মনে মনে। মা চেয়ে রইলেন তার দিকে। সময় সময় উইলবারকে মনে হয় এগার বছর বয়সী ছেলের চেয়েও বেশ সেয়ানা সে। ছোট্ট অরভাইলকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তার জবাব পাবে তুমি খুব চটপট কিন্তু সে জবাব সে ভুলে যাবে অতি সহজে। কিন্তু উইল কিছু একটা একবার শিখলে তা আর ভুলে যায় না।

উইলবার বলল ঃ মা, সব পোশাকই তুমি নিজে তৈরি কর আর তৈরির আগেই সেগুলোর নক্‌শা এঁকে নাও।

'ঐ নক্‌শাকে বলা হয় প্যাটার্ন, মা বললেন, 'আমি প্রথমে নক্‌শা আঁকি তারপর যে পোশাক তৈরি করব সেই পোশাকের মাপে সেটাকে কাটি। আর—

'আর প্যাটার্নটা ঠিক হলেই পোশাকটাও ঠিক হলো' মায়ের কথার বাকি অংশ উইলবার বলে ফেলল। মা মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

তারপর একটু হেসে বললেন ঃ এবার দু'ভাই স্লেডের কাজে লেগে যাও। গোলাবাড়িতে অনেক তক্তা রয়েছে। তার ভেতর থেকে পাতলা তক্তা বেছে বের করগে। গিটওয়ালা তক্তা ব্যবহার করবে না। উইল গিয়ে করাত দিয়ে সাইজ মতো তক্তা কেটে নাও। খবরদার, অরভাইলকে করাত ছুঁতে দেবে না।

আমরা কি বাবার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারব ? উইলবার জিজ্ঞেস করল।

মা বললেন ঃ সে জন্যে তিনি কিছু মনে করবেন বলে আমার মনে হয় না। আমি জানি, ওগুলো তোমরা সাবধানেই নাড়াচাড়া করবে। নক্‌শা দেখে ঠিক ঠিক কাজ করে যাবে।

মা আরেক বারের জন্যে তাদের সাবধান করে দিলেন।

দু'ভাই সঙ্গে ছোট্ট কেটি, তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে উঠল গোলাবাড়িতে। এটা যে একটা স্মরণীয় ব্যাপার দু'ভাই তা বেশ বুঝতে পেরেছে। বাবা বাড়ি না থাকলে স্টোভের জন্যে কাঠ চেরার কাজ করত উইলবার। কিন্তু তাই বলে বাবার চক্‌চকে যন্ত্রপাতিগুলো তাকে নাড়তে দেওয়া হতো না।

তিন দিন পরে শেষ হলো তাদের স্লেড তৈরি। গোলাবাড়ি থেকে সেটা টেনে এনে তারা মাকে দিল পরীক্ষা করতে। মায়ের হাতে মাপের ফিতে ছিল, তিনি প্রথমেই মেপে দেখলেন সেটা। রানার্সগুলো ঠিক মাপ মতোই হয়েছে। এক কথায় ছেলেরা সবকিছুই কথামতো করেছে। রানার্সগুলো চকমক করছে। রেশমের মতো মসৃণ না হওয়া অবধি অরভাইল সেগুলোকে শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষেছে।

উইল বলল ঃ আমরা আর একটা ব্যাপার করেছি মা। কাঠগুদামে কয়েকটা পুরানো মোমবাতি পড়ে ছিল আমরা সেই মোমবাতি দিয়ে রানার্সগুলো ঘষেছি। কি রকম মসৃণ হয়েছে দেখ।

মিসেস রাইট মাথা নাড়লেন। ছেলেদের এ কথাটা বলে দিতে তিনি ভুলে গেছিলেন। কিন্তু ছেলেরা তো নিজেদের মন থেকেই করেছে।

তিনি বললেন ঃ এবার স্লেড চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখ।

ছেলেরা স্লেডটা টেনে নিয়ে গেল পাহাড়ে, আধ মাইলখানেক দূরে। কেটিও গেল সঙ্গে, তাদের বন্ধুরা সেখানে হাজির ছিল আগে থেকেই। নতুন স্লেডটা তারা একটু

অবাক হয়েই দেখতে লাগল। যেমন লম্বা তেমনি সরু! মনে হচ্ছে যেন কেউ এতে চড়তেই পারবে না। রানার্সগুলোও তাদের নিজেদেরগুলোর চেয়ে অনেক সরু।

এড সাইনস জিজ্ঞেস করল ঃ কে তৈরি করে দিয়েছেরে তোদের স্লেড ?

বেশ একটু গর্বের সঙ্গে উইলবার বলে উঠল ঃ কি করে তৈরি করতে হয় মা দেখিয়ে দিয়েছেন।

ছেলেদের কেউ কেউ কথাটা শুনেই হেসে উঠল। কারও, মা আবার স্লেড তৈরি করতে পারেন, এ কথা কেউ শুনেছে কখনও ?

অল জনস্টন বলল ঃ দেখে মনে হচ্ছে কেউ বসতে গেলেই যেন ভেঙ্গে পড়বে। বলেই সেও হেসে উঠল।

আরেকজন বলে উঠল ঃ এসো তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিই।

উইলবার রাজী হয়ে বলল ঃ বেশ, দু'জন করে এক স্লেডে।

তার একটুও ভয় হলো না। সে জানত, স্লেডটা নিখুঁতভাবেই তৈরি হয়েছে। কারণ, নক্শা আঁকা হয়েছিল ঠিকভাবে এবং অরভাইল আর সে নিজে নক্শা মতোই কাজ করেছে।

চারখানা স্লেড দাঁড় করানো হলো লাইন বেঁধে। উইল ও অরভ তাদের স্লেডে গিয়ে বসল কিন্তু সেটা ভেঙ্গে পড়ল না তো। উইলবারের মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি এল। সে বলল ঃ উঠে পড় অরভ। হ্যাঁ, এবার শুয়ে পড় স্লেডের ওপর। হ্যাঁ, পা একটু ছড়িয়ে দাও।

উইলবারও শুয়ে পড়ে অরভের কানে কানে বলল ঃ এভাবে 'বায়ুর চাপ' কম হবে।

এড সাইনস চিৎকার করে বলল ঃ এবার সবাই মিলে তোমরা আমাদের ধাক্কা দিয়ে দাও।

তারপরেই তারা ছুটে চলল একসঙ্গে। চারখানা স্লেডের গতিই বেশ দ্রুত, কারণ পাহাড়ের উপরের দিকটা ঢালু বেশি। উইল এবার ডান দিকে তাকাল, তারপর বাঁ দিকে। চোখের ওপর থেকে তুষার কণাগুলো ঝেড়ে ফেলে সে আবার চেয়ে দেখল, অন্য কোনো স্লেডই তার নজরে পড়লো না। এবার সে পিছন দিকে চোখ ফিরাল। তাদের চেয়ে বিশ বা ত্রিশ ফিট দূরে ওরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন স্লেড বেশ রাস্তা ধরে চলছে। উইল আর অরভ দুজনেই বেশ আমোদ উপভোগ করছে। তারা এসে গেল পাহাড়তলীর কাছাকাছি। বাকি স্লেড ক'খানা তখনও পড়ে রয়েছে অনেক অনেক পিছনে।

পাহাড়ের তলার দিকে এসে সব স্লেডেরই গতি গেল কমে, তারপরে গেল থেমে। কিন্তু নতুন স্লেড তখনও চলছে। চলতে চলতে সেটা থামলো গিয়ে একশ গজ দূরে।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে অরভ আর উইল উঠে দাঁড়াল। উইল বলে উঠল ঃ আমরা পাহাড়ের উপর থেকে উড়ে চলে এসেছি।

অরভও বলল ঃ হ্যাঁ, আমরা উড়ে এসেছি।

এবার দৌড়ে এসে হাজির হলো এড, অল আর জনি। যা ঘটেছে তাতে তাদেরও উত্তেজনার সীমা নেই। অরভ আর উইলের স্লেডের চেয়ে এত দ্রুত আর এত দূর অবধি অন্য কোনো স্লেডই চলতে পারেনি।

'তোমরা ঠিক যেনো উড়ে চলে এলে' এড সাইন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমাকে একবার চড়ে দেখতে দাও না।'

উইলবার একবার চোখ তুলে চাইল অরভাইলের দিকে। চোখে চোখে কি যেন বলাবলি হয়ে গেল। দুজনে মিলে এ স্লেড তৈরি করেছে। সবার সেরা হয়েছে এ স্লেড। কোনো কিছু তৈরি করতে তারা একসঙ্গেই মিলেমিশে করে।

উইল বলল ঃ আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে অরভ। এ স্লেড দিয়ে সবই করা যায় কিন্তু হাল ধরে যেদিকে খুশি একে নেওয়া যায় না। হয়তো এর জন্য আমরা একটা হাল তৈরি করে নিতে পারি। তাহলে ডাইনে বা বাঁয়ে—যেদিকে খুশি একে চালাতে পারব।

অরভ বলল ঃ মাকে দিয়ে আমরা একটা নক্‌শা এঁকে নেব।

কিন্তু উইলবার বলল ঃ আমরাই নক্‌শা এঁকে নেব—তুই আর আমি মিলে। যা কিছু একটা তৈরি করতে হলেই আমরা ছুটে মার কাছে যেতে পারিনে।

এতক্ষণে কেটি পাহাড়ের উপর থেকে দৌড়তে দৌড়তে নেমে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল ঃ তোমরা কথা দিয়েছিলে আমাকে একটিবার চড়তে দেবে স্লেডে।

উইল হেসে বলে উঠল ঃ আয় কেটি, তিনজনে আমরা একবার চড়ি। তারপর এড চড়বে।

স্লেডটা টেনে নিয়ে আবার তারা পাহাড়ে গিয়ে উঠল। গানের মতো সুর করে উইলবার বলতে যাচ্ছিল, 'আমরা উড়ে এসেছি—উড়ে এসেছি, উড়ে......।'

তিন

উইলবার ও অরভাইলের বাবা রেভারেন্ড মিলটন কয়েকদিন পরে বাড়ি ফিরে এলেন। গা থেকে কোটটা খুলে রাখবার আগেই তাঁকে দেখতে হলো নতুন স্লেডটা, শুনতে হলো স্লেড তৈরির গল্প আর শুনতে হলো কি করে এটাই হয়েছে বিগ হিলের সবচেয়ে দ্রুতগামী স্লেড।

সুসান রাইট বললেন ঃ তোমার যন্ত্রপাতিগুলো আমি কিন্তু ছেলেদের দিয়েছিলাম ব্যবহার করতে।

এক মিনিট সবাই চুপচাপ। রেভারেন্ড রাইট নিজহাতে এটা-ওটা তৈরি করতে ভালবাসতেন। একবার একটা পাইপ রাইটার অবধি তিনি নিজে তৈরি করেছিলেন।

তিনি তাঁর চকচকে বাটালি শান দিতে আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজের টেবিল নিয়ে গর্ব করতেন।

একটু তাজ্জব হয়েই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার যন্ত্রপাতি দিয়েছো ছেলেদের ব্যবহার করতে ?

www.alorpathsala.org

'হ্যাঁ, বললেন সুসান রাইট। উইল আর অরভ খুব ঘাবড়ে গেল।

আর একটি কথাও না বলে তাদের বাবা সেখান থেকে চলে গেলেন। পায়ের শব্দ শুনে বুঝা গেল, উঠান পেরিয়ে তিনি গোলাবাড়ির দিকেই যাচ্ছেন। মিনিট দশেক পরে তিনি ফিরলেন, ফিরে এসে তাকালেন ছেলের শান্ত মুখের দিকে।

'দেখে এলাম তোমরা কোনো ক্ষতি করোনি', চোখ মিটমিট করে তিনি বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, কয়েকখানা পুরানো বাটালি কে যেন ধারও দিয়েছে।'

উইল ব্যস্তভাবে বলে উঠল ঃ কাজ হয়ে গেলে সব যন্ত্রপাতি আমরা শান দিয়ে রেখেছি।

তার মা মিসেস রাইট বললেন ঃ আমি মনে করছি যন্ত্রপাতি যত্ন করে রাখবার বয়স ওদের হয়েছে।

রেভারেন্ড রাইট একটু হেসে বললেন ঃ তোমার অনুমান ঠিকই হয়েছে।

অরভ বলে উঠল ঃ আমরা ওগুলো আবার ব্যবহার করতে চাই। আমরা চাই আমাদের স্লেডটাকে খুশি মতো ডাইনে বাঁয়ে চালাতে।

উইলবার বুঝিয়ে বলল ঃ আমরা স্লেডের জন্যে একটা হাল তৈরি করতে চাই।

তাদের বাবা জিজ্ঞেস করলেন ঃ স্লেডের হাল থাকে এ কথা কে কোথায় শুনেছে ?

উইলবার বলল ঃ বাবা, স্কুলের বইতে আমরা একটা নৌকার ছবি দেখেছি। তার পেছনে লাগানো ছিল একটা হাল। স্লেডকে ইচ্ছে মতো এদিকে-ওদিকে চালানোর জন্যে আমরাও একটা হাল তৈরি করতে পারি।

'কি জানি, আমি ঠিক জানিনে', সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন তাদের বাবা।

'কিন্তু এই দেখো বাবা', উইল দৌড়ে গেল তার বাবার ডেস্কের কাছে। তারপর বড় এক টুকরো কাগজ এনে বলল ঃ দেখেছো বাবা, হালের অনেকগুলো নক্‌শা আমরা এঁকেছি, তার ভেতর এটাই সবচেয়ে ভালো।

দেখি কি এঁকেছো ? রেভারেন্ড রাইট হালের নিখুঁত নক্‌শাটি নিয়ে দেখতে থাকেন। পেন্সিলে ছোট্ট করে মাপের অংক বসানো রয়েছে। কাঠ দিয়ে তৈরি হবে হাল। লোহার দুটো আংটা দিয়ে হালটি লাগানো হয়েছে স্লেডের পেছন দিকে। তিনি চোখ তুলে চান তাঁর স্ত্রীর দিকে। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন ঃ তাজ্জব ব্যাপার, এরা দেখছি ড্রয়িং আঁকতে তোমার হাত পেয়েছে।

মা গর্বের সঙ্গে বলে উঠলেন ঃ ওরা নিজেরাই করেছে এটা। আমি একটুও সাহায্য করিনি।

রেভারেন্ড রাইট বললেন ঃ আমার মনে হয় ঠিকই হয়েছে এটা।

উইলবার বলল ঃ নক্‌শা যদি ঠিক মতো আঁকা হয় তবে সে জিনিসটাও ঠিক তৈরি হবে। এটা ঠিক করবার আগে আমরা অনেক ড্রয়িং করেছি।

তাদের বাবা জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোহার আংটা দুটো তোমরা পাবে কোথায় ?

'পুরানো জিনিসের দোকানে,' উইল বলল, 'মিঃ কারমোডি দেবেন আমাদের। আর জানো বাবা, শীতকালটা শেষ হলে আমরা একটা টানাগাড়ি তৈরি করে চাষীদের সব পুরানো জিনিসপত্র কিনে এনে তাঁকে দেব।'

বাবা বললেন ঃ কিন্তু একবারে এক কাজ করবে। আগে তোমাদের হাল কি রকম কাজ করে তা দেখে নাও তো!

'কিন্তু বাবা—উইলবার বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেল।

বাবা হেসে বললেন ঃ হ্যাঁ' বুঝতে পেরেছি যন্ত্রপাতিগুলো তো ? ঠিক আছে, সেগুলো ব্যবহার কর কিন্তু হাত-পা কেটে ফেল না যেন।

শিগগিরই দেখা গেল, হাল আর শুধু একটা কাগজের নক্‌শা নয়। গোলাবাড়িতে সেটা সত্যিই তৈরি হয়ে গেল। তৈরি হবার পরে স্লেডের পেছনে লেগেও গেল ঠিক ঠিক। মায়ের কথাই যে ঠিক, আবার তারা তা বুঝতে পারল। অত সময় ধরে নক্‌শা এঁকে তাঁরা ঠিক কাজই করেছে।

সেইদিন বিকেলেই দু'ভাই বিগ হিলে গিয়ে স্লেড পরীক্ষা করে দেখল। অন্যান্য ছেলেরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল এদের স্লেডের সঙ্গে লাগানো সে আজব জিনিসটার দিকে। এবার তারা আর হাসল না। আর কোনোদিন রাইট ভাইদের ব্যবহারে তারা হাসতে সাহস করবে না। পাহাড়ের উপর থেকে স্লেড যাত্রা করল নিচের দিকে উইল ধরেছে হাল। উইল হাল ঘুরায়, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকে চলতে থাকে সেটা। আবার ঘুরায়, আবার চলে ডান দিকে। হাল ধরে নৌকা যেমন করে ঘুরায় তেমনি করে ঘুরায় তারা তাদের স্লেড।

সেই রাত থেকে বরফ গলতে শুরু করল। তারপর বৃষ্টি হলো পুরো এক সপ্তাহ ধরে, বেশ টিপ্‌ টিপ্‌ গরম বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির সঙ্গে তুষার ধুয়ে নিয়ে গেল, শীতও গেল কমে। রাস্তাময় কাদা, তারই উপর দিয়ে অতি কষ্টে উইল আর অরভ স্কুলে যায়। বাড়িতে ফিরেই তারা বসে যায় বাড়ির পড়া তৈরি করতে। অন্য কারও চেয়ে তারা যে, বাড়ির পড়া তৈরি করতে বেশি ভালোবাসে তা নয় কিন্তু তারা জানে যে, বাড়ির পড়াটা তৈরি করতেই হবে, তাই তারা সেটা সেরে নেয় তাড়াতাড়ি করে।

ইতিহাস, ভূগোল আর বানান—এগুলো শিখল তারা ধীরে ধীরে। কিন্তু অঙ্ক ছিল তাদের কাছে সোজা। মাস্টারের দেওয়া অঙ্কগুলো তাড়াতাড়ি তাদের করতে দেখে মা খুশিমুখ হয়ে উঠেন। বাপের মতোই ছেলেরা কোনো কিছু নিজ হাতে তৈরি করতে পেলে খুশি হয়, সবচেয়ে খুশি হয় যন্ত্রপাতি যখন হাতে পায়। তাদের বাবা ছিলেন নামকরা ছাত্র। চমৎকার ইংরেজি বলতে আর লিখতে পারেন। ছেলেরা তাঁর সে গুণ পায়নি। ওদের বাবাকে কয়েকটা সংখ্যা লিখে যোগ করতে দিলে সহজে তা করতে পারেন না, এদিকে ছেলেরা তা করে অনায়াসে। এমনি করে তারা তাদের মায়ের মতো হয়েছে।

প্রতিদিন আধঘণ্টা বাড়ির পড়ায় কাটিয়ে অরভ মাথা উঁচু করে জিজ্ঞেস করে ঃ তোমার হলো দাদা ?

অরভের পড়া সব সময়েই আগে হয়। তার পড়া অবশ্যি উইলের মতো কঠিন নয় কিন্তু তাহলেও অরভের পড়াই তৈরি হয় তাড়াতাড়ি। উইল একটু চিন্তা করতে সময় নেয় বেশি কিন্তু কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে তার জবাব দেয় ঠিক ঠিক ভাবে।

বাড়ির পড়া তৈরি হলেই ছেলেরা দৌড়ে যায় গোলাবাড়িতে গৃহস্থালির কাজে। রান্নাঘরে কাঠ রাখবার বাক্সটা যেন মিনিটে মিনিটে খালি হয়ে থাকে। বাবা তাদের কঠোর ভাবে বলে গেছেন সব সময়ে বাক্সটা ভর্তি রাখতে এবং তারা এ কাজে কখনও ভুল করে না। উইল করাত দিয়ে কাঠ কাটে, তারপর চেলা করে কুড়োল দিয়ে। তার চোখের দৃষ্টিই এমন যে তাক করে কুড়োলের কোপ ফেলতে একটুও ভুল হয় না তার। কুড়োলের ফলা কাঠের ওপর পড়তেই কাঠ দু'ফাক হয়ে যায়। তারপর অরভ সেগুলো বয়ে নিয়ে যায় রান্নাঘরে।

রান্নাঘরের স্টোভ ভর্তি হয়ে গেলে অরভ চিৎকার করে ওঠে ঃ হয়ে গেছে দাদা।

উইল অমনি কুড়োলখানা একটু মুছে পরিষ্কার করে রেখে দেয় কাজের টেবিলের কাছে ঝুলিয়ে।

তারপর দুভাই হাজির হয় রান্নাঘরে। মা বলে ওঠেন ঃ হাতমুখ ধুয়ে এসো।

সে কাজও তারা চটপট সেরে নেয়। সব শেষে তারা টেবিলে গিয়ে বসে কাগজ, পেন্সিল আর রুলার নিয়ে। এখন আর তাদের তাড়াহুড়ো নেই। তারা এবার করছে একটা টানাগাড়ি। এ টানাগাড়ির ওপর ওদের অনেক কিছু নির্ভর করছে।

পুরানো জিনিস বিক্রেতা মি. কারমোডির সঙ্গে উইল আর অরভ দুভাই একটা কারবার ঠিক করেছে। কারমোডি বলেছে, আশেপাশের গাঁয়ে কৃষকদের অনেক কিছু পুরোনো জিনিস বিক্রি করবার আছে। কারমোডির ঘোড়া বা গাড়ি নেই, সময়ও নেই সে সব যোগাড় করবার। কেনাবেচা করবার জন্যে সর্বক্ষণ তাকে দোকানেই থাকতে হয়।

কিন্তু উইলদের যদি একটা ঠেলাগাড়ি থাকত তবে কারমোডির জন্যে সে সব জিনিস এনে দিতে পারত। ভাঙ্গা একটা কুড়োল, ক্ষয়ে যাওয়া বলটু বা নাট ভাঙ্গা শিকল, বাইসাইকেল ভাঙ্গা টুকরো বা ঐ জাতীয় কোনো জিনিস এনে দিলে কারমোডি তার দাম দিতে রাজি। এজন্যেই উইল আর অরভের ঠেলাগাড়ির দরকার। একটা ঠেলাগাড়ি হলেই ব্যবসা শুরু করা যায়।

বাবার দু'একজন বন্ধুর গাড়ি ওরা দেখেছে। ওদের গাড়ি হতে হবে হালকা, কারণ ওদের তা ঠেলে নিতে হবে। তা ছাড়া লোহালক্কড় বোঝাই করতে হবে বলে গাড়িটাকে মজবুতও করতে হবে।

ডেটনের এক মুদীর একটা ঠেলাগাড়ি তারা দেখেছে। তেমনি গাড়িই তাদের পছন্দ। পরে মনে হলো, সে গাড়ির চাকায় লোহার পাত মোড়া রয়েছে। সে চাকাও কিনে আনতে হয়েছে। গাড়ির চাকা কিনবার টাকা তো তাদের নেই।

একটু মন-মরা মতো হয়ে উইলবার বলে উঠল ঃ আমরা তৈরি করে নেব কাঠের চাকা।

অরভ মাথা নেড়ে বলল ঃ কাঠের চাকাওয়ালা একটা গাড়ি এড সাইন্সের আছে। কালকে সেটা চেয়ে এনে কেটিকে তার ওপর চড়িয়েছিলাম। অতি কষ্টে সেটা আমি টানতে পেরেছি। কাঠের চাকা মোটেই ভালো নয়।

উইলবার বলল ঃ চাষীদের কারও কারও গরুর গাড়ি আছে কাঠের চাকাওয়ালা।

'কিন্তু তাদের গরুও রয়েছে সে গাড়ি টানতে।' অরভ কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে হঠাৎ আবার বলল ঃ জানো একটা কথা, দাদা ?

'কি কথারে ?' উইলবার একটা ব্যাপার কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছে। অরভ নতুন কিছু বলতে চাইলে উইলবার তা মনোযোগ দিয়ে শোনে। বয়সে আট বছরের হলেও অনেক সময় বড় উইলকে সে বুদ্ধিতে অবাক করে দেয়।

'ঠিক হয়েছে! অরভ বলে ওঠে, 'কালকে দুটো তিন চাকাওয়ালা পুরানো সাইকেল এসেছে মি. কারমোডির ওখানে। কারমোডি বলেছে জিনিসগুলো তেমন ভালো নয়। কিন্তু আমি দেখলুম চাকাগুলো বেশ আছে। চাকার কতকগুলো শিক নেই, কতকগুলো গেছে ভেঙ্গে। হয়তো সেগুলো তার দিয়ে আমরা তৈরিও করে নিতে পারি।'

'চল তা হলে মি. কারমোডির সঙ্গে আমরা দেখা করে আসি' উইল বলল।

চার

অরভ ঠিকই বলেছে। সাইকেল দুটো সত্যিই খুব পুরোনো কিন্তু চাকাগুলোর মেরামত চলতে পারে। মেরামত করতে সময় অনেক বেশি লাগবে। এত সময় এর পেছনে ব্যয় করে মি. কারমোডির পোষাবে না। তাই উইল আর অরভ বলল চাকাগুলো ওদের দরকার ঠেলাগাড়ি তৈরি করতে। কারমোডি একটু হেসে বলল ঃ মনে করো ওগুলো তোমরা মেরামত করলে কিন্তু গাড়ির সঙ্গে লাগবে কি করে ?

উইল জবাব দিল প্রথমে একটা ছবি এঁকে নিতে হবে।

ছবি আঁকার কথা শুনে কারমোডি একটু তাজ্জব হ'য়ে বলল ঃ ছবি আঁকতে হবে ?

তখন উইলবার সব বুঝিয়ে বলল। বলল, কি করে তার মা তাঁর পোশাক তৈরির আগে প্যাটার্ন তৈরি করে নেন। প্যাটার্নটা আঁকা ঠিক হলে পোশাকও ঠিক মতো তৈরি হয়। তারপরে বলল, কি করে সে ও অরভ তাদের স্লেড তৈরি করেছে। মি. কারমোডি মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনল।

সব শুনে কারমোডি বলল ঃ তোমরা ঠিকই বলছো। জানো তো, কেউ ইচ্ছে করল একটা সাইকেল তৈরি করবে আর অমনি তা তৈরি হয়ে গেল, তা হয় না। এক কালে সাইকেলেরও ছিল ভারি কাঠের চাকা আর তার ওপরে লোহার পুরু টায়ার। সেগুলোর ওজন হতো প্রায় একশ পাউন্ড। লোকে তার নাম রেখেছিল, 'হাড় কাঁপুনে'। আর সত্যি সেগুলো লোকের হাড় কাঁপিয়ে দিত। এখনও সেগুলো অনেক দেখতে পাওয়া যায়।

অরভ জিজ্ঞেস করল ঃ তারপর কি হলো ?

'হ্যাঁ, চালাক-চতুর গোছের একজন ফরাসী ভদ্রলোক সাইকেল নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। মি. কারমোডি বলতে লাগল, 'তিনি ভাবলেন, সাইকেলটা ওজনে হালকা হলে তা চালানো অনেক সহজ হবে। অত সহজে হয়রান হতে হবে না। এই ভেবে তিনি হালকা ধরনের সাইকেলের একটা নক্শা আঁকতে বসে গেলেন। চাকাটা হতে হবে হালকা কোনো ধাতুর তৈরি। তার ওপরে থাকবে নিরেট রবারের টায়ার।

শিকগুলো হবে কাঠের। এভাবে একজন লোক লাগিয়ে তিনি একটা সাইকেল তৈরি করে ফেললেন। তার ওজন হলো পুরানো সাইকেলের অর্ধেক কিন্তু চলল অনেক দ্রুতবেগে।'

উইল জিজ্ঞেস করল ঃ পরে তারের শিক কি করে হলো ?

মি. কারমোডি বলল ঃ আরেকজন ভদ্রলোক, এবার একজন আমেরিকান তৈরি করলেন তাদের শিকওয়ালা চাকার একটা নক্শা। তার ফলে চাকাগুলো হালকা তো হবেই, মজবুতও হবে। আঁকার কাজ শেষ করে তিনি বললেন, 'এতে সাইকেল আগের চেয়ে মজবুতও হবে, ভালোও হবে। এর যা নিজের ওজন হবে তার দশগুণ বেশি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে।' একজন মিস্ত্রী ডেকে তিনি একটা সাইকেল নিজের প্লান মতো সত্যিই তৈরি করে ফেললেন। ধারণাটা তাঁর ঠিকই হয়েছিল।

উইল বলল ঃ তার নক্শা আঁকা ঠিক হয়েছিল, কাজেই সাইকেলও ঠিকই হয়েছে।

মি. কারমোডি সায় দিয়ে বলল ঃ আমার সাইকেলে আমাকে চড়তে দেখেছ। আমার সঠিক ওজন দু'শো পাউন্ড আর আমার সাইকেলের ওজন কুড়ি পাউন্ড। কাজেই দেখতে পাচ্ছো, নিজের ওজনের বিশগুণ ওটা বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে। তোমরা যদি ঠিকভাবে তৈরি করতে পার তবে তোমাদের ঠেলাগাড়িও নিজের ওজনের দশগুণ হতে পারবে। বেশ, নিয়ে যাও ঐ পুরানো সাইকেল দুটো তোমাদের বাড়িতে। নিয়ে দেখ যদি চাকাগুলো মেরামত করে কাজে লাগাতে পার। কিছু তারও নিয়ে যাও।
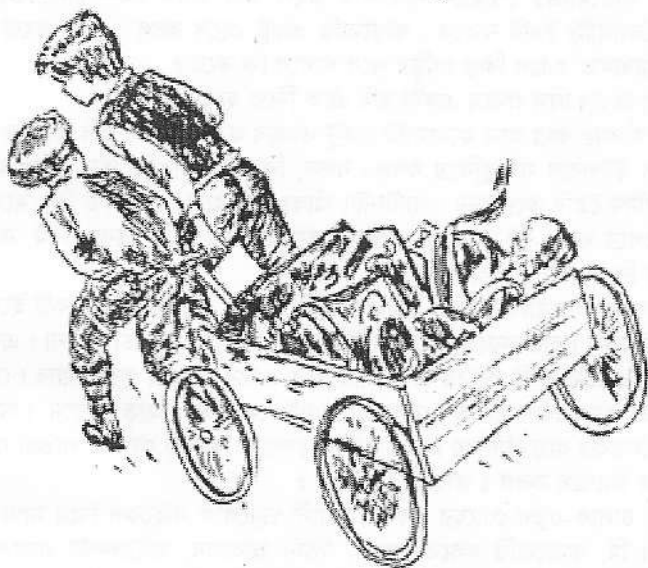
সাইকেল দুটো নিয়ে অরভ আর উইল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল। সাইকেলগুলোর তিন চাকার সামনেরটা বড়, পেছনের দুটো ছোট।

বাড়ি এনে কাজের টেবিলে বসে তারা যখন ভাবছে এবার কি করা যায়, এমনি সময়ে জানালায় মুখ বাড়িয়ে এডসাইনস বলে উঠল ঃ চল মাছ ধরতে যাই।

অরভের দিকে চেয়ে উইল বলল ঃ ভাই, আমাদের কাজ রয়েছে।

এড বা চন্‌সি কেউ বুঝতে পারে না, উইল কি করে অরভের সঙ্গে সময় কাটায়। অরভ ওর চেয়ে চার বছরের ছোট। তবু উইল তাকে মনে করে ঠিক সমবয়সীর মতো। এড আর চন্‌সি চলে গেল মাছ মারতে, এদিকে উইল আর অরভ ঝুঁকে পড়ল তাদের নক্‌শার ওপর।

মা এসে ছেলেদের পাশে বসলেন। তিনি কোনো পরামর্শ দিলেন না। ছেলেরা জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জবাব দেবেন। অবেশেষে তারা ঠেলাগাড়িতে চাকা লাগানোর ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইল। কোন্‌টা কি করলে ভালো হয়, মা তাদের বুঝিয়ে দিলেন।

এক সপ্তাহ পরে তাদের গাড়ি তৈরি শেষ হলো।

তখন শরৎকাল শুরু হয়েছে। চাষীরা সব ঘরবাড়ি পরিষ্কার করছে। বাড়ির মেয়েরাও লেগে গেছে সবকিছু সাফ-সুতরো করতে। সাফ-সুতরো করার মানেই হলো অকেজো জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া।

স্কুল ছুটির পর প্রত্যেক দিন অরভ আর উইল বেরিয়ে পড়ত তাদের গাড়ি নিয়ে গ্রামের দিকে। সন্ধ্যা হবার আগেই ফিরে আসত গাড়ি বোঝাই ভাঙ্গা-চোরা সব টুকি-টাকি জিনিস নিয়ে।

গরমের ছুটির সময় তারা বেরিয়ে পড়ত নাশ্‌তা খেয়েই। সারাদিন কাটাত বাইরে। তারা যেসব ভাঙ্গা-চোরা জিনিস এনে দিতে লাগল তার জন্যে মি. কারমোডিও তাদের বেশ দু'পয়সা দিতে লাগল। অরভ আর উইল তাদের জীবনে এই প্রথম কিছু পয়সা পেল। তারা যাই পেত তাই ভাগ করে নিত। পয়সা দিয়ে তারা কি করত ? কিছুদিন পর পর এক শনিবার তারা মিঠাইর দোকনে গিয়ে দু'চার পয়সার লজেঞ্জ বা অন্য কিছু কিনে খেত। কষ্ট করে উপার্জন করা সবগুলো পয়সাই তারা মিঠাই কিনে খরচ করত না। একদিন তারা ঠিক করল, একটা ঘুড়ি কিনতে হবে। কেনা ঘুড়ি কখনও তারা উড়ায়নি।

ডেটনের এক দোকানে গিয়ে তারা ঘুড়ি দেখতে লাগল। বাক্স-ঘুড়িগুলোর দাম একটু বেশি। সাধারণত ঘুড়ি চল্লিশ সেন্ট করে। অনেক চিন্তার পর একটা সাধারণ ঘুড়িই তারা কিনে নিয়ে এল।

সেইদিন বিকেলেই দু'ভাই বিগ হিলে গেল ঘুড়ি নিয়ে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে। এড সাইনসের ঘুড়ির মতোই তাদের ঘুড়িখানা। তার চেয়ে ভালো কিছু নয়। অন্য ঘুড়ি যেমন হঠাৎ নিচের দিকে ডুব দেয়, ডুব দিয়ে গাছের ওপর এসে পড়ে, তাদের ঘুড়িরও সেই স্বভাব।

অরভ বলল ঃ ইচ্ছে করলে এ-রকম ঘুড়ি আমরা তৈরি করেও নিতে পারি। এর চেয়ে তা ভালোও হতে পারে।

অরভের কথায় উইলবার ভাবতে লাগল, তারা একটা স্লেভ তৈরি করেছে, ঠেলা গাড়িও তৈরি করেছে, ইচ্ছে করলে ঘুড়িইবা তৈরি করতে পারবে না কেনো ? হয়তো ঘুড়ি তৈরি করে ছেলেদের কাছে তা বিক্রিও করতে পারবে।

কিছুক্ষণ ভেবে বলে উঠল ঃ ঠিক আছে অরভ। নিজেদের জন্যে বেশ বড় একটা ঘুড়ি আমরা প্রথমে তৈরি করব। তারপরে তৈরি করব বিক্রির জন্যে।

সেদিন বিকেলে খুব জোর হাওয়া দিচ্ছিল! একবার তো একটা দমকা বাতাস এসে অরভের হাত থেকে ঘুড়িটা ছুটিয়েই নিয়েছিল আর কি! অরভ বলে উঠল ঃ বুঝলে দাদা, আমরা হয়তো এমন ঘুড়ি তৈরি করতে পারব যা আমাদের শুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে!

উইলবার তার কথায় হেসে জবাব দিল ঃ হ্যাঁ, হয়তো তাও পারব। তারপর হাসি থামিয়ে বলল ঃ হ্যাঁ, একদিন সত্যিই তা করতে হবে।

অরভ বলে উঠল ঃ কল্পনা করে দেখ ঘুড়ির সঙ্গে পাখির মতো আকাশে ঝুলে বেড়ানো কী মজার ব্যাপারই না হবে!

অরভ বলল ঃ কিন্তু পাখিদের যে পাখা রয়েছে।

উইল সে কথার জবাব দিল ঃ আমরাও আমাদের পাখা তৈরি করে নেব। ঘুড়ি হবে আমাদের পাখা......কোনো এক দিন।

পাঁচ

এ বছরটা অরভ আর উইলের জন্যে ছিল কর্মব্যস্ত বছর। তারা তাদের প্রথম ঘুড়ি তৈরি করল। প্রথমে তারা আঁকল ঘুড়িটার কাঠামোর একটা ছবি। এটা যেমন হালকা হবে তেমনি হবে মজবুত। হালকা কাঠ জোগাড় করা তেমন কঠিন কিছু নয়। গাঁয়ের মুদীর ছিল ডিম পাঠানোর হালকা কাঠের বাক্স। মুদীর কাছে চাইতেই তা পাওয়া গেল।

ঘুড়ির কাঠামোর ছবি আর কাঠ পাবার পরেও একটা সমস্যা থেকেই গেলো। ঘুড়ি তৈরি করতে যে কাঠ আড়াআড়িভাবে ব্যবহার করা হয় তা লাগানো হয় আঠা দিয়ে। কিন্তু কোনো সময়ে ঘুড়ি এসে যদি গাছে ধাক্কা খায় তবে সে আঠা যায় খুলে। কাজেই তারা ঠিক করল, আঠা লাগানোর পরে কাঠগুলোকে তারা আবার তার দিয়ে বাঁধবে। মি. কারমোডি তাদের দিল পুরানো একটা পিয়ানোর কতকগুলো তার। তারগুলো হাল্কা কিন্তু শক্ত।

এরপর তাদের মাথায় ঢুকল আরেক মতলব। তারা ঠিক করল, দোকানে যে ঘুড়ি পাওয়া যায়, যে ঘুড়ি ছেলেরা সব ব্যবহার করে, তাদের ঘুড়ি হবে তার চেয়ে বড়।

কিন্তু তার জন্যে কি রকম কাঠ তারা ব্যবহার করবে ? ডিমের বাক্‌সের কাঠ চলতে পারে শুধু ছোট ঘুড়ি তৈরির কাজে। ওতে তো বড় ঘুড়ি তৈরি করা চলবে না।

এই নতুন সমস্যাও তাদের মা-ই শেষে সমাধান করলেন। মি. সুয়ার্জ নামে বুড়ো এক জার্মান ছুতোর ডেটনে একটা দোকান খুলেছিল। মিসেস রাইট একবার তাকে দিয়ে একটা দেরাজওয়ালা সিন্দুক মেরামত করিয়েছিলেন। অতি চমৎকারভাবে সে মেরামত করেছিল। তিনিও অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে তার কাজের প্রশংসা করেছিলেন। এ জন্যে মি. সুয়ার্জ ছিলেন মিসেস রাইটের কাছে খুব কৃতজ্ঞ।

তিনি চৌদ্দ বছরের উইল আর দশ বছরের অরভকে নিয়ে গেলেন মি. সুয়ার্জের দোকানে। মি. সুয়ার্জও ছেলেদের কথা মন দিয়ে শুনলেন।

তারপরে বললেন ঃ ঘুড়ি আমি কখনও তৈরি করিনি কিন্তু মনে হচ্ছে, তোমরা এমন হাল্‌কা কাঠ চাও যা মচ্‌কাবে না। কিছু বাঁশ আমি তোমাদের দিতে পারতাম কিন্তু তা সহজেই বেঁকে যায়।

অনেকগুলো ঘুড়ি তৈরির উপযোগী কাঠ সে তাদের দিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি এসেই তারা কাজে লেগে গেল। প্রথমে তৈরি হলো ঘুড়ির কাঠামো এবং তারপরে তা ছাওয়া হলো পাতলা কাগজ দিয়ে।

নতুন ঘুড়ি উড়িয়ে পরীক্ষা করতে হবে এমন সময়ে যখন ধারে কাছে কেউ থাকবে না। কাজেই পরের দিন ভোর ছ'টায় তারা গিয়ে হাজির হলো বিগ হিলে। বেশ হাওয়া দিচ্ছিল তখন। ঘুড়িটাও দিব্বি উপরে উঠে গেল। একটু পরে হাওয়া গেল কমে, ঘুড়ি এসে পড়ল একটা গাছের উপর।

উইল গাছে উঠে ঘুড়ির ধ্বংসাবশেষ নিয়ে এল। কাগজ গেছে ছিঁড়ে আর কাঠও এমন ভেঙ্গেছে যে তা আর লাগাবার কোনো উপায় নেই।

অরভ মুখ ভার করে বলল ঃ রক্ষা এড আর অন্যান্য সবাই হাজির নেই। হাজির থাকলে কিন্তু ভয়ানক হাসি-ঠাট্টা করত।

উইল কিছুটা নিরাশ হয়ে বলল ঃ কিছু একটা ভুল আমরা করেছি কিন্তু সে ভুলটা যে কী তাই বুঝতে পারছি না।

অরভ বলল ঃ নিশ্চয়ই আমাদের নক্‌শা আঁকতে ভুল হয়ে থাকবে। তা নইলে ঘুড়ি ঠিকই হতো।

উইল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল ঃ আজকে স্কুলের পরে এসে আমরা আরেকটা নক্‌শা আঁকব।

সেইদিন বিকেলটা তারা কাটাল ঘুড়ির নক্‌শা পরীক্ষা করে। দেখল কোথাও কোনো ত্রুটি ধরা পড়ল না।

অরভ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা ঘুড়ি কেন গোঁত্তা খেয়ে নিচে পড়ে ?

উইল মনে মনে কিছুক্ষণ ভেবে বলল ঃ আমি ঠিক বলতে পারিনে। আজকাল সকল সময় হাওয়া ঠিক মতো বয় না। যতক্ষণ জোর হাওয়া দিচ্ছিল ততক্ষণ কিন্তু ঘুড়িও ঠিক উড়ছিল—ঠিক নয় ?

'হ্যাঁ, তাই তো।'

'তাহলে হাওয়া যেই কমল আর অমনি ঘুড়িও গোঁত্তা খেয়ে পড়লো। হয়তো হাওয়ার অভাবেই ঘুড়ি পড়ে গেল। হাওয়া কিছুটা কম ছিল সত্যি কিন্তু একেবারে হাওয়া শূন্য তো হয়নি?'

'হাওয়া যখন একেবারে কমে যায় তখনও পাখিরা তো বেশ উড়তে পারে', অরভ বলল।

'আমার মনে হয় পাখিদের পাখা এমনি কৌশলে তৈরি যে অল্প হাওয়া হলেই ওরা উড়তে পারে।' বলেই উইল হঠাৎ আবার বলে উঠল 'হয়তো এটাই এর কারণ। আমাদের ঘুড়ি প্রয়োজন মতো হাওয়া পাচ্ছিল না। কিন্তু হাওয়া না পাবার কারণ কি?'

অরভ বলল ঃ হয়তো...হয়তো পেটের বাঁধটা শক্ত বলে।

উইল কিছুটা উত্তেজিত হয়েই বলে উঠল ঃ হয়তো তাই-ই। ঘুড়ির পেটের বাঁধটা টাইট হলে নৌকার পালের মতো হাওয়া বেশি থাকলে তাতে কিছুই এসে যায় না কিন্তু হাওয়া কমলেই যত মুশকিল।

অরভ বলে উঠল ঃ এসো পেটের বাঁধ ঢিলে রেখে একটা ঘুড়ি আমরা তৈরি করি।

বলেই সঙ্গে সঙ্গে দু'ভাই একটা নক্শা এঁকে ফেলল।

অরভ জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা দাদা ঘুড়ির লেজ দিয়ে কি কাজ হয়?

উইল অনুমান করে বললঃ হয়তো দুদিক ঠিক রেখে ঘুড়ি খাড়া রাখা লেজের কাজ।

'আমি দেখেছি হাওয়া যখন কম তখন ঘুড়ি মোটেই উপরে উঠতে পারে না। সম্ভবত লেজ ভারী হলেই ওরকম হয়।'
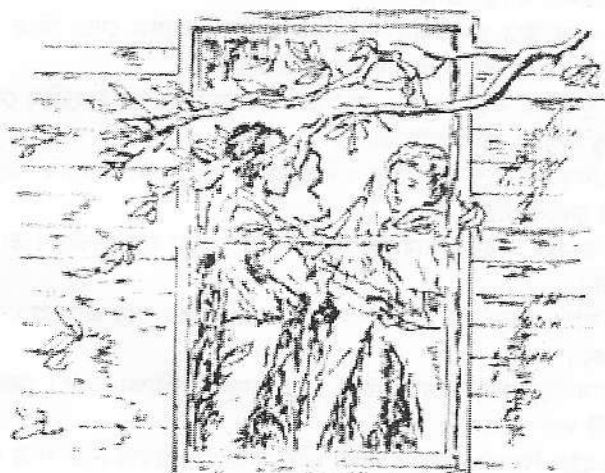
'ঠিক তাই। আমার মনে হয় হাওয়া বেশি হলে লেজটা বড় হওয়া দরকার আর কম হাওয়ায় লেজের আদৌ দরকার নেই। এবার আমরা লম্বা লেজ আর খাটো লেজের পরীক্ষা করে দেখবো।'

পরের দিন ভোর ছ'টায় আবার তারা ঘুড়ি নিয়ে বিগ হিলে গিয়ে উঠল। বেশ জোর হাওয়া দিচ্ছিল সেইদিনও কিন্তু সে হাওয়া এত রাগা নয়, দমকা। নতুন ঘুড়ি আকাশে উঠল কিন্তু ঠিক হয়ে না থেকে দুপাশে দুল্‌তে লাগল। তাই দেখে অরভ বললঃ আমার মনে হয় দুদিকের ভার ঠিক রাখবার জন্যে লেজটা ঠিক মতো লম্বা হয়নি।

এক ফুট লম্বা নেকড়ার একটা লেজ জুড়ে দিতেই ঘুড়ি এবার দিব্যি উড়তে লাগল। অরভ বলে উঠল ঃ চেয়ে দেখ নৌকার পালের মতো কেমন ফুলে উঠেছে আমাদের ঘুড়ি।

'পেটের বাঁধ একটু ঢিলে রেখেছি বলে ও-রকম হয়েছে। হাওয়া কম হলেও ওতে সে হাওয়া আটকাবে। দেখে নিয়ো আমাদের এ ঘুড়ি এক মাইল উপরে অবধি উঠবে।'

'আজকে বিকেলেই আমরা তার পরীক্ষা করব।'

বিকেলে সেদিন সব ছেলেরা গিয়ে হাজির হলো বিগ হিলে।

অন্য সব ঘুড়ির চেয়ে নতুন ঘুড়ি অনেক বেশি উঁচুতে গিয়ে উঠল। একবারও গোঁত্তা খেল না। ছেলেরা সবাই পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। উইল সবাইকে সে সুযোগ দিল।

অল জনস্টন জিজ্ঞেস করল ঃ ঘুড়ি তোমরা বেচবে কি ?

উইল অরভের মুখের দিকে চাইল। এক মুহূর্ত চিন্তা করল দুভাই।

উইলবার বলল ঃ ঘুড়ি বেচব না কিন্তু শুধু এটাই বেচব।

'কত ?'

'কুড়ি সেন্ট।'

অল জনস্টন ভাবতে লাগল। স্কুলের পরে বাড়ি বাড়ি মুদি দোকানের সওদা পৌঁছে দিয়ে সে হপ্তায় পঞ্চাশ সেন্ট রোজগার করে। কিন্তু বাড়িতে তৈরি একটা ঘুড়ির জন্যে কুড়ি সেন্ট দাম একটু বেশি।

উইলবার তাকে মনে করিয়ে দিল, যে ঘুড়ি তোমার ছিল তার দাম ছিল চল্লিশ সেন্ট। কিন্তু সেটা এত ভালো ছিল না।

অল স্বীকার করল, কথাটা সত্যি। তারপর বলল ঃ ঠিক আছে। আমি এটা কিনব। কিন্তু শনিবারের আগে তো আমি টাকা পাব না।

উইলবার তাকে ঘুড়িটা দিয়ে বলল ঃ আমরা অপেক্ষা করতে রাজি। এই নাও তোমার ঘুড়ি।

এরপর তারা অনেকগুলো ঘুড়ি তৈরি করেছে। অবশেষে তারা পাতলা কাগজের পরিবর্তে কাপড় দিয়েও কতকগুলো বাক্‌স ঘুড়ি তৈরি করল। সাধারণ ঘুড়ির চেয়ে সেগুলো বেশি উপরে উঠত কিন্তু সেগুলো তৈরি করা কঠিন।

অরভের মাথায় একদিন এক ফন্দি এল। উইলকে সে বলল ঃ হয়তো একত্রে আমরা দুটো ঘুড়ি উড়াতে পারি। একটা ঘুড়ি প্রথমে উড়বে, তারপর সেই সুতোর মাঝখানে আরেকটা বেঁধে দেব। দেখা যাক তার ফল কি দাঁড়ায়।

উইল বলল ঃ বেশ।

চমৎকার ব্যাপার! অর্ধেক সুতো ছেড়ে তারা আরেকটা ঘুড়ি তাতে বেঁধে দিল। বেশ উড়তে লাগল। অরভ সুতো ধরে ছিল। বেশ উত্তেজনার সঙ্গে সে বলে উঠল ঃ ধরে দেখ কত জোর। আমি ধরে রাখতে পারছি না।

উইল এসে সুতোটা টেনে দেখল, অরভ ঠিকই বলেছে। অরভ খুশি হয়ে বলল ঃ আমাকে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলেছে।

'এক সময়ে আমরা এমন ঘুড়ি তৈরি করব যা আমাদের শুদ্ধ উপরে তুলে ফেলবে' উইল বলল।

এবার এক কাণ্ড হলো। তাদের পুরানো সুতো দুটো ঘুড়ির টান সইতে পারল না, উপরের দিকে এক জায়গায় গেল ছিঁড়ে। ফল কি হলো ? দুটো বাক্স ঘুড়ি পাখির মতো আপন মনে উড়তে উড়তে চলে গেল। উইল আর অরভ আর কোনোদিনই সে ঘুড়ির সন্ধান পেল না।

ছয়

উইলবার বা অরভাইল যে রাতদিন শুধু এটা ওটা তৈরি করেই সময় কাটাত তা নয়। উইলবার হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। স্কুলে নতুন একটা ব্যায়ামাগার তৈরি হয়েছে। সেখানে যে হরাইজান্টাল বার আছে উইলবার তার বেশি সময় তাই নিয়েই কাটায়। প্রতিদিন সে সেইখানে ব্যায়াম করে। এর ফলে তার হাত আর ডানা বেশ মজবুত হয়ে উঠেছে।

এমনি করে ছয়মাস হরাইজান্টাল বার নিয়ে ব্যায়াম করার পর সে নানা রকম কৌশল শিখে ফেলল। বার ধরে শূন্যে ঘুরতেই সে বেশি পছন্দ করত। অরভকে সে বলত ঃ এটা আকাশে উড়বার মতোই ব্যাপার।

দিন দিন উইলবার শক্তিশালী হয়ে উঠল। তখনকার দিনে বাস চলাচলের প্রচলন ছিল না। তখন ফোর্ড সবেমাত্র তাঁর ঘোড়া টানা গাড়ি তৈরি করতে শুরু করেছেন। কাজেই উইল আর অরভকে প্রতিদিন স্কুলে যেতে হতো পায়ে হেঁটে। পথ ছিল যেতে চার মাইল আসতে চার মাইল। দৈনিক এই আট মাইল হাঁটার অভ্যাস করায় পাগুলোও তাদের বেশ শক্ত হয়ে উঠলো।

উইলবার যদিও হাইস্কুলে নতুন ঢুকেছে তবু ফুটবলে সে-ই সেরা খেলোয়াড়। শীতের সময়ে সে খেলত হকি। শীতে জমাট বাঁধা একটা পুকুরে হাইস্কুলের ছেলেরা হকি খেলত।

কাছেই একটি সৈন্য-শিবির ছিল। একদিন খেলা হলো সেখানকার সামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে। দুইদলে খুব জোর খেলা হলো। দুই দলেই এক গোল করে দেওয়ায় খেলা ড্র। স্কুলের দলের গোলটা উইলবারই করেছিল।

বিপক্ষ দলের একটি ছেলে তার স্টিক দিয়ে একটা বল আটকে ধরেছিল। উইলবার এক ঘায়ে বলটি ছাড়িয়ে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ছেলে এসে জোরে বলে ঘা' দিতে গেল। কিন্তু আঘাতটা বলে না লেগে হঠাৎ লাগল এসে উইলবারের মুখের ওপর। উইলবার এক মুহূর্ত দাঁড়াল হতভম্বের মতো তারপর থুতুর সঙ্গে বাইরে ফেলল নিজের মুখের পাঁচটি দাঁত। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। সৌভাগ্যের বিষয় সেখানে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলেন সেনাশিবিরের একজন ডাক্তার। দৌড়ে এসে তিনি উইলবারকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নিশ্চয়ই খুব ব্যথা হচ্ছে তোমার ?

'না, ব্যথা করছে না' বলেই অজ্ঞান হয়ে উইলবার ঢলে পড়ল। ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। পেনিসিলিন বা ঐ জাতীয় কোনো ওষুধ তখনও তৈরি হয়নি। ডাক্তাররা তখনকার দিনে কাটা ঘায়ের ওপর আইওডিন ঢেলে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন। চিকিৎসায় উইলবারের কোনো উপকার হলো না। আরও তিনটি দাঁত তার তুলে ফেলতে হলো। নলের সাহায্যে তরল খাদ্য খেয়েই তাকে কয়েক সপ্তাহ কাটাতে হলো। তারপরে ডাক্তার ব্যবস্থা দিলেন টোস্ট আর ডিম খেতে। কিন্তু কেনো জানা গেলা না-সে খাদ্যও উইলবারের সহ্য হলো না। তার পেটের গোলমাল হতে লাগল, হার্ট হয়ে গেল দুর্বল। মনে হতে লাগল, বাকি জীবনটাই যেন তার অকর্মণ্য হয়ে গেল।

তার মা, বাবা ও অরভ এসে পালা করে তার পাশে বসতেন। তার বাবা এর পর আর বাইরে যেতেন না। প্রায়ই পাশে এসে বসে তিনি উইলবারের সঙ্গে গল্প করতেন। উইল চুপ করে শুনে যেত। সে তার জীবনে বাবাকে ভালো করে জানবার সুযোগ এই প্রথম পেল।

খোদা ও ধর্ম সম্বন্ধে বাবা যা বলতেন উইলবার শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতো, নতুন নতুন প্রশ্ন করত বাবাকে। উইল আর অরভ নিজেরা না বুঝে-সুঝে কোনো ব্যাপারকেই মেনে নিতো না। সর্বদাই তারা সব-কিছুর কারণ জিজ্ঞেস করত। অবশেষে উইলবার একদিন তার বাবাকে বলল, অসুখ সেরে গেলে সে তাঁর কাজে সাহায্য করবে সেও হয়তো তার মতোই একজন পাদ্রী হতে পারবে।

তার বাবা মাথা নেড়ে একটু হাসলেন। তারপরে বললেন ঃ খোদা আমাদের প্রত্যেককেই একটা-না-একটা কাজের ভার দিয়েছেন। আমার কিন্তু মনে হয় খোদা তোমাকে বা অরভাইলকে পাদ্রী হতে পাঠাননি। আমি জানি না কি তৈরি করতে তিনি পাঠিয়েছেন তোমাদের। তবে এটা সত্যি যে কিছু একটা বড় কাজ তোমরা করবে, খোদার এই ইচ্ছা।

একটু ভালো হয়ে উইলবার যখন উঠে বসতে আরম্ভ করেছে তার বাবা তখন একদিন তাকে এনে দিলেন কাঠ-খোদাই করার আর নক্শা আঁকার এক সেট যন্ত্রপাতি। উইলবার তাতে ভারি খুশি। তার নিজের বাটালী আছে আর আছে নরম এক

রকমের কাঠ। যে কোনো নক্‌শার অনুকরণে তা কাটা যায়। কাঠ খোদাইয়ের যন্ত্রপাতির সঙ্গে একখানা বইও ছিল। নানা রকমের কাঠ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ে ভর্তি সে বই। কোন কাঠ ওজনে হালকা। কোন কাঠ বেঁকে যায় তবু ভাঙে না। কোনো কোনো হালকা কাঠ আবার ভারী কাঠের চেয়েও শক্ত। হকি খেলতে গিয়ে আহত না হলে উইলবার এ সবের কিছু জানতে পারত না।

একদিন অরভ তার কাছে এল। এসে বলল ঃ কি বলব জানো দাদা ?

'কি বলতে চাস্ অরভ ?'

অরভ বেশ উত্তেজিতভাবে বলল ঃ এসো, মার জন্যে আমরা একটা চেয়ার তৈরি করি। তুমি শুধু নক্‌শাটা এঁকে দাও। আর সব শক্ত কাজগুলো আমিই করব। প্রথমে কিছুই কাউকে বলব না।

বরাবর এ রকমই হয়ে এসেছে। হঠাৎ এক একটা মতলব এসে যায় অরভের মাথায়। উইলবার তাই নিয়ে চিন্তা করে। তারপর দুজনের ভিতরে চলে আলোচনা।

যেমনটি তাদের মা পছন্দ করবেন ঠিক তেমনি একখানা চেয়ারের নক্‌শা তারা এঁকে ফেলল। নক্‌শা আঁকার খাঁটি কাগজ, খাঁটি পেনসিল, রুলার, কম্‌পাস সবই তাদের যন্ত্রপাতির সেটে রয়েছে। উইল তাই অভ্যাস করছিল। এবারে তাদের আঁকা নক্‌শাটি ঠিক ব্যবসায়ীদের আঁকা নক্‌শার মতোই হয়েছে।

অরভ ছুটে গেল বাকি সব কাজ করতে। উইল বিছানায় বসে বসেই পরামর্শ দিতে লাগল। চেয়ার তৈরি সোজা কথা নয়। তবু দেখতে দেখতে একটা চেয়ার তারা তৈরি করে ফেলল। অরভ তাতে রং লাগিয়ে দিল।
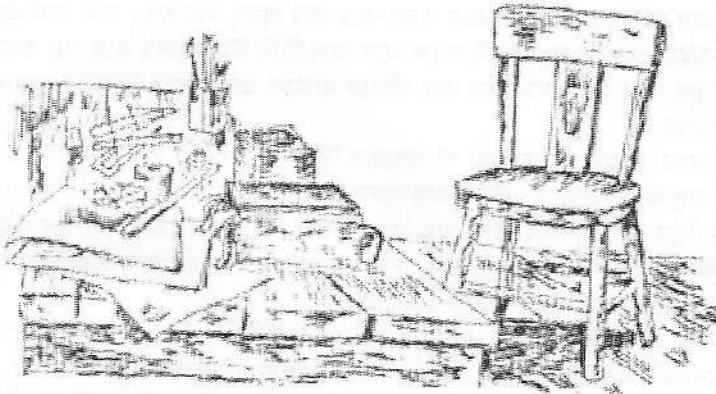
পরের দিন ভোরে তাদের মা নাশতা তৈরি করতে রান্না ঘরে ঢুকেই দেখলেন সে নতুন চেয়ার। ছেলেদের কাছ থেকে পাওয়া এ-ই তাঁর প্রথম উপহার। বারবার তারা তাঁর জন্মদিনে আর বড়দিনের সময় কিছু একটা উপহার এনে দেয় সত্যি কিন্তু এবারের উপহার হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

ছেলেরা নিজ হাতে চেয়ার তৈরি করেছে, কাজেই এ নিয়ে গর্বের সীমা নেই মায়ের।

রোগ-শয্যায় পড়ে থাকলেও শুধু যন্ত্রপাতির সেট নিয়ে আর অরভের সঙ্গে টুকিটাকি কাজ করেই কিন্তু উইলবার খুশি নয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে অনেক বই পড়ে ফেলেছে। এর আগে স্কুলের বই ছাড়া বিশেষ কিছু সে পড়ত না। বইর পাতায় ছড়িয়ে আছে কত না মজার ব্যাপার। রবিনসন ক্রুশো তার সবচেয়ে প্রিয়। কারণ ? হ্যাঁ, বেচারা রবিনসন এমন এক দ্বীপে গিয়ে উঠল, মানুষের প্রয়োজনীয় কিছুই যেখানে নেই। সেখানে বাঁচবার জন্যে একে একে সব কিছু তাকে করে নিতে হলো নিজ হাতে।

প্রথমে সে তৈরি করল কাঠের একটা ভেলা তারপরে একটা কুঁড়েঘর। এরপর যন্ত্রপাতি, এমন কি পরবার কাপড় পর্যন্ত। জিনিসপত্র তৈরির ব্যাপারে পটু না হলে সে বেচারা মরেই যেতো।

বই বন্ধ করে রেখে উইল শুয়ে শুয়ে ভাবত, জাহাজ-ডুবি হয়ে সে আর অরভ যেন উঠেছে গিয়ে নাম-না-জানা এক দ্বীপে। কিন্তু তাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না সেখানে। কারণ, তারা দরকারী জিনিস নিজেরাই তৈরি করতে পারে। সে স্বপ্ন দেখত, দু'ভাই তারা একদিন বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয় ? সে তখন জানত না যে চেষ্টা থাকলে স্বপ্নও সত্যে পরিণত হয়ে ওঠে।

অরভ কিছুই পড়ত না বললেই চলে। অন্য লোকেরা তাদের লেখা বইয়ে কি লিখেছে না-লিখেছে তা নিয়ে সে মাথা ঘামাত না। নিজের খেয়াল-খুশিতেই সে মশগুল। এই ছিল তার সর্বস্ব। তুমি যদি শুধু বই পড়, তবে কিছু একটা তৈরি করার সময় পাবে কোথায় ? একবার সে আর এড সাইনস শুরু করেছিল এক অংশীদারী কারবার। একটা ছোট ছাপাখানা কিনেছিল তারা। চুরুটের বাক্সের মতো ছোট্ট সে ছাপাখানা। সেই ছাপাখানা দিয়ে স্কুল থেকে একটা কাগজ বের করল দুজন মিলে। সে কাগজের নাম দেওয়া হলো 'মিজেট'। স্কুলের সঙ্গী সাথীদের সম্বন্ধে তারা লিখত। নিজেরাই আবার অক্ষর বসিয়ে বসিয়ে তা ছাপাত।

কিন্তু ছাপার জন্যে কিনতে হয় কাগজ আর কালি। পয়সা কোথায় ? তার তাদের কাগজের জন্যে বিজ্ঞাপন চাইতে গেল, মুদী, গোশ্‌তওয়ালা, মি. কারমোডি আর মি. সুয়ার্জের কাছে। প্রতি বিজ্ঞাপনের রেট পনর সেন্ট করে। সবাই তারা বিজ্ঞাপন দিল সে কাগজে। অবশ্যি সে ক্ষুদে ছাপাখানায় তেমনি ক্ষুদে কাগজই ছাপা হতো।

একদিন অরভ বলল এড সাইনসকে ঃ দাদা একটু ভালো হয়ে উঠুক। আমরা নিজেরাই বেশ বড় একটা ছাপাখানা তৈরি করে ফেলব।

এড বলল ঃ তুই দেখছি সত্যিই একটা পাগল!

অরভ জবাব দিল ঃ বা! আমরা স্লেড তৈরি করলাম, ঘুড়ি তৈরি করলাম। তারপরে তৈরি করলাম একটা চেয়ার। আমরা যা খুশি তাই তৈরি করতে পারি। দাঁড়াও তখন দেখতে পাবে।

অবশেষে উইলবার বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। তার মা আর বাবা তাকে আর স্কুলে পাঠাতে রাজি হলেন না। প্রতিদিন দু'ক্রোশ পথ হেঁটে যাওয়া-আসা তখনও তার পক্ষে সহজ নয়।

সে সময়ে রেভারেন্ড রাইট ছিলেন 'ক্রিসচিয়ান কনজারভেটার' নামক একটা কাগজের সম্পাদক। উইলবারকে তিনি একটা কাজের ভার দিলেন। কাজটা হলো ছাপানো কাগজ ভাঁজ করে করে খামে পুরে দেওয়া। রেভারেন্ড রাইটকে সবাই ভালোবাসত বলে তাঁর কাগজও তারা পড়তে চাইত। অনেক কাগজ নানা জায়গায় পাঠাতে হতো। অনেকটা সময় কেটে যেতো সে সব কাগজ ভাঁজ করতে। পরে অরভ এসে তাতে সাহায্য করতে লাগল কিন্তু অরভের কাছে এ কাজ নীরস। সে একদিন বলল ঃ কাগজ ভাঁজ করবার জন্যে একটা মেশিন তৈরি করলে হয় না, দাদা ?

উইল বলল ঃ কাগজ ভাঁজ করার মেশিনের কথা আমি কোনোদিনও শুনিনি।

'আমিও শুনিনি। কিন্তু চেষ্টা করলে একটা কিছু আমরা দাঁড় করাতে পারি।'

উইল বলল ঃ মি. সুয়ার্জের দোকানে একটা পায়ে চালানো মেশিন রয়েছে। হয়তো আমরাও—।

সেই রাত্রে তারা আবার তাদের কাজের টেবিলের উপর ঝুঁকে রইল। আবার তারা একসঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। অরভের মাথায় একটা কিছু নতুন মতলব আসে, উইল তার ভেতর কোনো খুঁত আছে কিনা তাই ভেবে দেখে। যদি দেখে মতলবটা মন্দ নয়, তবে দুভাই লেগে যায় কাজে। এবার আবার আজব রকমের একটা মেশিনের ছবি ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর ফুটে উঠতে লাগল। এর আগে যে সব কাজ তারা করেছে তার ভেতর এ কাজটাই যেন কঠিন মনে হচ্ছে। এবারের কাজ লোহালক্কড় নিয়ে। কিন্তু তিন সপ্তাহ পরে মেশিন একটা তৈরি হলো।

তারা দুভাই ছাড়া এ মেশিন আর কেউ চালাতে পারে না। উইল পা দিয়ে মেশিন চালায়, অরভ কাগজ এগিয়ে দেয়। কাগজ সাইজ মতো ভাঁজ হয়ে বেরিয়ে আসে।

তাদের বাবা অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। যে কাগজ ভাঁজ করতে অরভ আর উইলের দুদিন লেগে যেত। এখন এ আজব মেশিনে সে কাজ দুঘণ্টায় হয়ে যায়।

রেভারেন্ড রাইট বলে উঠলেন ঃ উইলের অসুখের সময় একদিন বলেছিলাম, খোদা কিছু একটা বড় কাজ তোমাদের দিয়ে করাবেন। এখন বুঝতে পারছি, কি তিনি করাবেন। আমি জানি তোমরা হবে আবিষ্কারক। বাকি জীবনে তোমরা এমন সব জিনিস তৈরি করবে যা দিয়ে সমগ্র মানবজাতি উপকৃত হবে।

অরভ গর্বের সঙ্গে বলে উঠল ঃ সবকিছু আমরা তৈরি করতে পারি। এমন কি ছাপার যন্ত্রও।

উইল বলল ঃ সবকিছু আমরা তৈরি করতে পারি না। কিন্তু লোকে যা কখনও তৈরি করেনি সে সব তৈরির চেষ্টা আমরা করতে পারি।

অরভ বলল ঃ এমন একটি ঘুড়ি আমরা তৈরি করব যা আকাশে আমাদের ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে।

বাবা হেসে বললেন ঃ তোমরা মানুষ-পাখি তো নও।

উইল বলল ঃ অরভ হয়তো ঠিকই বলেছে। হয়তো সত্যিই আমরা একদিন উড়তে শিখব।

সাত

বিদেশ থেকে ফেরবার সময় উইলের বাবা প্রায়ই কিছু-না-কিছু উপহারের জিনিস নিয়ে আসতেন। উইলের জন্যে আনতেন এক আধখানা বই, কেটির জন্যে পুতুল। আর অরভের পছন্দটি ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। সে ভালোবাসত লড়াই খেলতে। তাই তার জন্যে আনতে হতো খেলনার সৈনিক। সেগুলোকে দুভাগে ভাগ করে মেঝের উপর সে লড়াই খেলত।

একবার কিন্তু সে সব না এনে তাদের বাবা নতুন ধরনের একটি খেলনা নিয়ে এলেন। খেলনা নিয়ে খেলবার বয়স অরভ ছাড়িয়ে এসেছে। তবু এ খেলনা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। খেলনাটার নাম 'হেলিকপটার'। বাঁশ আর পাতলা কাগজ দিয়ে তৈরি আবজ এক জিনিস। ফড়িং-এর পাখার মতো দুটো পাখা এর দুপাশে লাগানো, সঙ্গে এক টুকরো লম্বা রবার। দড়ির মতো করে তা জড়াতে হয়।

উইলের বাবা বললেন ঃ চল বাইরে গিয়ে আমরা খেলনাটা পরীক্ষা করি।

উইল আর অরভ অবাক হয়ে ভাবছিল, এটা আবার কেমন খেলনা। বাবার পিছনে তারা বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি রবারটা জড়িয়ে খেলনাটা ছেড়ে দিতেই সেটা প্রায় পনর ফুটের মতো উপরে উঠে মাটির উপর এসে পড়ল।

অরভ আনন্দে চিৎকার করে উঠল ঃ ঠিক যেন একটা বাদুড়।

উইল বলল ঃ এটা লেজহীন একটা ঘুড়ির মতো।

বাবা কিন্তু বললেন ঃ এটা যে কি তা আমিও জানিনে। এর আগে এ রকম জিনিস আমি দেখিনি। লোকে এর নাম দিয়েছে হেলিকপটার।

"হে-লি-কপটার" অরভ বারবার কথাটা উচ্চারণ করতে লাগল। বাবা বললেন— নামটা রাখা হয়েছে 'হেলিকো' বলে একটা গ্রীক শব্দ থেকে। হেলিকো বলা হয় ঘড়ির স্প্রীং-এর মতো জড়ানো জিনিসকে।

এরই ভিতর উইল আরেকবার রবারটা জড়িয়ে খেলনাটা পরীক্ষা করে দেখল। ছেড়ে দিতেই সেটা পাখির মতো উড়ে যায়। কিন্তু উড়ে যায় সটান উপরের দিকে। অন্য সব ছেলেরা হলে বলে উঠত, "ইস কী উঁচুতে গিয়ে উঠেছে। কতদূর অবধি এটা যেতে পারে ?" কিন্তু অরভ আর উইল সে রকম নয়। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ কেন এটা উপর দিকে উঠেছে? তারা লক্ষ্য করল খেলনাটা উপরে উঠবার সময় এঁকেবেঁকে এদিক-ওদিক যায় ?

উইল তাই দেখে বলল ঃ উপরে উঠবার সময় এটা বাতাসের গায়ে গর্ত খুড়ে পথ তৈরি করে নেয়।

www.alorpathsala.org

অরভ বলল ঃ অথবা বাতাস সরিয়ে জায়গা করে নেয়, ঠিক যেমনভাবে নৌকা চলে পানি ঠেলে সরিয়ে।

খেলনাটা কয়েকবার খুলে তারপর আবার লাগিয়ে তারা পরীক্ষা করল। কিন্তু আসল ব্যাপারে কিছুই তারা বুঝতে পারল না। খেলনাটা সোজা উপর দিয়ে না উঠে পাখির মতো কেন উড়ে না ? অবশ্যি এ প্রশ্ন নিয়ে তখনকার বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও

মাথা ঘামাচ্ছিলেন। অবশেষে একদিন ওটা প্রকাণ্ড এক গাছের উপরে আটকা পড়ে রইল। নিচে কোনোদিনই পড়ল না। কিন্তু তাহলে কি হবে, হেলিকপটারের কথা তারা কোনোদিনই ভুলল না।

তাহলেও ওটা একটা খেলনা বই আর কিছুই নয়—তাও আবার অপরের তৈরি। উইল আর অরভ অপরের তৈরি জিনিসের দিকে এতটা আমল দেয় না কোনোদিনই। তারা নিজেরা কি করে একটা জিনিস তৈরি করবে সেই চেষ্টাই শুধু করে। এতে ওদের বাবাও বেশ উৎসাহী। তাঁর ছেলে দুটি যে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির এটা তিনি লক্ষ করেছেন। মিসেস রাইটও ছেলেদের উৎসাহই দিতেন। অন্যান্য ছেলেদের মায়েরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত ঃ তোমার ছেলেরা কোথায় ? আমাদের ছেলেপিলেদের সঙ্গে তো ওদের খেলতে বেড়াতে দেখি না কখনও ?

মিসেস রাইট মৃদু হেসে বলতেন ঃ ওঃ ওরা বাড়িতে বসে এটা ওটা নিয়ে টুক-টাক করছে।

সত্যি ওরা এটা ওটা নিয়ে টুক-টাকই করে। অরভ সেদিন বলেছে, উইলবার আর সে এবার সত্যিকার একটা ছাপাখানা করবে। বড় ছাপাখানার কলা-কৌশল ঠিক ছোটগুলোর মতোই। আসলে আকারে বড়। ছোট ছাপাখানা কি করে চলে তা এরা দেখে নিয়েছে। এবার বিশ গুণ বড় একটা তারা তৈরি করছে।

পুরানো লোহালক্কড়ের দোকানটা তাদের জন্যে একটা সোনার খনি। এমন অনেক কিছু সেখানে পড়ে আছে যা কারও কোনো কাজেই লাগে না। অরভ আর উইলবার যদি সেগুলো গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে আসে তবু মি. কারমোডি এতটুকুও আপত্তি করে না। এই তো সেদিন তারা নিয়ে এল লোহার একটা রোলার। এক চাষীর কি একটা মেশিনের অংশ ছিল সেটা। বাড়ি এসে ঘষে মেজে ওরা সেটা দিয়ে মেশিনের একটা অংশ তৈরি করেছে।

ছাপাখানার টাইপটাই তারা তৈরি করতে পারছে না। টাইপ আনতে হয় কিনে। তাতে খরচ হয় পনর ডলার। দশ ডলারের মতো জমিয়েছে। আর পাঁচ ডলার ধার করতে হলো মায়ের কাছ থেকে।

উইল আর অরভের কাছে ছাপার যন্ত্র তৈরির কাজটা নতুন কিন্তু আসলে এটা একটা পুরানো ব্যাপার। হাজার বছর আগেই চীনদেশের লোকেরা ছাপার যন্ত্র তৈরি করেছে। ১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দের আগে অবধি এ যন্ত্র ইউরোপেও তেমনভাবে প্রচলিত হয়নি। তারপর যোহান গুটেনবার্গ নামে এক জার্মান তাঁর যন্ত্রে প্রথম বাইবেল ছাপেন। সেজন্যে সচারাচর আমরা বলে থাকি, যোহান গুটেনবার্গই মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কর্তা। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার তিনি করেন নি কিন্তু এর অনেক উন্নতি সাধন করেছেন। তিনিই টুকরো টুকরো টাইপ বসিয়ে সর্বপ্রথম বই ছাপেন।

উইল আর অরভ মিলে যে ছাপার যন্ত্র তৈরি করল তা দেখতে কতকটা গুটেনবার্গের যন্ত্রের মতোই। কাজের ধরন-ধারণও একই রকম। প্রথমে টাইপগুলো সাজাতে হয় চ্যাপটা মতো একখানা পাথরের উপর। পরে টাইপে কালি লাগানো হয়। তারপরে একখানা কাগজ টাইপের উপর রেখে রোলার চালানো হয় তার উপর দিয়ে।

টাইপের নক্‌শা উঠে আসে কাগজে। মোটামুটি এই হলো কায়দা। অবশ্যি কোনো কিছু বেশি ছাপতে হলে এতে যথেষ্ট সময় ব্যয় হতো। কারণ, তখন রোলার চালাতে হতো হাতে, ঠিক যেমন করে টেনিস খেলার জায়গায় রোলার চালানো হয়।

কিন্তু হাতে রোলার চালানোর কাজটা উইল আর অরভের পছন্দসই হলো না। তারা একটা পাদানী তৈরি করে নিল। মায়ের সেলাইয়ের মেশিনটা কিভাবে চলে তারা লক্ষ্য করে দেখেছে। মা তাঁর ডান পা দিয়ে ধীরে ধীরে পাদানীতে চাপ দেন আর সূচটা ওঠানামা করতে থাকে দ্রুত-গতিতে। যে শেলাইয়ের কাজ মা এক ঘণ্টায় করতেন মেশিনে তা পাঁচ মিনিটে হয়ে যায়।

কাজেই তারা তাদের মেশিনের জন্যেও একটা পাদানী তৈরি করে নিল। রোলারের সঙ্গে লাগানো হলো বেল্ট লাগাবার চাকা। তার ফলে পাদানীতে চাপ দিতেই রোলারটা একবার সামনে যায় আবার পিছিয়ে আসে। উইলবার পাদানী চালায়, অরভ এগিয়ে দেয় কাগজ। ছাপানো কাগজখানা প্রথমে সে টেনে আনে তারপর রোলারটা ফিরে আসবার আগেই আরেকখানা কাগজ টাইপের উপরে বিছিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে পরে টাইপে কালি দেবার জন্যে তাদের থামতে হয়।

এমনি করে ছাপার যন্ত্র তৈরির কাজ শেষ হলো। মেশিন বেশ চলতে লাগল। কিন্তু ছাপবার কিছু না পেলে শুধু মেশিন দিয়ে কি হবে ?

আট

অরভ একদিন বলল ঃ দাদা, আমাদের উচিত সাপ্তাহিক একটা খবরের কাগজ বের করা।

উইল চিন্তিতভাবে বলল ঃ কিন্তু আমাদের যে টাকা নেই।

তাদের বাবা রেভারেন্ড রাইটকে সম্প্রতি প্রশান্ত উপকূল অঞ্চলের বিশপ করা হয়েছে। গীর্জার কাগজ বের করা বন্ধ করে আবার তাঁকে বিদেশে যেতে হবে। উইল আর অরভের পক্ষে সেটা কম ক্ষতির কথা নয়, কারণ কাগজ ভাঁজ করার জন্যে তিনি সপ্তাহে তাদের প্রত্যেককে দুডলার করে দিতেন।

অরভ বলল ঃ আমাদের একটা খবরের কাগজ থাকলে আমরা বিজ্ঞাপন পেতাম। এড সাইনস আর আমি স্কুলের কাগজে বিজ্ঞাপন পেয়েছিলাম, বিজ্ঞাপন পেলে আমরা টাকা রোজগার করতে পারি।

সে কথায় উইলবার বলল ঃ কিন্তু প্রথমেই কালি কাগজ কিনতে আমাদের কিছু টাকা চাই। তারপরে কিছু নতুন টাইপও কিনতে হবে বই কি!

অরভ বলল ঃ তাইত! মার কাছেও আর চাইবার উপায় নেই। আগে থেকেই তো আমরা তাঁর কাছে পাঁচ ডলার ধারি।

উইলবার প্রস্তাব করল ঃ আমি মুদী দোকানের সওদাপত্র বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবার একটা কাজ নিতে পারি। এড সাইনসকে নিয়ে তুমি সেই পুরনো লোহালক্কড় যোগাড় করতে পার। সারাটা গ্রীষ্মকাল কাজ করলে আমরা কম করেও তিরিশ ডলার জমাতে পারব। কিন্তু দাদা ডাক্তার তো তোমাকে কঠিন কোনো পরিশ্রম করতে বারণ করেছেন।

অরভের কথায় উইলবার জবাব দিল ঃ মুদী দোকানের জিনিস বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

'ডাক্তারের মতে কোন ভারি জিনিস তোলা তোমার নিষেধ। তার চেয়ে আমি কি বলছি শোনো দাদা। কাজটা তুমি নাও, আমি তোমার কাজে সাহায্য করব। পুরোনো ঠেলা গাড়ি বের করে আমরা তাতে তেল লাগাব। জিনিসপত্র তাতে বোঝাই করে আমরা বাড়ি পৌঁছে দেব।

অবশেষে তাই তারা করল। ভাইয়ে ভাইয়ে এমন মিল খুব কমই দেখা যায়। তারা এড সাইনস্ এবং অন্যান্য ছেলেদের ভালোবাস্‌ত কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত নিজেরা একযোগে কাজ করতে। তারা এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করত যা অপরে বুঝত না। গাড়ি টানতে তারা আলোচনা করত ঘুড়ির কথা, সেই হেলিকপটার আর বাইসাইকেলের কথা। বাইসাইকেল তখন সবে নতুন বেরোতে শুরু হয়েছে।

এক সময়ে অরভ বলে উঠল ঃ আমরা হয়তো নিজেরাই কতকগুলো সাইকেল কোনোদিন তৈরি করতে পারব।

তখনকার দিনে বাইসাইকেল বেশ দামী জিনিস ছিল। তাদের বাবাও নিজের জন্যে একটা বাইসাইকেল কিনতে পারেননি।

উইল তাই বলল ঃ আগে আমাদের খবরের কাগজটা চালু হতে দাও অরভ। তখন খবরের কাগজ বিলি করবার জন্যে আমাদের একটা সাইকেলের দরকার হবে। আমরা বরং পুরানো বাইসাইকেলের সাজ-সরঞ্জামের খোঁজে থাকব এমনি করে হয়তো একটা আস্ত সাইকেল তৈরির অনেক সরঞ্জামই আমরা পেয়ে যাব।

এ বিষয়ে দুজনই তারা খুব সচেতন রইল। বাইসাইকেলের একটা পুরোনো কাঠামো পাওয়া গেল। পাওয়া গেল একটা সামনের চাকা আর একটা হ্যান্ডেল। সবগুলো একত্র জড়ো করে রাখা হলো।

এ সময়ে তারা শহরে সরবরাহ করত ডিম, মাখন, রুটি, ময়দা আর তরিতরকারি। এতদিনে বিশপের ছেলে দুটিকে সবাই চিনে ফেলেছে। তারা ভদ্র অথচ গম্ভীর প্রকৃতির। তারা বেশি হাসেও না, বেশি কথাও বলে না। শুধু কথা বলে যখন দু'ভাই তারা একলা থাকে।

উইলবার বলল ঃ খবরের কাগজ শুরু করেই শহরের লোকদের সম্বন্ধে আমাদের লিখতে হবে। কাজেই তাদের সম্বন্ধে সবকিছু মনোযোগ দিয়ে আমাদের দেখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে।

গাঁয়ের চাষী ব্রাউনের বাড়ি সওদা পৌঁছে দিতে গিয়ে তারা শুনলো, ব্রাউনের একটা মুরগি যে ডিম দিয়েছে তার চেয়ে বেশি ডিম কোন মুরগি দিয়েছে বলে শোনা যায়নি। অথব সেই চাষী আরেকটা বলদ কিনেছে। মেয়রের মেয়ের হয়তো হুপিং কাশি হয়েছে, তার খবরও তারা নিয়ে রাখল। অথবা কোনো নতুন পরিবার শহরে এলেও তারা তাদের বিবরণ সংগ্রহ করত। সপ্তাহে যেদিন তারা তাদের প্রাপ্য পেত সেদিনই তা এনে বাবার ডেস্কের একটা টানার ভেতর জমা করত। এবার গ্রীষ্মে মা আর কেটিকে নিয়ে আর তাদের বেশি দিন চড়াইভাতি করতে যাওয়া হলো না। উইল আর অরভ এবার আমোদ-প্রমোদ অনেক কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার জন্যে মনে তাদের একটুও দুঃখ নেই। তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা হলো সাপ্তাহিক কাগজের জন্যে টাকা সংগ্রহ করা। তারপর গ্রীষ্মের শেষে টাকা সংগ্রহ হয়েও গেল।

এখন তারা কাগজ বের করার কাজে হাত দিতে পারে। এতদিন ধরে যা কিছু তারা শুনেছে সব লিখে ছাপাবার ব্যবস্থা করা হলো অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে। কেটি তাদের কাজে সাহায্য করতে লাগল। এড সাইনস্‌কে নেওয়া হলো অংশীদার হিসেবে। কাগজের নাম রাখা হলো 'ওয়েস্ট সাইড নিউজ।' প্রথম যেদিন কাগজ বের হলো সে দিনটা তাদের কাছে কত গৌরবের।

একুশ বছর বয়সে উইলবার হলো কাগজের সম্পাদক আর সতের বছরের অরভাইল ম্যানেজার। অরভ কাগজ নিয়ে শহরের প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কাছে হানা দিল। সবাই তারা কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে রাজি হলো।

রোজ একশ করে কাগজ ছাপা হতে লাগল। এড সাইনস্ এবং আরও কয়েকটি ছেলে কাগজ বিলির ভার নিল। এবার উইলবার আর অরভের মন ভরে উঠল খুশিতে। একটা কিছু কাজ তারা এত দিনে শুরু করেছে। কাগজটার উন্নতি কি করে করা যাবে এখন তাই তাদের একমাত্র চিন্তা।

তাদের খাটুনী ছিল যথেষ্ট। অক্ষরগুলো বসাতে হয় হাত দিয়ে। এ কাজে অরভ ছিল সবচেয়ে পটু। উইলবার বা কেটির চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি সে অক্ষর সাজানোর কাজ করত।

কাগজ সবারই পছন্দসই হলো, সবাই তা কিনতে লাগল। এক বছর যেতেই কাগজ ছাপা হতে লাগল তিনশ করে। উইল আর অরভের লাভ হতো সপ্তাহে পনর ডলার। পনর ডলারের প্রতিটি কানাকড়ি অবধি তারা জমাতে লাগল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে একসময়ে তারা একটা সাইকেল তৈরি করে ফেলল। তৈরি করা ঠিক বলা যায় না, পুরানো সব অংশ জুড়ে এবং সেই সঙ্গে দু'চারটা নতুন কিনে সাইকেল তৈরি হলো। নতুন ঝকঝকে সাইকেল তো নয়, কাজেই পুরানো অংশগুলোর একটা না একটা প্রায়ই বিকল হতো কিন্তু দু'ভাই মিলে তখনই তারা সেটা ঠিক করে ফেলত।

ম্যানেজার অরভাইলের মাথায় একদিন এক খেয়াল চাপল। সে বলল ঃ গীর্জা থেকে যখন কোনো বুলেটিন বের হয় অথবা কোনো ব্যবসায়ী নিলাম বিক্রির নোটিশ

বের করে তখন তা ছাপাবার ভার দেয় কোনো বড় ছাপাখানার উপর। আমরা কেন সে কাজ করতে পারব না ?

উইল বলে উঠল ঃ ঠিক বলেছিস। আমাদের ছাপাখানায় কাজ থাকে সপ্তাহে মোটে দুদিন। তুই গিয়ে চেষ্টা করে দেখ যদি কারও কোন ছাপার কাজ জোগাড় করতে পারিস।

অরভ প্রথমেই খবর নিল, কোন্ কাজে ছাপাখানাওয়ালারা কত করে চার্জ করে। তারপরে তারা সবাইকে জানিয়ে দিল অর্ধেক চার্জে তারা সে কাজ করবে। তাতে কাজ তাদের অনেক বেড়ে গেল। ব্যবসায়ীরা স্বভাবতই সস্তায় তাদের ছাপার কাজ করিয়ে নিতে ছুটে এল। এই বাড়তি কাজ পেয়ে অরভ আর উইলের সাপ্তাহিক আয় হতে লাগল পঁচিশ থেকে তিরিশ ডলার। এক বছরে তারা জমিয়ে ফেলল প্রায় হাজার ডলার।

কিন্তু কাগজ বের করার কাজে যেন ধীরে ধীরে উৎসাহ তাদের কমে আসতে লাগল। এর কারণ কি ? তারা খবর সংগ্রহ করত, অক্ষর সাজিয়ে তা ছাপাত তারপর কাগজ বিলি করত খুব সহজ ব্যাপার। প্রথমে এ কাজ খেলার মতোই মনে হতো। কোনো কিছু বিগড়ে গেলে তারা তা মেরামত করত। মেরামত করার কাজে তাদের আনন্দের সীমা থাকত না।

এড সাইনস্ যখন তার সাইকেল ভেঙ্গে ফেলল তখন সেটা মেরামত করে দেওয়া সত্যিই আনন্দের ব্যাপার। এসব ধরনের কাজ করেই তারা আনন্দ পায় বেশি। অন্যান্য বারের মতো এবারও অরভাইলের মাথায় বুদ্ধি চাপল, তাদের জমানো টাকা দিয়ে তারা একটা সাইকেলের দোকান খুলবে। সে বলল ঃ রাস্তায় দেখতে পাবে প্রতিদিন সাইকেলের সংখ্যা কেবলই বেড়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট খারাপ বলে লোকের সাইকেলের এটা ওটা প্রায়ই ভেঙ্গে যায়।

উইল ধীরে ধীরে বলে উঠল ঃ বুদ্ধিটা বেশ। এডের কাছে কাগজটা বিক্রি করে আমরা মেইন রোডে একটা ঘর ভাড়া নিতে পারি।

অরভ শান্তভাবে বলল ঃ আমি আগেই সে সব করে রেখেছি। আমি জানতাম এ কাজ তুমি পছন্দ করবে।

উইল হেসে উঠল। অরভের কাজই হলো নতুন কিছু একটা করা।

অরভ বলল ঃ অনেক যন্ত্রপাতি আমাদের আছে। সবগুলো নিয়ে যাব দোকানে। সাইকেলের পুরানো সাজ-সরঞ্জামও আছে অনেক।

উইলবার বলল ঃ সব মতলবই তুই ঠিক করে রেখেছিস দেখছি।

অরভ বেশ খুশি হয়ে বলল ঃ নিশ্চয়ই ঠিক করে রেখেছি। কিছুদিন পরে হয়তো সাইকেল তৈরি করে আমরা বিক্রি আরম্ভ করব।

উইল জানত, দোকানের একটা নামও হয়তো অরভ ঠিক করে রেখেছে। সে জিজ্ঞেস করল ঃ দোকানের নাম কি রাখা হবে ?

বেশ গর্বের সঙ্গেই অরভ বলল ঃ 'দি রাইট সাইকেল কোম্পানি'।

নয়

উইলবার আর অরভ প্রথমেই কতকগুলো কাগজপত্র ছেপে নিল নিজেদের কারবারের নামে। বড় বড় হরফে ছাপা হলো রাইট সাইকেল কোম্পানি। তার নিচে রইল ঃ

উইলভার রাইট, প্রেসিডেন্ট
অরভাইল রাইট, ভাইস প্রেসিডেন্ট

ডেটনের বেশিরভাগ লোক ব্যবহার করে পুরানো ধরনের সাইকেল। সে সব সাইকেলের সামনের চাকা পেছনের চাকার চেয়ে অনেক বড়। তার আবার না আছে ব্রেক না আছে মাডগার্ড। চাকাগুলো তৈরি নিরেট রবার দিয়ে। কিন্তু সম্প্রতি নতুন এক ধরনের সাইকেল বাজারে উঠেছে। এগুলোর দুটো চাকাই সমান। তার চেয়ে বড় কথা হলো, চাকাগুলো ছিল আজকালকার চাকার মতো ফাঁপা।

ম্যাসাচুসেটসের স্প্রিংফিল্ড শহরের এক কারখানায় নতুন সাইকেলগুলো তৈরি হতো। উইল আর অরভ সেই কারখানায় প্রতিনিধি হবার জন্যে চিঠি লিখল। ম্যাসাচুসেটসের প্রকাণ্ড কারখানার মালিক তাদের চিঠি পেয়ে খুশিই হলেন। হয়তো ভাবলেন, নামকরা দুজন ব্যবসায়ীর পত্রই হবে। তিনি রাইট সাইকেল কোম্পানিকে সাইকেলের খুচরা অংশ বিক্রির অনুমতি দিলেন।

এই সময়ে ডেটনে এক ভদ্রলোক একটা সাইকেল ক্লাব খুললেন। প্রতি শনি রবিবার সকল বয়সের ছেলেরা বের হতো লম্বা সফরে। তারা ফিরে এলে দেখা যেত

সাইকেলের কোনো না কোনো অংশ বিগড়ে গেছে। আর এদিকে উইলবার আর অরভও তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছে। তারা এড সাইনসের পুরানো
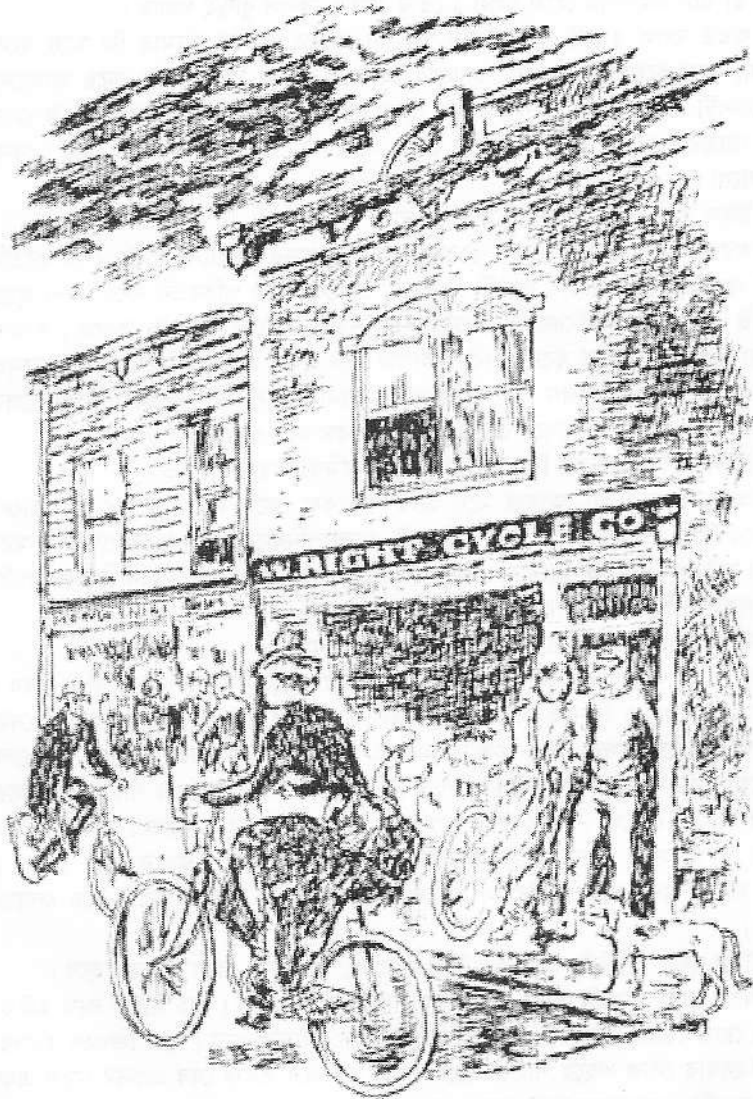
সাইকেলটা কিনে ফেলল। তাতে নতুন সাজ-সরঞ্জাম লাগানো হলো, চাকাও লাগানো হলো নতুন।

একদিন সেই সাইকেলটা নিয়ে কাজ করছিল অরভ আর উইল। হঠাৎ অরভ চেঁচিয়ে বলে উঠল ঃ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

তা শুনে উইলবার হেসে বলল ঃ তোর মাথায় কেবল বুদ্ধিই গজায়।

অরভ বলল ঃ এই সাইকেলটা পরীক্ষা করতে করতে আমার কি মনে হলো জানো? মনে হলো, যে কোনো কারণেই হোক অন্য সব সাইকেলের চেয়ে আমাদের সাইকেলটা বেশি চালু। এমন কি অল স্টুয়ার্টের নতুনটার চেয়েও। অল আমার চেয়ে বিশ বছরের বড় কিন্তু তাহলেও আমি তাকে সাইকেল রেসে হারিয়ে দিতে পারি। কেন, তা জানো ?

উইল মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে না।

অরভ আবার বলতে লাগল ঃ কারণ হলো, এডের পুরোনো সাইকেলের প্রতিটি অংশ আমরা খুলে পরিষ্কার করেছি। কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করে নতুন জুড়ে দিয়েছি। আমাদের সাইকেলের প্রতিটি অংশ নতুনের মতো ঝকঝক করছে। কারণ, আমরা ওগুলো পরিষ্কার করে, শিরীষ কাগজ ঘষে মসৃণ করেছি। মনে আছে, অনেক দিন আগে মা বলেছিলেন ঘর্ষণের কথা ? আমার মনে হয়, তোমার সাইকেলের অংশগুলো যত পরিষ্কার রাখবে তাতে ঘর্ষণ তত কম হবে এবং বেশি চলবে।

উইলবার বলল ঃ তুই কিছু একটা বলবার ভূমিকা করছিস অরভ।

অরভ বলল ঃ হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে সাইকেল রেসে আশে-পাশের যে কোনো লোককে আমি হারিয়ে দিতে পারি। কাজেই এসো শনিবারের এক বিকেলবেলা আমরা একটা সাইকেল রেসের আয়োজন করি। আমিও তাতে অংশ নেব। যদি জিততে পারি তবে সবাই চাইবে আমাদের মতো সাইকেল কিনতে।

তা' শুনে উইলবার জিজ্ঞেস করল ঃ তাতে কি লাভ ?

অরভ বলল ঃ বারে, বুঝতে পারছ না ? আমরা তাদের কাছে বাইক বিক্রি করব। একটা নতুন বাইক কিনতে লাগে একশ ডলার। শহরে এমন তিনজন লোকও নেই যারা তাদের ছেলেদের জন্যে একটা কিনতে পারে। কিন্তু আমরা শহরের সবগুলো অকেজো ভাঙা বাইক কিনে ফেলতে পারি। আমি বেশ জানি, হয়তো পাঁচ ডলার করে দিলেই আমরা ওগুলো কিনতে পারি। পুরানো সাইকেলের কাঠামোগুলো আমরা কাজে লাগাব। সেই সঙ্গে নতুন টায়ার আর চাকা লাগিয়ে রং করে চকচকে করে ফেলব। আমি জানি, এক একটা সাইকেল হয়তো তিরিশ ডলার করে আমরা বিক্রি করতে পারব।

উইল বলল ঃ বুদ্ধিটা ভালোই। কিন্তু প্রথমে তোকে তো রেসে জিততে হবে।

অরভ বলল ঃ আমি এখন থেকেই অভ্যাস করতে থাকব। পাঁচ মাইল করে বাইক চালাব রোজ ভোরে। রেসের বন্দোবস্ত করব নিজেকে তৈরি করে। যারা জিতবে তাদের প্রাইজ দেবার লোক শহরে পাওয়া যাবে। ফার্স্ট যে হবে তাকে দেব একদম নতুন এক বাক্স যন্ত্রপাতি। সব রকম যন্ত্রই তাতে থাকবে।

উইল বলল ঃ তার দাম হবে দশ ডলার। কম কথা নয়।

অরভ দুষ্টমির হাসি হেসে বলল ঃ আসল কথাই তুমি ভুলে যাচ্ছো দাদা।

বিস্মিত উইল বলল ঃ কি ভুলে গেলাম ?

অরভ বলল ঃ তুমি ভুলে যাচ্ছো যে প্রথম পুরস্কারটা আমিই পাব।

পরের দিন থেকেই অরভ সাইকেল অভ্যাস করতে লাগল। ভোর ছ'টায় উঠে সে সাইকেল চালানো আরম্ভ করত। অসমতল রাস্তায় পাঁচ মাইল সাইকেল চালানো সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু অরভ তাতে পিছপা হলো না। ফলে তার পা দু'টো ধীরে ধীরে বেশ মজবুত হয়ে উঠল।

আজকাল সাইকেলের হ্যান্ডল ধরে ইচ্ছেমতো উঁচু নিচু করা যায়। আগেকার দিনে কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। উইলবার একদিন লক্ষ্য করল, অরভ মাথা নিচু করে ঝুঁকে পড়ে সাইকেল চালাচ্ছে। সে কিছুটা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ ও কি করছিস অরভ ?

অরভ জবাব দিল ঃ এক মতলব করেছি। এ সাইকেলটার হ্যান্ডেল বেশ উঁচু। গত সপ্তাহের কাগজে ঘোড়দৌড়ের একটা ছবি দেখেছি। যে ঘোড়াটা জিতেছে তার জকি ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর একবারে নুইয়ে পড়েছিল। তার মানে ওভাবে হাওয়ার চাপ কম লাগে। মনে করে দেখ, সেই যে মা আমাদের প্রথম শ্লেড তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওটা নিচু করে তৈরি করতে, তাতে হাওয়ার চাপ কম লাগে। বাইকের বেলাও একই ব্যাপার। আমি এই হ্যান্ডেলবারগুলো নিচু করে নেব। তা'হলেই চালাবার সময় নুয়ে পড়ে বাতাসের তলা দিয়ে যাওয়া যাবে।

উইলবার সায় দিয়ে বলল ঃ মতলবটা তোর মন্দ নয়।

অরভ তাই করল। সাইকেলের হ্যান্ডেলবার নিচু করে বসিয়ে নিল। এখন সাইকেল চালাতে হলেই তাকে নিচু হয়ে থাকতে হয়। সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, নিচু হয়ে চালালে সাইকেল যে শুধু দ্রুতই চলে তা নয়, মেহনতও কম হয়। তাছাড়া আগের মতো পিঠে ব্যথা হয় না।

এড সাইনসের কাগজে ছেপে দেওয়া হলো, আসছে শনিবার ফেয়ার গ্রাউন্ডসে দুই মাইলের এক সাইকেল রেস হবে। সাইকেলের মালিক যে কোনো লোক তাতে প্রতিযোগিতা করতে পারবে। প্রথম পুরস্কার থাকবে যন্ত্রপাতির বাক্স আর পাম্প। অরভ গিয়ে মুদীর সঙ্গে আলাপ করল। মুদী রাজি হলো, কয়েক বোতল জাম আর জেলি দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে দিতে। গোশ্‌তওয়ালা রাজি হলো, তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে কিছু গোশ্‌ত দিতে।

শুধু ছেলেরাই নয়, বড়দের মধ্যে যাদের সাইকেল আছে তারাও প্রতিযোগিতায় যোগ দিল। আগের দিন রাত্রে অরভ আর উইল নিজেদের সাইকেলটার সবগুলো অংশ খুলে ফেলল। সেগুলোকে পরিস্কার করে ধুলোবালি মুছে ফেলা হলো, এমনকি স্পোকগুলোও চকচকে হয়ে উঠল। তারপরে তেল লাগিয়ে তারা আবার ঠিকঠাক করে রাখতে লাগল।

উইলবার বলল ঃ আমি একলাই এটুকু কাজ করে রাখছি। তুই বরং আজকের রাতটা বেশ করে ঘুমিয়ে নে। টায়ারগুলো ঠিক আছে তো ?

অরভ বলল ঃ হ্যাঁ, ঠিকই আছে। একমাস থেকে ব্যবহার করছি, একদিনও পাঙ্কচার হয়নি।

দশ

পরের দিন বিকেলে বিশখানা সাইকেল সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল প্রতিযোগিতার জন্যে। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোকই ছিল অরভের চেয়ে বয়সে বড়। অরভ মনে মনে একটু ঘাবড়ে গেল। কিন্তু তাহলেও আড়াই মাইল রেস। আগে থেকে যারা অভ্যেস করেনি তাদের পক্ষে ব্যাপারটা সহজ হবে না। অরভের পা ইস্পাতের স্প্রিং-এর মতো। সে জানে, দুমাইল সাইকেল চালানো তার পক্ষে মোটেই কঠিন কিছু নয়।

একজনের ছিল কলম্বিয়া নামে আনকোরা নতুন একখানা সাইকেল। সাইকেলটি তৈরি হয়েছে হার্টবোর্ডের কনেকটিকাটে। অরভ উৎসুকভাবে সাইকেল দেখতে লাগল। সবচেয়ে নতুন ধরনের জিনিস। অরভ দেখল, সাইকেলটির হ্যান্ডেলবার নামানো উঠানো যায়। এর আগে এমন সাইকেল আর তৈরি হয়নি।

সাইকেলটির মালিক জ্যাক উইন্টার্স। বছর তিরিশ হবে তার বয়স। সেখানকার মিল কোম্পানিতে সে হিসাব লেখার কাজ করে। রোজ দশ ঘণ্টা এক হিসাবের খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে থাকতে হয়। সাইকেলটা তার নতুন হতে পারে কিন্তু অরভের সঙ্গে সে কিছুইেত পারবে না। বেচারা অভ্যাস করার সময় কোথায় পাবে এতো খাটুনির পরে ?

আরও একটা জিনিস অরভের নজরে পড়ল। জ্যাক তার হ্যান্ডেলবার নিচু করেনি। উঁচু হ্যান্ডেল ধরে উইন্টার্স যখন সাইকেলে উঠে বসে তখন তাকে বসতে হয় সটান হয়ে। অরভ বুঝতে পারলো, সাইকেলের হ্যান্ডেলবার নিচু করে দিলে উইন্টার্স অনেক তাড়াতাড়ি চলে যাবে। কিন্তু অরভ তাকে কায়দাটা কিছুতেই শিখিয়ে দেবে না।

উইলবার আস্তে আস্তে বলল ঃ খুব হাওয়া দিচ্ছে অরভ। সবাই আগে গিয়ে হাওয়ার সঙ্গে মোকাবেলা করুক। তুই প্রথম মাইল সবার পেছনে থাকিস। হাওয়ার চাপ তোর গায়ে না লেগে তাদের গায়েই লাগবে, তারা হয়রান হয়ে পড়বে সহজেই। এর পর তুই এগিয়ে চলে যাবি।

এড সাইনস হলো স্টার্টার। সবাইকে লাইনবন্দী হয়ে দাঁড় করিয়ে সে বলে উঠল, "রেডি...গো!" সঙ্গে সঙ্গে সবাই রওয়ানা হলো। সবাই এগিয়ে যেতে ব্যস্ত, অরভ রইল পেছনে ঠিক ঘোড়সওয়ার জমির মতো সাইকেলের হ্যান্ডেলবারের উপর নুয়ে পড়ে। লম্বা চওড়া জ্যাক উইন্টার্স তার সামনে থাকায় সবটা হাওয়ার চাপ জ্যাকের গায়েই লাগছিল।

রেসের মাঠটা আধ মাইল লম্বা। গ্রীষ্মের সময়ে এখানেই ঘোড়দৌড় হয়ে থাকে। প্রথম চক্কর যখন শেষ হয়েছে অরভ তখন দশম স্থানে। দ্বিতীয় চক্করের শেষে সে এল পঞ্চম স্থানে। তখনও বেশি পরিশ্রম সে করছিল না। আগে যারা গিয়েছে তাদের

থেকে বিশ গজের মধ্যে থাকবার তার ইচ্ছা। এতক্ষণেও সে এতটুকু পরিশ্রান্ত হয়নি। তিন চক্কর ঘুরে আসবার পরে অরভ এসে পৌঁছাল চতুর্থ স্থানে। উইলবারের চোখে চোখে তার ইশারা হলো। উইলবার চিৎকার করে বলে উঠল ঃ এইবার—এইবার এগিয়ে যাও।
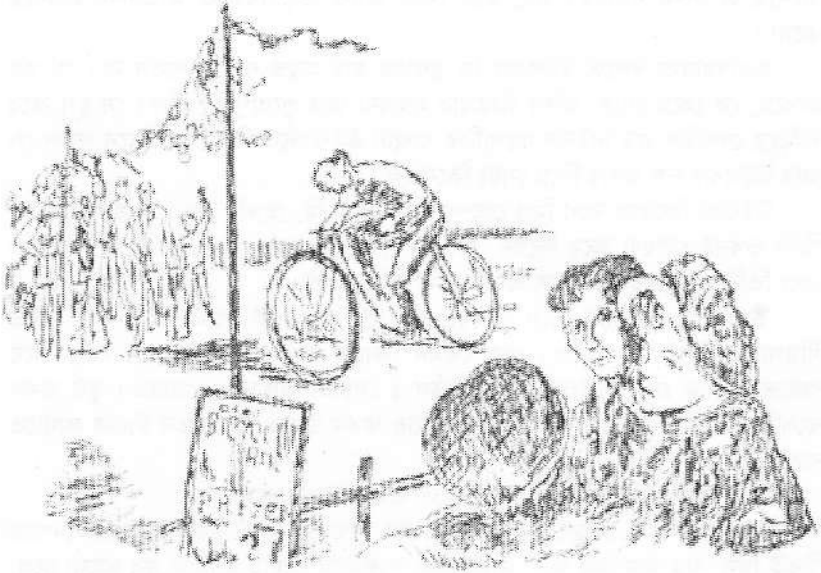
অরভের আগে যারা এগিয়ে গেছে তারা মাত্র দশ গজ দূরে। সে একজনকে ছাড়িয়ে গেল, তারপর আরেকজন—আরও একজন, তারপরে বাকি রইল শুধু জ্যাক উইন্টার্স তার নতুন সাইকেল কলম্বিয়া নিয়ে। কিন্তু জ্যাক তখন হয়রান হয়ে হাঁপাচ্ছিল। প্রায় কাছাকাছি আসতেই দুজন সমান হলো।

অরভ মনে মনে বলে উঠল ঃ এইবার গতি বাড়িয়ে ওকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। সে সাইকেলের উপর আরও নুইয়ে পড়ল। চারদিকের চিৎকার তার কানে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে সে উইন্টার্সকে ছাড়িয়ে যেতে লাগল। এখন সে উইন্টার্সের পাঁচ গজ সামনে। মনে মনে সে ভারি খুশি।

ঠিক এমনি সময়ে ঘটল বিপত্তি। ভীষণ শব্দ করে তার সামনের টায়ারটা ফেটে গেল। তারপর চাকাটা একবার এদিক ওদিক করে, ডানদিক পড়ে গেল অরভ হ্যান্ডেলের উপর দিয়ে সামনে গিয়ে পড়ল। শরীরে সে ব্যথা পায়নি কিন্তু মনে ব্যথার অবধি নেই। উইন্টার্স তার পাশ কাটিয়ে গেল। যেতে যেতে তাকে সহনুভূতি জানাতে সে ভুলল না। অনায়াসে উইন্টার্স জিতে গেল। অরভ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বাইকটা টেনে তুলল। অন্তত সে দ্বিতীয় স্থান দখল করতে পারত কিন্তু দেখা গেল, সামনের চাকাটা তার একেবারেই থুবড়ে গেছে।

উইলবার এল দৌড়ে। এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ঃ খুব লাগেনি তো অরভ ?

অরভের মুখ ভার। সে জবাব দিল ঃ মোটেই না। আমি ওকে ঠিক হারিয়ে দিতাম দাদা। নসিব খারাপ তাই হঠাৎ পাঙ্কচার—

উইলবার তাকে থামিয়ে বলে উঠল ঃ না, তা নয়। আমাদের অসাবধানতার জন্যেই এ রকম ঘটেছে। ওঠ, উঠে গিয়ে জ্যাক উইন্টারর্সকে অভিনন্দন জানিয়ে এসো।

অসাবধানতা বলতে উইলবার কি বুঝাতে চায় অরভ বুঝতে পারল না। সে শুধু ভাবছে, সে হেরে গেছে, যদিও জিতবার সম্ভাবনা তার পুরোপুরিই ছিল। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল এড সাইনস যন্ত্রপাতির বাক্সটা উইন্টার্সকে দিল। তার মনে পড়ল সে আর উইলবার দশ ডলার দিয়ে সেটা কিনেছিল।

উইন্টার্স জিতেছে বলে মিল কোম্পানির মালিক মি. হেনরী এত খুশি হয়েছেন যে, তিনি তখনই ঘোষণা করে দিলেন, আসছে শনিবার আবার একটি প্রতিযোগিতা হবে এবং তিনি প্রথম পুরস্কার স্বরূপ একটি দামী ঘড়ি দেবেন।

'চল ভাঙা বাইকটা নিয়ে আমরা দোকানে চলে যাই' বলে উইল আর অরভ ধীরপথে হাঁটতে শুরু করল। পথে তেমন কোনো কথাবার্তা হলো না। বাড়ি গিয়ে অরভের দিকে চেয়ে উইলবার বলে উঠল ঃ দোষটা আমারও, তোরও। তুই তখন বলেছিলি, টায়ার দুটো ঠিকই আছে। আমার তখন উচিত ছিল নতুন টায়ার লাগাতে বলা।

অরভ বলল ঃ কিন্তু টায়ারটা দেখে তো ভালোই মনে হয়েছিল।

উইলবার বলল ঃ এতে আমাদের একটা শিক্ষা হওয়া উচিত। টায়ারটা দেখতে ঠিকই ছিল কিন্তু আমাদের জানা উচিত ছিল সাধারণত টায়ার দশঘণ্টা খুব ভালো চলে, তারপরে একটু খারাপ হয়ে আসে। তখন যদি সামনের টায়ারটা আমরা পরীক্ষা করতাম তাহলে দেখতে পেতাম ওতে গলদ আছে।

অরভ তবু বলল ঃ নতুন টায়ার লাগাতে কত খরচা লেগে যেত।

উইলবার তাকে বুঝিয়ে বলল ঃ তা আমি জানি। কিন্তু তোমার বাইকে নতুন টায়ার যদি লাগাতে তাহলে তুমি প্রতিযোগিতায় জিততে এবং হয়তো এতক্ষণে কেউ-না-কেউ আমাদের কাছে সাইকেলের অর্ডার দিত।

অরভ দুঃখিতভাবে স্বীকার করল ঃ আমার মনে হয় আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম।

উইলবার বলল ঃ আমরা দুজনই তাই ছিলাম। এরপর থেকে আমরা আর কখনও এমন করব না। কোনো মেশিন ব্যবহারের আগে তার প্রতিটি অংশ আমরা পরীক্ষা করে নেব।

অরভ বলল ঃ এসো, এবার কাজ আরম্ভ করা যাক। ভাগ্যিস দুটি টায়ার আমাদের মওজুদ আছে।

সামনের চাকাটা বদলে নতুন টায়ার লাগাতে একটুও দেরী হলো না।

উইলবার লক্ষ্য করছিল, কাজকর্ম যেন অনেক কমে গেল সে সপ্তাহে। লোকেরা তাদের সাইকেল অন্য জায়গায় নিয়ে যায় মেরামত করাতে।

কারণটা তাদের জানাল এড সাইনস। সে উইলবার আর অরভকে বলল ঃ লোকেরা বলাবলি করছে, যারা নিজেদের সাইকেল মেরামত করে ঠিক রাখতে পারে না তারা আবার পরেরটা ঠিক করবে কি ?

তার কথা শুনে অরভ বলল ঃ দাঁড়াও না সামনের শনিবার অবধি-দেখিয়ে দেব। এবার সে যদিও স্থির নিশ্চিত নয় তবু দৃঢ়সংকল্প।

পরের শনিবার অরভ লাইনে গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই তাকে অভিনন্দন জানাল সশব্দ হাসির দ্বারা। জ্যাক উইন্টার্স সেখানে উপস্থিত ছিল তার নতুন বাইক নিয়ে আর ছিল মারো। তার বাবা এ সপ্তাহেই তাকে একটি কলম্বিয়া সাইকেল কিনে দিয়েছেন। অরভ উইলবারকে বলল ঃ গত সপ্তাহে আমি জিতলে আমাদের একখানা সাইকেল হয়তো বিক্রি করতে পারতাম।

উইলবার বলে উঠল ঃ নিজেকে দোষ দিসনে শুধু। দোষ আমারও ছিল। আজ তুই ঠিক জিতে যাবি, কারণ আজকের বাইকটার কোন দোষ নেই।

সেদিনের স্টার্টার হলেন মি. হেনরী। সবাইকে তিনি লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়াতে বললেন। অনেক লোক জড়ো হয়েছে সেদিন রেস দেখতে। প্রায় সবাই ভাবছে, জ্যাক উইন্টার্সই জিতবে।

রেস আরম্ভ হলো। মোটেই হাওয়া নেই। অরভ ঠিক করল, সে সবার আগে দিয়ে থাকবে। প্রথম চক্করের পরেই সে জ্যাক উইন্টার্সকে ছেড়ে দশ গজ এগিয়ে গেলো। দু'চক্কর পরে গেল বিশ গজ। তারপরে আরম্ভ হলো তার পা চালানো। জনতা হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো। তিন চক্কর শেষ হতে হতে অরভ এগিয়ে গেল এক শ' গজ। তখনও তার পা চলছে সমানভাবে। তারপরে তার জিত হলো প্রায় পোয়া মাইল এগিয়ে গিয়ে।

উইলবার অরভের পিঠ চাপড়ে বলে উঠল ঃ চমৎকার করেছিস অরভ।

কিন্তু তার মুখ দেখে কেউ বুঝতে পারছিল না যে সেদিনের ফেয়ার গ্রাউন্ডসে সেই গর্ব বোধ করছিল সবার চেয়ে বেশি। মি. হেনরী ছোটখাটো একটি বক্তৃতা দিয়ে ঘড়িটা দিলেন অরভের হাতে। অরভের জীবনের এই প্রথম একটি ঘড়ি লাভ।

মি. হেনরী বললেন ঃ হ্যাঁ অরভ, বাইকটা তো তোমার বেশ ভালো দেখছি। আমার ছেলের জন্যে এমনি একটা কিনতে চাই। কোন্ কোম্পানির তৈরি বাইক এটা ?

এ কথার জবাব কি দিতে হবে উইলবার বুঝে উঠতে পারছিল না। কিন্তু অরভাইল কখনও কথার জবাব দিতে থতমত খায় না। সে বলল ঃ আমরা নিজেরাই এটা তৈরি করেছি। এর নাম...এর নাম আমরা রেখেছি, 'দি রাইট ফ্লাইয়ার'।

এগার

সে সপ্তাহে দুভাই তিন তিনটি সাইকেলের অর্ডার পেল। কিন্তু তাদের হাতে তখন আছে মোটে আশিটি ডলার, বাকি সব ব্যয় হয়েছে দোকানের পেছনে। নতুন বাইক দাঁড় করানো মানে পুরোনো বাইক কেনা। তারপরে কেনা চাকা, টায়ার, সিট এমন কি নতুন হ্যান্ডেলবার। সব কিছুই টাকার ব্যাপার। মহাভাবনায় পড়লো দুজন-ই। তাদের বোন কেটি প্রায়ই দোকানের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। ভাইদের এই ভাবনার ব্যাপারটা শুনে ধীরে ধীরে উঠে সে বাড়ি চলে গেল।

সেই দিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে দুভাই চুপচাপ বসেছিল শোবার ঘরে। মা ব্যস্ত সেলাইয়ের কাজে। ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় মা নিজ হাতে করে দেন। সেলাই করতে করতে তিনি বললেন ঃ তোমাদের দুভাইয়ের উপর আমি ভারি খুশি হয়েছি। মিসেস হেনরী বলছিলেন, তোমরা নাকি তাঁর ছেলের জন্যে একটা সাইকেল তৈরি করছো ?

উইলবার স্বীকার করল ঃ হ্যাঁ, মি. হেনরী একটা নতুন বাইকের অর্ডার দিয়েছেন আমাদের কাছে।

সেলাইয়ের কাজ থেকে মাথা না-তুলেই মা বললেন ঃ আমার ইচ্ছে হয় তোমাদের একজন অংশীদার হতে। শ' তিনেক ডলার আমি জমিয়েছি। তার সব পড়ে আছে ব্যাঙ্কে। সেই তিন শ' ডলার নিয়ে আমাকে কোনো অংশীদার করে নাও না তোমরা ?

অরভ লাফিয়ে উঠে বলল ঃ সত্যি বলছো মা ?

মা শান্তভাবে বললেন ঃ নিশ্চয়ই। যে কোনো মা তার ছেলেদের কাজের অংশীদার হতে পারলে গৌরব বোধ করবেন। মনে হয়, এখনই তোমাদের সেই টাকার দরকার তেমন নেই ?

অরভ বলল ঃ ঠিক তা' নয়। সে টাকা পেলে আমরা সাজসরঞ্জাম কিনে ডজন খানেক নতুন সাইকেল তৈরি করে ফেলতে পারি।

মা বললেন ঃ আজ বিকেলে আমি ব্যাঙ্কের মি. জেনট্রির সঙ্গে কথা বলেছি। ইচ্ছে করলে তোমরা সে টাকা তুলে আনতে পারবে।

উইলবার সন্দেহভরে বলল ঃ আমাদের টাকার দরকার তুমি কি করে জানলে, মা ?

মা জবাব দিলেন ঃ কেন... আমার ইচ্ছে হয়েছে তোদের একজন অংশীদার হতে।

কেটি চুপচাপ বসেছিল কোণের দিকে। উইলবার তার দিকে একবার তাকাল। মা যে কেটির দিকে চোখ ইশারা করছিলেন উইলবার তা দেখতে পায়নি। তবু সে জানত টাকার প্রয়োজনের কথাটা কেটিই মায়ের কানে দিয়েছে কিন্তু মা আর কেটি সে কথা গোপন রাখতে চায়।

উইলবার বলল ঃ অরভ কালকে সিনর্সিনেটি রওয়ানা হয়ে যাও। আচ্ছা, দেখা যাক আগে কি কি আমাদের দরকার। একসঙ্গে সব কিনতে পারলে সস্তায় পাবে।

রান্নাঘরের কেবিনে গিয়ে তারা বসে গেল কাগজ পেন্সিল নিয়ে। সেখান থেকে উঠল রাত দুপুরে।

পরের দিন অরভাইল সিনর্সিনেটি গিয়ে প্রত্যেক দোকানের বাইক, বাইকের অংশ পরীক্ষা করে দেখে এক দোকানে কিনল টায়ার, আরেক দোকানে প্যাডেল, অন্য দোকানে চাকা।

সাইকেলের অংশগুলো এসে পৌঁছলে দুভাই উঠে পড়ে লেগে গেল কাজে। দিনের পর দিন তারা রাত দুপুর অবধি কাজ করতে লাগল দোকানে।

তখনকার দিনে বড় বড় কোম্পানিতে সাইকেলের দাম পড়ত একশ' ডলার। কারণ, তখনও পাইকারীভাবে সাইকেল তৈরি শুরু হয়নি। হাতে তৈরি করতে হতো সব অংশ। তাতে সময় লাগত যথেষ্ট। অরভ আর উইলবার কিন্তু বড় কোম্পানির চেয়ে কম দরেই বিক্রি করতে পারত। এর কারণ, কাউকে তাদের বেতন দিতে হতো না। কারবারের মুনাফা যা হতো তাই তারা তিন ভাগ করে তাই দিয়ে আবার জিনিসপত্র কিনে আনত।

যখন তারা তাদের রাইট ফ্লাইয়ার বিক্রি করত তখন বিনা খরচায় একবছর অবধি সেটা মেরামত করে দেবার গ্যারান্টি দিয়ে দিত। এক বছরের ভেতর কোনো কিছু গোলমাল হলে ক্রেতা সাইকেলটা তাদের ওয়েট থার্ড স্ট্রীটের দোকানে নিয়ে আসত।
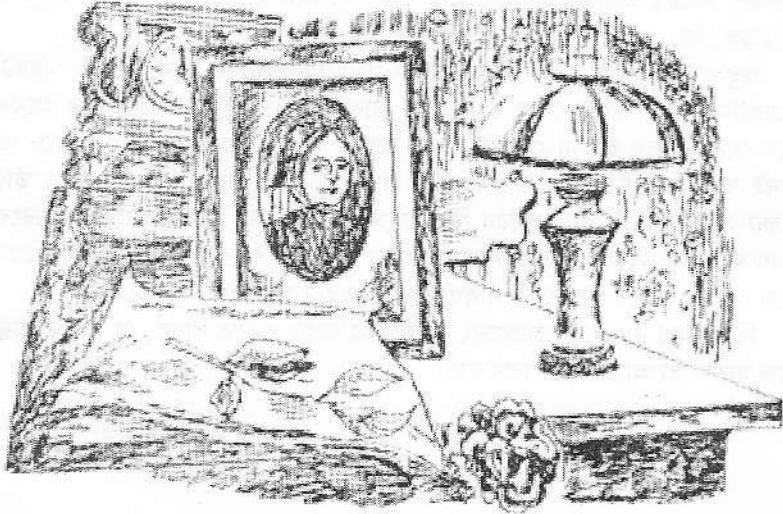
অরভ আর উইল বিনা খরচায় সব ঠিক করে দিত। কলম্বিয়া বা পোপ সাইকেলের বেলায় তা হত না। সে সব সাইকেল তৈরি হতো তিন বা চার মাইল দূরে। কাজেই, বিনা পয়সায় মেরামতের লোভে অনেক খরিদ্দার তাঁদের কাছেই আসতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যেই অরভ আর উইল এত অর্ডার পেতে লাগল যে ঠিকমত কাজ দেবার জন্যে কয়েকটি ছেলেকে মাইনে করে রাখতে হলো।

যথেষ্ট আয় হতে লাগল তাদের কিন্তু তবু তারা সন্তুষ্ট নয়।

অরভ আর উইলবারের যে সব গুণ ছিল তার মধ্যে কৌতূহল একটি। সাইকেল সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলের অবধি ছিল না। পুরানো ভাঙ্গা সাজ-সরঞ্জাম ঘেঁটে একটা নতুন সাইকেল তৈরি করা কম আনন্দের ব্যাপার নয়। কিন্তু একই কাজ একশ'বার করে সে আনন্দ আর তাদের থাকে না। প্রায় সব ব্যাপারেই তারা এ রকম। তখন তারা চাইতো অন্য নতুন কিছু করতে।

দোকানে যারা আসত প্রায়ই তারা শুনতে পেত ভিতরে কেবলই ঠুকঠাক শব্দ হচ্ছে। খবর নিয়ে জানা গেল, ভেতরের উঠানে উইল আর অরভ একটা কুঁড়েঘর তৈরি করছে। দেখে তারা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা আবার কি কাজে লাগবে ?

অরভ বলল ঃ কি কাজে লাগবে কিছুই জানি না। অমনি কিছু একটা করে সময় কাটাচ্ছি।

তৈরি শেষ হলে দেখা গেল, সেটা একটা কাজের ঘর। দোকান থেকে ঘরটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। হয়তো তারা এখানে এসে সময় কাটাবে এবং এমনি করে আরও উন্নত ধরনের সাইকেল তৈরির একটা পন্থা বেরিয়ে যাবে।

একদিন কেটি ব্যস্তভাবে এসে ঢুকল সেই ঘরে। শুধু কেটিরই সে ঘরে ঢুকবার অধিকার আছে। তার মুখ সাদা, চোখে পানি। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল ঃ শিগ্‌গির বাড়ি চল...মা...।

শুধু এইটুকু শোনা গেল সবকিছু ফেলে তারা ছুটল বাড়ির দিকে, মায়ের শরীরটা কয়েকদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না, তাদের জানাই ছিল। শরীরের ওজন তাঁর অনেক কমে গেছে, ক্ষিধে হয় না মোটেই। কিন্তু মায়ের যে ভয়ানক কিছু অসুখ হয়েছে তা মনেই করেনি। বাড়ি এসে তারা বুঝতে পারল, তাদের ধারণাটা ভুল। অসুখ তাঁর কতটা সাজ্ঘাতিক মা তা জানতেন কিন্তু ছেলেদের কাছে তা প্রকাশ করতে ডাক্তারকে বারণ করে রেখেছিলেন। তিনি নিজে জানতেন আর জানত কেটি। তারা যখন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল তাদের বাবা তখন ধীরপদে মার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন।

তিনি মাথা নাড়লেন, তারপরেই উইল আর অরভ বুঝতে পারল, যে সম্পদ তারা আজ হারাল তা আর ফিরে পাবার নয়।

বার

পরের কয়েক বছর ধরে উইল আর অরভ কাজ ছাড়া আর কিছুই করেনি। সবাই জানত, মাকে তারা কতটা ভালোবাসত। কাজেই সবাই তাদের সহানুভূতি দেখাত। লোকেরা বুঝতে পারত অরভ আর উইল একলা থাকতে চায়। মার কথা তারা কারও কাছে কোনোদিনও প্রকাশ করত না। তারা শুধু জানত কাজ আর কাজ। আর যা কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা তা থাকত তাদের মনের মণিকোঠায়।

শনিবার হলেই তারা অনেক দূর হেঁটে চলে যেত। কেউ জানত না তখন তারা কিসের আলোচনা করত। বেশিরভাগ সময়ে তারা যেত বিগহিলে ছেলেদের ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে।

এক রবিবার ছেলেদের দলে ছিল এগার বছর বয়সের ওয়ালটার ব্রুকলিনস। উইলবারদের বাড়ির কাছেই তার বাড়ি। উইলবারদের কাছ থেকে একটি সাইকেল ওয়ালটারের বাবা তাকে কিনে দিয়েছেন। ওয়ালটার সেদিন একখানা ঘুড়ি উড়াচ্ছিল। বাড়িতে তৈরি ঘুড়ি। হঠাৎ উড়তে উড়তে সেটা গোত্তা খেয়ে পড়ল গিয়ে একটা গাছের মাথায়। পরে ওয়ালটার যখন সেটা নামিয়ে নিয়ে এল, তখন তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

অরভ তাই দেখে বলল ঃ কালকে আমাদের দোকানে এসো তোমাকে একটা নতুন ঘুড়ি তৈরি করে দেব।

পরের দিন তারা ওয়ালটারকে একটা বাক্স-ঘুড়ি তৈরি করে দিল। অবশ্যি দেবার আগে তারা নিজেরা সেটা পরীক্ষা করেই দিল। আজকাল প্রায়ই তারা বিগহিলে যায়। ছেলেদের ঘুড়ি তৈরি করে দেয়, নিজেরাও ঘুড়ি উড়ায়। কোনো কোনো লোক তাই দেখে বলে ঃ ভারী বিচ্ছিরি লাগে দেখতে। বড় হয়েছে কিন্তু ছেলেমানুষের মতো ঘুড়ি ওড়ানোর শখ যায়নি।

অরভ আর উইলবার কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানোর চেয়ে বড় কাজই করছিল। তারা লক্ষ্য করে দেখত, জোর হাওয়া দিতে থাকলে তাদের ঘুড়ির অবস্থা কি দাঁড়ায়। একদিন তারা নিজেদের তৈরি একটা বাক্স-ঘুড়ি উড়াচ্ছিল। প্রায় আধ মাইলখানেক উপরে উঠেছে ঘুড়িটা এমন সময় আচমকা শুরু হলো বৃষ্টি আর ঝড়। কিন্তু উইল আর অরভ দেখল ঘুড়িটা তাদের তখনও ঠিক উড়ছে।

তাই দেখে উইলবার বলে উঠল ঃ হাওয়ার কাণ্ড তো দেখছি ভারি মজার। এখানে বইছে ঝড় আর উপরে যেখানে ঘুড়িটা উড়ছে সেখানে যেন হাওয়াই নেই।

তাই শুনে অরভ বলল ঃ বায়ু ও বায়ুস্রোত সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক কিছু শিখতে হবে। আজকে চল দাদা, আমার যেন শরীরটা কেমন লাগছে।
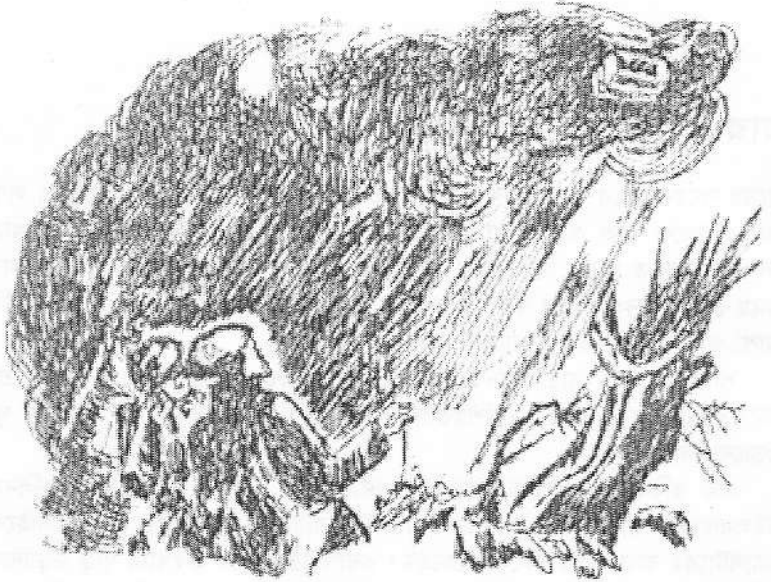
উইলবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখল অরভের মুখের দিকে। শরীর খারাপ লাগছে, একথা অরভের মুখে কখনও শুনা যায় না। সে দেখল, অরভের চোখ-মুখ ছলছল করছে। ওয়ালটাকে ডেকে উইলবার বলল ঃ আমাদের ঘুড়িটা দেখ ওয়ালটার।

ওয়ালটার ব্রুকলিনস তাতে বরং খুশিই হলো।

আধ ঘণ্টা পরে। অরভাইল শুয়ে আছে বিছনায়। ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা করছেন। বিড়বিড় করে অরভাইল বলে উঠল ঃ আমার মনে হয় আমার সর্দি হয়েছে, ডাক্তার।

শুষ্ক কণ্ঠে ডাক্তার জবাব দিলেন ঃ আমারও তাই মনে হচ্ছে অরভ। তুমি কিছু সময় বিছানায় শুয়ে থাকবে, আমি তোমাকে দেখাশুনার জন্যে একজন নার্সের চেষ্টা দেখছি।

কিন্তু কেটি বলল ঃ আমিই ছোটদার দেখাশুনা করতে পারব। নার্সের দরকার হবে না।

ডাক্তার বললেন ঃ তুমি দেখাশুনা করবে দিনেরবেলা। রাত্রে দেখবার জন্যেও নার্স চাই।

আধো ঘুমের মধ্যেই কথাটা শুনতে পেয়ে অরভ বলে উঠল ঃ এই অতটুকু সর্দির জন্যে ?

ডাক্তার কেটিকে বললেন ঃ অসুখটা এতটুকু সর্দি নয় কেটি—এটা টাইফয়েড।

টাইফয়েড জ্বর। উইলবারের মুখ সাদা হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে কেটিরও। সে বলে উঠল ঃ আমরা ছোটদাকে ভালো করে তুলব।

উইলবার জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা, কি করে এ অসুখটা হলো ?

বিমর্ষভাবে ডাক্তার জবাব দিলেন ঃ অসুখ কি করে হয় কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া আমরা ডাক্তাররাও জানি না ঠিক কি ভাবে এ অসুখ সারাতে হয়। কিন্তু ওর শরীরের তাপ খুব বেশি। তাপটা কমাতেই হবে। উইল আমি একটা ব্যবস্থাপত্র লিখে দিচ্ছি। তুমি শিগ্‌গির গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে ওষুধটা নিয়ে এসো। কেটি বড় একটা পাত্রে পনি নিয়ে এসো। একটুকরো বরফ দিও তাতে। একখানা নেকড়া তাতে ডুবিয়ে অরভের কপাল মুছে দেবে। ওর শরীরের তাপটা আমাদের কমাতে হবে।

তখনকার দিনে টাইফয়েড হলে রোগী প্রায়ই বাঁচত না। মারাত্মক সব রোগের মধ্যে টাইফয়েড ছিল একটা। ডাক্তাররা তখনকার দিনে ইনজেকশান দিয়ে রোগ সারাবার ব্যবস্থা জানতেন না। বসন্ত যাতে না-হতে পারে সে জন্যে আজকাল সব ছেলেমেয়েকে টিকে দেওয়া হয়। আর টাইফয়েড বা কলেরা যাতে না-হয় সে জন্যে দেওয়া হয় ইনকেজশান। প্রত্যেক সৈনিককেও তা দেওয়া হয় এবং তার ফলে তাদের ক্কচিৎ এ অসুখ হয় না। কিন্তু অরভাইলের এ অসুখ যখন হলো তখন ১৮৯৬ সাল। সে সময়ে ডাক্তাররা কেউ টিকে বা ইনজেকশনের কথা কানেও শোনেন নি।

প্রায় দুসপ্তাহের জন্যে অরভাইল পড়ে রইল অচেতন হয়ে। রাত্রির জন্যে ডাক্তার অবশ্যি একজন নার্স এনেছেন কিন্তু শুশ্রুষার সবকিছু কাজ উইলবার আর কেটিই করছে। পালা করে তারা অরভের পাশে এসে বসে, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তার গা স্পঞ্জ করে দেয়। এসব করার পরেও তার জ্বর বেড়ে বেড়ে ১০৫ ডিগ্রিতে গিয়ে উঠল।

দিনের প্রায় অর্ধেকটা সময় অরভাইল প্রলাপ বকত। বিড়বিড় করে সে আবোল-তাবোল বলে যেত। কেটি তার কিছুই বুঝত না, উইলবার কিন্তু বুঝত। অরভাইল চেঁচিয়ে বলে উঠত ঃ আমরা উড়েছি, আমরা উড়েছি। উইলবার বুঝতে পারত, প্রলাপের মধ্যে অরভ সেই স্লেড নিয়ে বিগ হিলে খেলবার কথাই ভাবছে! 'হাওয়ার চাপ' 'বায়ুস্রোত' এসব কথা কেটির কাছে নতুন, অদ্ভুত। কিন্তু উইলবার জানত, অরভ ভাবছে, ঘুড়ি ওড়ানোর কথা। রবিবার বেড়াতে গিয়ে এসব কথাই তাদের মধ্যে হতো। এমন সব ঘুড়ির কথা তারা ভাবত, যে ঘুড়ি মানুষ শুদ্ধ আকাশে উঠতে পারে। কিন্তু ভাবা আর বলাই সার হত, কি করে তা করা যায় তারা জানত না।

এমনি করে কাটল ভয়াবহ তিনটি সপ্তাহ। না-ঘুমিয়ে কেটি কাহিল হয়ে উঠল, তার চোখ হলো বড়। ডাক্তার দিনে দুবার করে আসতেন কিন্তু তাঁর করবার ছিল না কিছুই। কতকটা যেন রেগেই তিনি বললেন, জ্বর যতদিন থাকবার তা থাকবেই! তাঁর এ রাগ নিরুপায় মানুষে রাগ।

আজকালকার দিনে কিন্তু কোনো ডাক্তারই ও-রকম কথা বলেন না। আজকাল ডাক্তাররা প্রায় সব রোগের সঙ্গেই মোকাবিলা করতে শিখেছেন। তাছাড়া রোগের মূল যে বীজাণু তা ধ্বংস করবার ওষুধও আজকাল বেরিয়েছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর

www.alorpathsala.org

আগেও ঠিক এ-রকমটি ছিল না। অরভাইলের শরীরের ওজন দিন দিন কমতে লাগল। শরীরে তার হাঁড় আর চামড়া ছাড়া মাংস বলতে কিছুই নেই।

তারপর একদিন কেটি ওর কপালে হাত দিয়ে দেখল, কপালটা ঠাণ্ডা। তার কানে গেল দুর্বল মিহি কণ্ঠে কে যেন বলছে ঃ কতদিন থেকে আমি অসুখে ভুগছি ?

কেটি বুঝতে পারল, বিপদ এবার কেটে গেছে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার এলেন।

অরভাইলের তাপ পরীক্ষা করে তিনি বলে উঠলেন ঃ 'খোদাকে ধন্যবাদ।'

তাপ তখন স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে এসেছে।

ফিস্‌ফিস্ করে অরভাইল জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কি ভালো হয়েছি ?

ডাক্তার জবাব দিলেন হেসে ঃ না, ভালো হওনি কিন্তু ভালো হতে চলেছো। তোমার গায়ের বল ফিরিয়ে আনতে কম করেও তোমাকে দুমাস এমনি বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

অরভাইল আপত্তির সুরে বলল ঃ এখনও দুমাস ?

ডাক্তার প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ সপ্তাহ দুয়ের ভেতরে তোমাকে উঠিয়ে বসাব।

অরভ তখন জিজ্ঞেস করল ঃ একটা বইও কি আমি পড়তে পারি না ?

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বলে উঠলেন ঃ না।

উইল তখন বলল ঃ আমি তোকে পড়ে শোনাব অরভ। কয়েকখানা নতুন বই আমি এনেছি। একখানা বই তো চমৎকার। লিখেছেন, অটো লিলিয়েনথল। বইটির নাম 'এক্‌সপেরিমেন্ট ইন সোরিং।'

এত দিনের মধ্যে এই প্রথম অরভের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বার বার আওড়াতে লাগল ঃ এক্‌সপেরিমেন্ট ইন সোরিং এক্‌সপেরিমেন্ট ইন সোরিং। আমি তার বিষয়ে পড়েছি...।

ডাক্তার তাকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ হয়েছে অরভ। তুমি বরং ঘুমোতে চেষ্টা কর এখন। উইলবার তোমাকে বই পড়ে শোনাবে কাল।

অরভাইল চোখ বুজতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

উইলবার উঠে ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর গাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে গেল। তিনি বললেন ঃ অরভাইলের খুব কষ্টে সময় কাটছে। তাকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে। প্রকৃতিকে সুযোগ দিতে হবে ওকে সারিয়ে তুলতে, ওর হারানো শক্তি ফিরিয়ে আনতে। তোমাদের দেখতে হবে ও যাতে অস্থির হয়ে না ওঠে।

উইলবার বলল ঃ সেদিকে আমার নজর থাকবে। আগে ওকে শুনতে দিন লিলিয়েনথল কি করেছিল। সত্যি সে এমন একটা ঘুড়ি তৈরি করেছে যা' তাকে শুদ্ধ আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। তিনি উড়তে পেরেছেন।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন ঃ তুমি থাম তো উইলবার। ওসব কথা এখন বললে আমি বলব তুমিও প্রলাপ বকতে শুরু করেছো।

বলেই ডাক্তার তাঁর গাড়ি হাঁকালেন।

উইলবার এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে নিজের মনেই বলল ঃ অরভ আর আমার মনের কথা মনেই থাকা ভালো, নয়তো লোকে ভাববে, আমরা পাগল।

তের

তিন দিন পরে। উইলবার জোরে জোরে পড়ছিল ঃ আমি যখন বালক ছিলাম তখন আমি পাখির ওড়া লক্ষ্য করিতাম; আমি এমন একটি ঘুড়ি তৈয়ারির চেষ্টা করিতাম যে ঘুড়ি পাখির মতোই উড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমার সেই চেষ্টা একবারও সফল হয় নাই। তারপর আমি বুঝিতে পারিলাম, পাখির ডানা ঠিক চ্যাপ্টা নহে এবং একটু বাঁকা! একবার আমি একটা প্রকাণ্ড ঘুড়ি তৈয়ারি করিলাম যার আকার ছিল অনেকটা পাখির ডানার মতো। এক পাহাড়ের উপরে উঠিয়া আমি উহা পরীক্ষা করিলাম। বেশ কিছু দূর উঠিয়া পরে উহা ধীরে সহজভাবে জমির উপর পড়িল।

এ অবধি পড়ে উইলবার উত্তেজিতভাবে বলে উঠল ঃ ঠিক এ ভাবে লিলিয়েনথল শুরু করেছিলেন। আমরা কিন্তু একটু বাঁকা ঘুড়ি তৈরির চিন্তা একবারও করিনি।

কৌতুহলের সঙ্গে অরভাইল জিজ্ঞেস করল ঃ অটো লিলিয়েনথলের কথা তুমি কি করে জানলে, দাদা ?

নিশ্চল হয়ে সে বিছানায় পড়ে আছে কিন্তু দৃষ্টি তার সজাগ। এতো দুর্বল সে যে হাতখানা তুলতেও কষ্ট হয় কিন্তু লিলিয়েনথলের কথা শুনতে শুনতে তার গায়ে যেন নতুন শক্তি ফিরে পেল।

উইল বলল ঃ সাইকেলের এক কারখানা থেকে আমাদের নামে একখানা ম্যাগাজিন পাঠিয়েছে। তাদের তৈরি সাইকেলের কথা এতে লেখা আছে। কোনো কোনো লোক ঘোড়াহীন গাড়ি তৈরির চেষ্টা করছে তাও আছে। আর আছে লিলিয়েনথলের গল্প। গল্পের শেষে লিখে দিয়েছে, তাঁর বই যারা পেতে চায় তাদের লিখতে হবে ওয়াশিংটনে স্মিথসনিয়া ইনস্টিটিউশনে।

স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউশনটা কি, অরভ জিজ্ঞেস করতেই উইল বলতে লাগল ঃ এটা সরকারি প্রতিষ্ঠান, অরভ। প্রফেসর স্যামুয়েল ল্যাংলি নামে এক ভদ্রলোক সেখানকার কর্মকর্তা। আমি বই-এর জন্য তাঁকে লিখেছিলাম। তিনি বইও পাঠিয়েছেন, চিঠিও লিখেছেন। লিখেছেন, আমাদের যদি আকাশে ওড়া সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ থাকে তবে আরও অনেক বই তিনি পাঠাতে পারেন। কাজেই সেগুলোর জন্যেও আমি লিখেছি। কত লোক যে আকশে ওড়া সম্বন্ধে গবেষণা করছে তোর হয়তো সে ধারণাই নেই।

অরভ অনুনয়ের সুরে বলল ঃ আমাকে অটো লিলিয়েনথলের কথা আরও পড়ে শুনাও দাদা।

উইলবার হেসে বলল ঃ ভদ্রলোক কতকটা আমাদের মতোই মনে হয়। প্রথমে তিনি ঘুড়ি উড়িয়েছেন এবং ঠিক আমাদের মতোই ঘুড়ির সঙ্গে নিজে উড়বার স্বপ্ন

দেখেছেন। অবশেষে প্রায় ডজনখানেক ঘুড়ি নিয়ে চেষ্টার পরে সত্যি সত্যিই একদিন তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছে, তিনি উড়তে পেরেছেন। তিনি সেই ঘুড়ির নাম দিয়েছেন গ্লাইডার।

অরভাইলও বলল ঃ গ্লাইডার।

উইল বলে যেতে লাগল ঃ পাহাড়ের চূড়া থেকে তিনি উড়তে আরম্ভ করেন। সেখান থেকে হাওয়া তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যায় উপত্যকার উপর। তিনি বলেছেন, প্রায় মিনিটখানেক কাল, বাতাস যতক্ষণ ঠিক ছিল ততক্ষণ তিনি উড়েছেন।

শুনে অরভাইল বলল ঃ হাওয়ার ওপরই সব নির্ভর করে, নয় কি ?

উইলবার বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল ঃ তুই কি বলতে চাইছিস ঠিক বুঝতে পারলাম না, অরভ।

অরভ বুঝিয়ে বলল ঃ নিজের খুশি মতো যতক্ষণ তুমি উড়তে না পার ততক্ষণ ঠিক উড়তে পেরেছো বলা যায় না। গ্লাইডারে চড়ে উপরে উঠাও তোমাকে নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে হাওয়ার দয়ার উপর। হাওয়া যেদিকে খুশি তোমাকে নিয়ে যাবে। তোমার যেদিকে খুশি যেতে পারাই আসল কথা নয় কি ? আচ্ছা, অটো লিলিয়েনথল ছাড়া আর কে কে এ বিষয়ে গবেষণা করছেন ?

উইলবার বলতে লাগল ঃ হ্যাঁ, স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউটে ল্যাংলি চেষ্টা করছেন, চিকাগোর অক্টেভ চেনিউট চেষ্টা করছেন আর চেষ্টা করছেন হিরাম ম্যাকসিম নামে এক ভদ্রলোক। কিন্তু যতটা জানা যায়, লিলিয়েনথলই একমাত্র লোক যিনি সত্যি গ্লাইডারে চড়ে শূন্যে উড়তে পেরেছেন। আর সবাই তাঁদের কায়দা-কানুনের কথা শুধু লিখেছেন, কার্যত কিছু করেননি।

অরভাইল হেসে বলল ঃ তিনি হয়তো নক্‌শা এঁকে নিয়ে ছিলেন। নক্‌শা ঠিক হলেই গ্লাইডার ঠিক হবে।

উইলবার বলল ঃ তা তো নিশ্চয়ই করেছেন, ঠিক মা আমাদের যে কথা বলে দিয়েছিলেন। তুমি এখন চুপ করে থাক, আমি আরও খানিকটা পড়ে শোনাচ্ছি।

সারাটা বিকেল উইলবার ভাইকে পড়ে শুনাল লিলিয়েনথলের বই। সেটা শেষ করে পড়ে শুনাল অকটেভ চেনিউটের একটা প্রবন্ধ। ডেটন লাইব্রেরী থেকে পাখিদের উড়বার সম্বন্ধে একটা বই এসেছিল। সেটাও পড়া হলো।

স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউট থেকে একদিন এক তাড়া ছোট ছোট বই এসে হাজির হলো তাদের নামে। আকাশে ওড়া সম্বন্ধে অনেক লেখা তাতে আছে। সেগুলো পড়িয়ে শুনতে শুনতে অরভ বলল ঃ আমাদের যদি অনেক টাকা-পয়সা থাকত তবে একটা গ্লাইডার তৈরি করে অনেক দূরে কোথাও গিয়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখতাম। কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠার পরে আবার তো গিয়ে দোকানের কাজে লাগতে হবে। এক মাসে হয়তো অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে।

উইলবার হেসে বলল ঃ কিসের ক্ষতি ? সেই সাইকেল রেসই সব ঠিক রেখেছে। জানিস, তো অসুখের সময় আমি তিনবার রেসে জিতেছি ? তার ফলে আমরা এখন অনেক অর্ডার পাচ্ছি। সম্প্রতি একটা সাইকেল কোম্পানি লোকসান দিয়ে উঠে গেছে। তাদের একশ সাইকেলের ফ্রেম আমি মাটির দরে কিনে নিয়েছি। তিনটি ছেলে আমাদের দোকানে এসে কাজ করছে আজকাল।

অরভাইল খুশি হয়ে বলল ঃ তাহলে ঠিক আছে! আমরা এখন মি. চেনিউট আর অন্যান্য দু'একজনকে চিঠি লিখব। লিখে আমাদের উড়বার আগ্রহের কথা জানাব। তাঁরা এ বিষয়ে কোনো পুঁথি-পুস্তকের সন্ধান নিতে পারেন কিনা জানাতে বলব।

সপ্তাহ দুই পরেই বিজ্ঞান বিষয়ক ডজনখানেক নানা রকম পত্রিকা এসে হাজির। আকাশে উড়া সম্বন্ধে লেখায় ভর্তি সে সব পত্রিকা। লেখাগুলো সবই বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, ইঞ্জিনিয়ার, কলেজের প্রফেসর প্রভৃতি লোকের জন্যে। বৈজ্ঞানিকরা অদ্ভুত ধরনের লোক। যা-কিছু নিজেরা তাঁরা জানতে পারেন, বুঝতে পারেন, অপরকেও তা জানিয়ে দেন।

অরভাইল বড় বড় পত্রিকা সব আনতে লাগল।

বয়স যদিও তাদের বিশের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে তবু তারা হাইস্কুলের পড়া শেষ করে গ্রাজুয়েট হয়নি। সেকালে টমাস এডিসন ছিলেন সব সেরা আবিষ্কারক। তিনিও কিন্তু হাইস্কুলে পড়ে গ্রাজুয়েট হননি।

অরভ আর উইল সহজেই বুঝতে পারল, এসব লেখায় এমন অনেক বৈজ্ঞানিক কথা আছে যা ভালো করে বুঝতে হলে ফিজিক্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। কাজেই তারা সে সব টেক্‌নিক্যাল বই এখন রীতিমতো পড়াশুনা আরম্ভ করল।

পুরোপুরি সেরে উঠতে অরভাইলের অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু পড়াশুনো করবার অবাধ সুযোগ পেয়ে সে উড়া সম্বন্ধে অনেক কিছু এরই মধ্যে শিখে ফেলেছে। রাত্রে যখন উইলবার দোকান থেকে ফিরত, অরভাইল সারাদিন যা পড়েছে তারই গল্প শুনাতো।

পুরো একটা বছর কেটে গেল। দুভাইয়ের এখন একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা ঃ একদিন তারা গ্লাইডার তৈরি করে আকাশে উড়বে ?

উইলবার বলে ঃ আকাশে আমরা উড়বই।

অরভ সায় দেয় ঃ নিশ্চয় উড়ব আমরা।

চৌদ্দ

এক বছর পরে।

অবশেষে এতদিন পরে ভগ্নি কেটি অরভকে দোকানের কাজে যেতে দিল। তিন ভাই-বোনের জন্যই সেটা স্মরণীয় মুহূর্ত। কিছু একটা তৈরি করা অরভের বরাবরের খেয়াল। অরভ জানত, এতদিন ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে আর উইলবার বই পড়ে যা শিখেছে তার খুবই দরকার আছে কিন্তু আসল আনন্দ হলো সে সব শেখা জিনিস কাজে লাগিয়ে চোখের সামনে একটা কিছু গড়ে তোলায়।

দোকানের ভেতর ঢুকতে অরভের মনে হলো, সে যেন বাড়িতে ফিরে এল এতদিন পরে। দোকানে কাঠের গন্ধ, তেলের গন্ধও তার কাছে কত ভালো লাগে।

উইলবার এবার তাকে নিয়ে গেল দোকানের পিছনে সেই ঘরটায়। এক কোণে কতকগুলো ভাঁজ করা কাপড় আর হালকা কাঠের কয়েক ডজন কাঠি পড়ে ছিল।

উইলবার বলল ঃ আগে থেকেই কিনে তৈরি রেখেছি যেন তুই এলেই কাজ আরম্ভ করা যায়।

অরভাইল জিজ্ঞেস করল ঃ কাঠি আর কাপড় দিয়ে কি হবে কাউকে আগেই বলে দাওনি তো ?

উইল হেসে স্বীকার করল ঃ শুধু কেটি জানে।

কেটি বলল ঃ কেউ যেন প্রথমে জানতে না পারে। জানলে সবাই আমাদের পাগল বলবে।

কেটি তার কথায় সায় দিয়ে বলল ঃ এমন কি ঘোড়ার স্থান যে, একদিন মোটর গাড়ি দখল করবে এ কথা শুনেও তারা হাসে। কাজেই বুঝে দেখ, তোমরা দুজন আকাশে উড়বে এ কথা শুনলে তারা কি বলবে।

উইলবার বলল ঃ হয়তো সত্যি সত্যিই আমরা একদিন উড়ব।

কেটি তাদের উৎসাহ দিয়ে বলল ঃ শুরু করে দাও। তোমরা দুজনে মিলে যখনই একটা কিছু করবে বলেছ তখনই সেটা না করে ছাড়নি।

উইলবার গম্ভীরভাবে বলল ঃ ঠিকই বলেছিস। কিন্তু আমাদের মতলবটা গোপন রাখতে হবে।

পরিকল্পনার অন্ত ছিল না তাদের। অরভাইল এমন একখানা পত্রিকা আনতে দিয়েছে, যাতে আছে মোটর বোট নামক অদ্ভুত একটা বস্তুর ছবি। তার আবিষ্কর্তা একজন জার্মান। ছবিতে আছে, ওয়ার্টেমবার্গের কাছ এক হ্রদে এগার জন যাত্রী নিয়ে এ কলের নৌকা চলেছে। নৌকাটি বেশ বড়সড়ো কিন্তু চলে একটি ছোট্ট ইঞ্জিনের জোরে।

এই সপ্তাহেই বার্নাম অ্যান্ড বেইলী সার্কাস ডেটনে এল তাদের খেলা দেখাতে। বলাবাহুল্য, উইলবার আর অরভ গিয়েছিল সেই সার্কাস দেখতে। সার্কাসে সং, হাতী, সিংহ, বাঘ কিছুই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। কিন্তু ঘোড়া ছাড়া গাড়ি দেখে তাদের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রইল না। দেখতে গাড়ির মতো, আসলেও গাড়ি কিন্তু ঘোড়ায় টানে না। চলে একটা ইঞ্জিনের বলে। সার্কাসের লোকেরা এটার নাম দিয়েছে মোটর গাড়ি।

এর পরের কয়েকটি সপ্তাহ দুভাই এছাড়া আর কিছুর আলোচনাই করেনি। অরভ বলল ঃ ইঞ্জিন লাগিয়ে তুমি একটা নৌকো চালাতে পার! শুধু নৌকা কেন, ইঞ্জিন লাগিয়ে গাড়িও চালানো যায়। একদিন হয়তো আমরা ইঞ্জিন লাগিয়ে গ্লাইডার চালাব।

উইলবারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল ঃ সেটা সত্যিকারের উড়বার মেশিন। তখন আর তোমাকে হাওয়ার খেয়াল খুশি মতো উড়তে হবে না। ওতে হয়তো একটা হাল লাগানো যাবে এবং নৌকার মতো হাল ধরে এদিক-ওদিক যাওয়াও যাবে।

অরভ বলল ঃ তা হলে এসো আমরা উড়ো মেশিন তৈরি আরম্ভ করি।

উইলবার হেসে উঠল। বলল ঃ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। প্রথমে আমাদের তৈরি করতে হবে একটা গ্লাইডার। তারপর অটো লিলিয়েনথল যা কিছু করেছেন সব জানতে হবে। তারপর শিখতে হবে ইঞ্জিনের বিষয়ে। অবশেষে ইঞ্জিন আর গ্লাইডার এক করতে হবে।
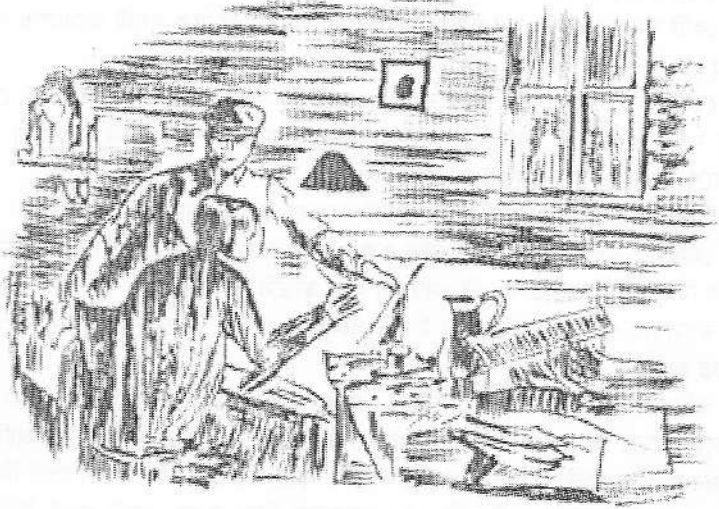
পরদিন তারা তাদের গ্লাইডারের নক্‌শা আঁকার কাজে লেগে গেল। উইলবার অরভকে সাবধান করে দিয়ে বলল ঃ নক্‌শাটা নিখুঁত হওয়া চাই। গ্লাইডার তৈরির খরচ অনেক। তৈরি করে যেন ভেঙ্গে ফেলতে না হয়।

অরভ বলে উঠল ঃ একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, কাগজের উপর দেখতে নক্‌শাটা যত নিখুঁতই হোক না কেন, আসল খুঁত কিছু থাকলে ধরা পড়বে যেদিন আমরা একটা পরীক্ষা করব সেদিন।

'সেটা ঠিকই বলেছিস।' উইলবার জবাব দিল।

অরভ আবার বলতে লাগল ঃ হ্যাঁ, আমরা কিন্তু পরীক্ষার কাজটা এখানে চালাতে পারব না। লোকেরা তাতে হাসাহাসি করবে। তা' ছাড়া চারদিকে রয়েছে গাছ আর পাহাড়। উড়লেই হয়তো গাছের উপর গিয়ে পড়ব গ্লাইডার নিয়ে। আমাদের এমন একটি জায়গা খুঁজে বের করা দরকার যেখানে গাছগাছড়া নেই এবং হাওয়ার গতি একটানা। পাহাড়ের দরকার আছে কিন্তু সেই সঙ্গে দরকার আছে নরম মাটির।

উইলবার তার কথায় সায় দিয়ে বলল ঃ হ্যাঁ, তা ঠিক। তুই স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউটে চিঠি লিখে দে, সে রকম জায়গা কোথায় আছে জানাতে।

অরভ তাই লিখল এবং প্রফেসর ল্যাংলি তার চিঠি পাঠালেন যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া তত্ত্বের অফিসে। তারা অরভকে কয়েকটা জায়গার নাম লিখে পাঠাল।

চিঠি পড়ে অরভ বলে উঠল ঃ এই যে নর্থ ক্যারোলিনায় কিটি হক বলে একটা জায়গা আছে দেখছি।

নামটা শুনে উইলবার বলল ঃ বড় চমৎকার নাম তো, কিটি হক।

অরভ বলল ঃ আমরা গ্লাইডার তৈরির কাজটা করব এখানে। তারপর সেটা খুলে নিয়ে যাব কিটি হকে।

সেবার সারাটা গরমকাল ভরেই তারা কাজ করল। সকাল ছ'টায় আসত দোকানে। একটি খরিদ্দারকেও তারা ফিরিয়ে দিত না। রাত আটটায় দোকান বন্ধ করে তারা ঢুকত গিয়ে পিছনের সেই কারখানা ঘরে। কোনো কোনো দিন বাড়ি ফিরতে তাদের রাত দুপুর হয়ে যেত, কিন্তু কেটি সব সময়ের জন্যে তাদের খাবার গরম করে রাখত।

উইলবার একদিন জিজ্ঞেস করল ঃ ঘোড়ায় চড়া কি করে শিখতে হয় জানিস ?

অরভ জবাব দিল ঃ কোনো ঘোড়সাওয়ারকে দাঁড়িয়ে দেখলে হয় কি করে সে চড়ে, কি দোষে ঘোড়া তাকে পিঠের উপর থেকে ফেলে দেয়, এই সব।

উইলবার স্বীকার করল ঃ হ্যাঁ, সেটাও শিখবার একটা উপায় বটে। বৈজ্ঞানিকরা গ্লাইডার তৈরির ব্যাপারেও তাই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকে প্রথমে ঘোড়ায় চড়তে শিখে পরে ঘোড়ায় চড়ে। আমরা শিখবার এই দুটো উপায়কে এক করে নেবো। আমাদের গ্লাইডার তৈরি প্রায় শেষ। বাকিটুকু কিটি হকে গিয়েই আমরা করতে পারি। এখন আমাদের দেখতে হবে কি করে আমরা এই কিটি হকে গিয়ে পৌঁছাতে পারি।

পনের

আকজের দিনে তোমরা যদি ডেটনে একটা উড়োজাহাজে উঠে বসো তবে কিটি হকে পৌঁছে যাবে তিন ঘণ্টার ভেতরেই। কিন্তু তখনকার দিনে জেলেদের এই নির্জন গ্রামটিতে এসে পৌঁছাতে অরভ আর উইলবারের লেগেছিল এক সপ্তাহ্। আটলান্টিক সমুদ্রের পাড়ে কেপ হাটেরাস প্রচণ্ড ঝড়ের জায়গা। এখান থেকে ষাট মাইল দূরে কিটি হক। সেখানে আছে বালির ঢিবি আর ছোট পাহাড়—গাছপালা নেই, ঝড়ো হাওয়াও নেই।

জায়গাটা দেখে উইলবার বলল ঃ এটাই ঠিক জায়গা। লোকজন নেই বললেই চলে। গ্লাইডার উড়াতে দেখে আর আমাদের কেউ পাগল ভাববে না।

তারা একটি তাঁবু এনেছিল সঙ্গে। তাঁবুটি খাটানো হলো। কেটি এক সুটকেস বোঝাই করে দিয়েছিল জ্যাম, জেলি আর অন্যান্য জিনিস। অরভ আর উইল তাদের যাবতীয় পুথি-পুস্তক আর যন্ত্রপাতি সঙ্গে আনতে ভোলেনি। এইবার আসল কাজের শুরু।

কিটি হকে ছিল আবহাওয়া তত্ত্বের একটা সরকারি অফিস আর ছিল জীবনরক্ষী দলের একটা ঘাঁটি। এজন্যে একটা পোস্ট অফিসও এখানে রাখতে হয়েছে। মি. উইলিয়ম টেট পোস্ট অফিসের চালক। মিসেস টেটের সঙ্গে তারা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিল।

অরভ আর উইলবার যখন তাদের গ্লাইডার নিয়ে ব্যস্ত তখন সেখানে কয়েকটি গাংচিল ছাড়া হাসবার কেউ ছিল না। গ্লাইডারটা ছিল মস্ত একটা বাক্স ঘুড়ির মতো। তার উপরে একটা পাখা, নিচে একটা। মি. টেটের কাজ ছিল সারাদিনে চার পাঁচখানা চিঠি বিলি করা। এর বেশি চিঠিপত্র সেখানে আসত না। মি. টেট্ দুভায়ের কাণ্ড কারখান কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন, হাসতেন না কখনও। গম্ভীর প্রকৃতির এই দু'টি ভায়ের কাজকর্ম দেখে সহজে কেউ হাসতে পারে না। মি. টেট্ বরং তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন।

সাহায্যকারীর দরকার তাদের ছিল বই কি। ঘোড়ায় কি করে চড়তে হয় তা তারা জেনে নিয়েছে। এবার তা করে দেখতে হবে হাতে-কলমে। একজন গ্লাইডারে উঠে বসলে আর দুজন লোকের দরকার হবে ঘুড়ির মতো করে গ্লাইডারটা কিছু দূর টেনে নিয়ে যেতে। একটা টাকা উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে তারা লটারি করে নিল। অরভের জিত হলো। প্রথমে তারই গ্লাইডারে চড়বার পালা।

অটো লিলিয়েনথল এবং আরও যাঁরা গ্লাইডারে উড়বার চেষ্টা করেছেন তাঁরা সবাই গ্লাইডারের নিচের পাখার উপর সোজা হয়ে বসতেন। উইলবারের মনে পড়ল, মায়ের শেখানো সেই হাওয়ার চাপের কথা আরো মনে পড়ল, নিচু হয়ে বসায় তাদের স্লেড কত দ্রুত চলেছিল। উইলবার তাই অরভকে বলে দিল ঃ পাখার উপর শুয়ে পড়িস অরভ, তাতে হাওয়ার চাপ কম লাগবে।

অরভ তাই করল। একটা বালির ঢিবির উপর গ্লাইডারটা রাখা হলো। গ্লাইডারের এক পাশে দাঁড়াল উইলবার, আরেক পাশে মি. টেট্। দুপাশে দুটি শক্ত দড়ি ধরে তারা দাঁড়িয়েছে। উইলবার মি. টেট্‌কে বুঝিয়ে বলল ঃ দড়ি ধরে আমরা টেনে নিয়ে যেতে থাকব-যেতে যেতে হয়তো...হয়তো আমাদের গ্লাইডার ঘুড়ির মতোই এক সময়ে উপর দিকে চলে যাবে। তৈরি ? ওয়ান-টু-থ্রি-যাও।

গ্লাইডারের দড়ি ধরে উইল আর মি. টেট্ দৌড়ালেও প্রথমে কোনোই ফল হলো না। তারা দ্রুত, আরও দ্রুত দৌড়তে লাগল। এমন সময় হঠাৎ শুনতে পাওয়া গেল অরভের চিৎকার ঃ আমি উড়ছি, উড়ছি!

দেখা গেল, জমি থেকে গ্লাইডার এখন পাঁচ ফিট উপরে উঠেছে। তারপরে আধ ফিট। এর পরে দড়ি ছেড়ে দিতেই গ্লাইডার প্রায় একশ ফিট উপরে গিয়ে উঠল। এমন সময় হাওয়ার একটা ঝাঁপটা এসে গ্লাইডারকে উলটে ফেলল। একটু পরেই সেটা এসে মাটিতে পড়ল। অরভ ব্যথা পায়নি কিন্তু গ্লাইডারটার খুব ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে দুভায়ের মনে কোনো দুঃখ নেই।

অরভ আনন্দে বলে উঠল ঃ এতদিনে এমন এক ঘুড়ি আমরা তৈরি করেছি যা আমাদের আকাশে উড়তে সাহায্য করেছে।

উইলবার বলল ঃ এসো গ্লাইডারটা ঠিক করে আবার আমরা চেষ্টা করি।
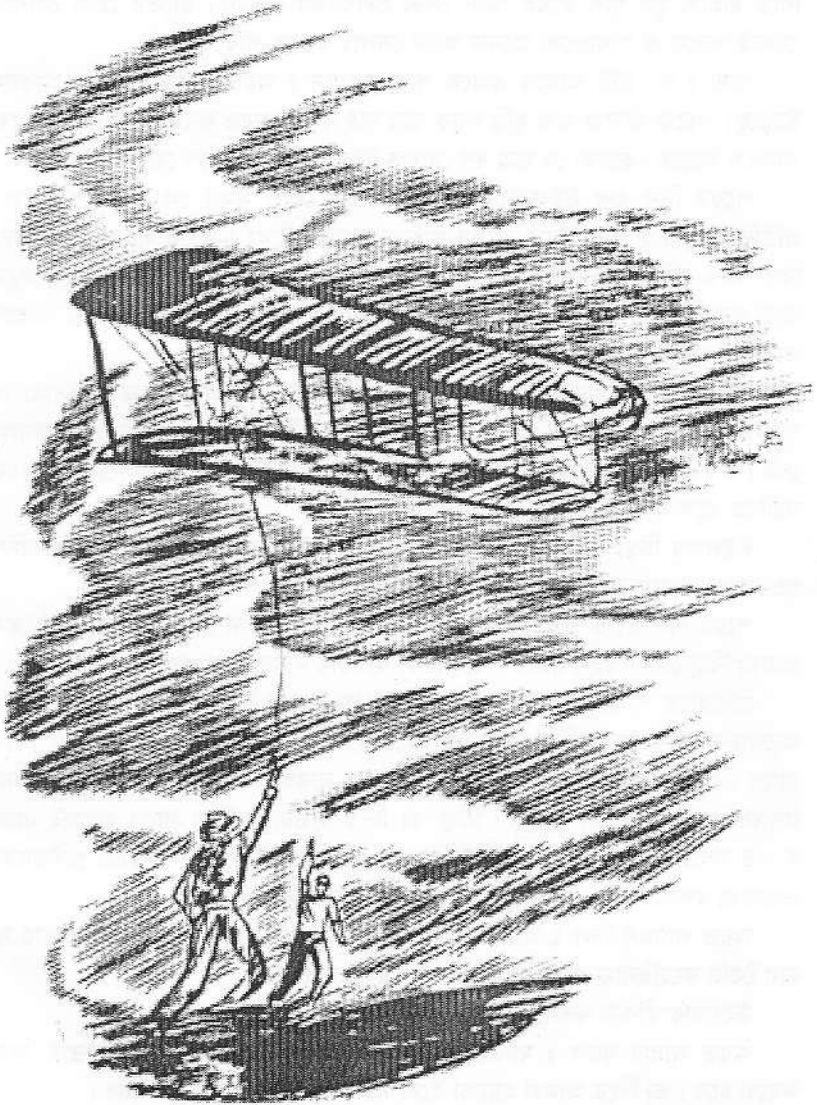
মি. টেট দেখলেন, গ্লাইডারের কাপড় কয়েক জায়গায় ছিড়ে গেছে। দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কেউ শেলায়ের কল চালাতে পার ?

অরভ বলল ঃ নিশ্চয়ই পারি। সে কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন ?

মি. টেট্ বললেন ঃ মিসেস টেটের চমৎকার একটি শেলায়ের কল আছে। তোমরা গিয়ে চাইলে খুব খুশি হয়েই তিনি সেটা তোমাদের দেবেন। হাতের চেয়ে মেশিনে সেলাই করলে ঐ পাখাগুলো অনেক আগে সেলাই করতে পারবে।

পাখা ? মি. টেট্ তাহলে এটাকে পাখা বলছেন ? অরভ পাখার সাহায্যে আকাশে উড়েছে। লোকে ওটাকে বাক্স ঘুড়ি বলুক আর যাই বলুক, অরভ জানে সে পাখার সাহায্যে আকাশে উড়েছে। হয়তো সে মাত্র দশ সেকেন্ড উড়েছে কিন্তু আকাশে তো উড়েছে!

পরের দিন এল উইলবারের পালা। কিছু বেশি সময় সে আকাশে রইল। প্রতিদিনই দু'ভাই পালা করে তাদের গ্লাইডার চড়ে পরীক্ষা চালাতে লাগল। যখন যা-কিছু ঘটত, নিচে যে থাকত সে সব লিখে রাখত। এমনি করে অনেক কিছুই নতুন তারা বুঝতে পারল। তারা আবিষ্কার করল হাওয়া যদি ঠিক ঠিক বইতে থাকে তাহলে তারা দশ মাইল বেগে উড়তে পারে।

অরভ ও উইলবার বরাবরই লক্ষ্য করেছে, ঘুড়ি উড়াবার কাজে ভারসাম্য বা ব্যালেন্স একটা বড় কথা। উড়বার ব্যাপারেও তাই। কিন্তু তাদের গ্লাইডারের ভারসাম্য নেই। যখনই একটা হাওয়ার ঝাঁপটা আসে তখনই গ্লাইডারটা হয় উলটে যায় নয়ত মাটিতে এসে পড়ে।

উইলবার চিন্তা করে বলল ঃ ডানদিকে যখন কাত হয় তখন বাঁদিকে সরে বসিস তো অরভ। তাতে ব্যালেন্স রক্ষা হতে পারে।

পরের দিন অরভ তাই করল কিন্তু কোনো ফল হলো না। তা ছাড়া হাল বলতেও তাদের কিছু নেই। উইলবারের কথাই ঠিক, হাওয়ার দয়ার উপর ভেসে বেড়াতে হয়।

প্রতিরাতে খাওয়ার পরে মিসেস টেটের রান্না ঘরে টেবিলের পাশে বসে দুভাই আলোচনা করে কোন্ দিন কোন্ ভুল হয়েছে তাই নিয়ে। সব ভুলচুক তারা লিখে রাখত। গ্লাইডার তৈরি করতে যে কাপড় তারা ব্যবহার করেছিল তার নাম সাটিন-সিল্কের মতো পাতলা কাপড়। কিন্তু তা দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যায়। কাজেই এমন কাপড় কাজে লাগাতে হবে যা দিয়ে হাওয়া বেরোতে না পারে। তাছাড়া গ্লাইডারের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে একটা হালেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

অরভ পরামর্শ দিল ঃ আমরা স্লেডের জন্যে কয়েক বছর আগে যেমন রাডার বা হাল তৈরি করেছিলাম এসো তেমনি একটা কিছু তৈরি করি।

উইলবার স্বীকার করল, মতলবটা মন্দ নয়।

অরভ আবার বলল ঃ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল থাকে এমনি একটা রাডার তৈরি করতে হবে। তা দিয়ে আমরা হয়তো ইচ্ছে মতো উপরে নিচে যেতে পারব।

তিন দিনের মধ্যেই একটা রাডার তারা তৈরি করে ফেলল কিন্তু সেটাকে পিছনে না-লাগিয়ে তারা লাগাল গ্লাইডারের সামনের দিকে। তার অবশ্যি একটা সঙ্গত কারণও ছিল। পিছনে থাকলে চালকের ইচ্ছে মতো সেটা উপর নিচ করা সহজসাধ্য নয়।

এবার আবার উইলবারের পালা। এবারও মি. টেট সাহায্য করতে এলেন। এখন নভেম্বর মাস, হাওয়ার জোর আগের চেয়ে বেশি। গ্লাইডার সহজভাবেই আকাশে গিয়ে প্রায় পনর ফিট উপরে উঠবার পরে উইলবার তার রাডার পরীক্ষা করল। দুটো দড়ি ধরে টানতেই রাডারের সামনের দিকটা উপর দিকে উঠল। দেখতে দেখতে গ্লাইডারটা আরও পনর ফিট উপরে উঠে গেল। তারপর উইলবার আবার দড়ি ধরে টানতেই গ্লাইডার বেশ কিছুটা নিচের দিকে নেমে এল। দ্রুত নামতে লাগল। উইলবার রাডারটা ধরে টেনে উপরের দিকে তুলতে চেষ্টা করল কিন্তু টানতে গিয়ে হঠাৎ একটা দড়ি গেল ছিঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গ্লাইডার এসে বালির ঢিবির উপর পড়ল।

বালির মধ্যে উইলবার আর ভাঙ্গা গ্লাইডার রীতিমতো জড়াজড়ি হয়ে গেছে। অরভ ভয়ে ভয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখল, উইলবার ব্যথা পায়নি। সে বরং মিটমিট করে হাসছিল। অরভকে দেখে সে বলে উঠল ঃ আমরা কৃতকার্য হয়েছি। ইচ্ছে মতো উপরে উঠেছি, নিচেও নেমেছি। আমরা আর হাওয়ার অধীন নই।

অরভ বলল ঃ একবার গ্লাইডারের দিকে চেয়ে দেখ দাদা—একদম শেষ।

উইলবারের তাতে দুঃখ নেই। সে বলল ঃ আমরা আকেটা তৈরি করে নিতে পারব, অরভ। হয়তো সেটা হবে এর চেয়েও ভালো। মি. টেট, আপনি ইচ্ছে করলে গ্লাইডারের কাপড়গুলো নিয়ে কাজে লাগাতে পারেন।

মিঃ টেট হেসে বললেন ঃ হয়তো ছোট মেয়েটার জন্যে মিসেস একটি জামা তৈরি করতে পারবেন।

উইলবার বলল ঃ আমরা বোচকা-বুচকি বেঁধে কাল বাড়ি রওয়ানা হচ্ছি। আসছে বছর আবার আমরা আসব।

সব কিছু বাঁধাছাঁধা হলে মি. টেটের মেয়ে এল দেখা করতে। চমৎকার একটি পোশাক তার গায়ে। সে কি তখন জানত যে, জামাটা তার তৈরি হয়েছে দুনিয়ার সর্বপ্রথম উড়োজাহাজের একটা অংশ দিয়ে? এটাই প্রথম গ্লাইডার যা আকাশ জয় করবার স্বপ্ন সফল করেছে।

ষোল

অরভ আর উইল ফিরে এলে একজন খরিদ্দার একদিন তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কোথায় ছিলে এতদিন?

উইলবার জবাব দিল ঃ ক্যাম্পিং-এ বেড়িয়েছিলাম।

কথাটা একবারে মিথ্যা নয়। কিটি হকে তারা ক্যাম্প তৈরি করে বাস করেছে বই কি! শুধু ছোটবোন কেটিকে আর বাবাকে তারা সব কথা খুলে বলেছে। এমন দুটি কাজ

তারা করেছে যা এর আগে দুনিয়ার কেউ করতে পারেনি। তারা গ্লাইডারের সাহায্যে আকাশে উড়েছে গ্লাইডারের নিচেকার পাখায় নুইয়ে পড়ে। তাছাড়া তারা এমন একটি রাডার তৈরি করেছে যার সাহায্যে গ্লাইডারকে উপরে নিচে তোলা সম্ভব হয়েছে। ডেটনে তারা ছিল সামান্য দুজন সাইকেল-মিস্ত্রী। কিন্তু এমন একটা অসাধ্য সাধন তারা করেছে যা কোনো বৈজ্ঞানিক বা ইঞ্জিনিয়ার আজ করতে পারেন নি।

ইংল্যান্ডে এখন হিরাম ম্যাকসিম গবেষণা চালাচ্ছেন তাঁর উড়বার মেশিন নিয়ে। তিনি সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন। কিন্তু সত্যিকারভাবে তিনি এখনও আকাশে উড়ে দেখেননি। তাঁর তৈরি মডেল আকাশে উড়ার ব্যাপারে কি করে কার্যকরী হতে পারে তাই তিনি প্রবন্ধের আকারে লিখেছেন।

ম্যাকসিমের লেখা একটা প্রবন্ধ পড়ে উইলবার বলল ঃ ঘোড়ায় চড়ে তবে তোমাকে ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে।

অরভ বলল ঃ সাইকেলের বেলাও তাই। দু'চার বার আছাড় খেলে তবে তুমি সাইকেল চড়তে শিখবে।

চিকাগোর অকটেভ চেনিউটের লেখা প্রবন্ধ তারা আরও পড়েছে। তিনি শুধু মডেল তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি, নিজে আকাশে উড়েছেন, যদিও তাঁর বয়স এখন ষাট বছর। উইল আর অরভ ঠিক করল কিটি হকে যা ঘটেছিল সে বিবরণ তাঁকে লিখে জানাতে হবে। চেনিউট নিজে ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ার। অরভ ও উইলের পত্র পেয়ে তাঁর মনটা হয়তো দমে যাবে। এই অখ্যাত দুই সাইকেল মিস্ত্রি যা করছে তা অটো লিলিয়েনথল করতে পারেননি, তিনি নিজেও করতে পারেননি। তিনি তাদের পত্র লিখে অভিনন্দন জানালেন, এমন কি তিনি যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তাও জানালেন।

চেনিউটের পাঠানো সবকিছু উইল আর অরভ মনোযোগ দিয়ে পড়ল, তারপর লাগালো কাজে। গ্লাইডারকে উপরে নিচে তুললে নামাতে তারা শিখেছে কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে নিয়ে যেতে হলে কি করতে হবে তা আজ তাদের অজানা। দুভাই তারা আবার পাখিদের উড়ার ব্যাপার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। গ্লাইডারের তুলনায় পাখিদের একটা মস্ত সুবিধা, তারা ইচ্ছেমতো তাদের পাখাগুলো উপরে তুলতে বা নিচে নামাতে পারে। উড়তে গিয়ে পাখি যখন মোড় ফেরে অর্থাৎ দিক পরিবর্তন করে তখন তার একটা পাখা উপরে উঠে যায় আরেকটা যার নিচে। ঠিক তেমনি ধরনের কব্জা লাগানো পাখা গ্লাইডারে লাগানো যায় কিনা উইলবার আর অরভ আলোচনা করল কিন্তু কার্যকরী হবে বলে মনে হলো না।

এর পরেও বাকি থাকছে ভারসাম্য বা ব্যালেন্সের কথা। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে চালকের ডাইনে বা বাঁয়ে ঝুঁকে বসা ঠিক কাজের কথা নয়।

একদিন অরভ বলল ঃ আমি ভাবছি, খাড়া করা একটা রাডার দিয়ে ভারসাম্য রক্ষার কাজ চলতে পারে কিনা।

উইলবার বলল ঃ হয়তো তা চলবে। তারপর আমরা যখন কিটি হকে যাচ্ছি তখন ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এসো তার আগে আমরা এর একটা নক্‌শা করে ফেলি।

খাড়া করা রাডারটা পিছনে লাগানো হবে, না সামনে ? পিছনে লাগাবে বলেই তারা ভেবে-চিন্তে ঠিক করল। তাতে হাওয়ার চাপ কম লাগবে! কিন্তু অপর রাডারটাও সেখানে লাগানো হবে না কেন ? এমনি করেই গ্লাইডারের লেজ রূপায়িত হয়ে উঠতে লাগল।

উইলবার বলল ঃ আমাদের এর পরের গ্লাইডারটা বেশ বড় করতে হবে। পাখাগুলো যত বড় হবে ততো বেশি সময় হাওয়ায় ভর করে থাকা যাবে।

অরভ বলল ঃ এবং তত বেশি উপরে ওঠা যাবে।
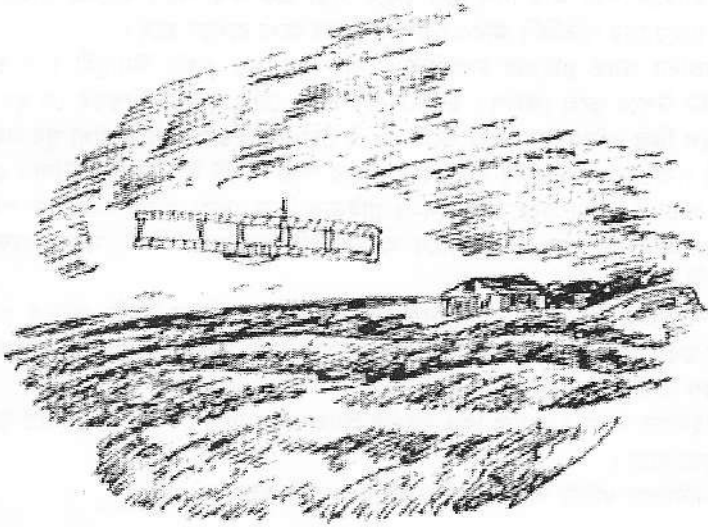
হঠাৎ কেটি বলে উঠল ঃ তাছাড়া মরবার আশঙ্কাও ততই বাড়বে। কেটি এখন হাইস্কুলে পড়ছে কিন্তু তাহলেও সে-এই সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করে। উইলবার আর অরভ তাদের সবকিছু পরিকল্পনা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করে।

কেটির কথায় অরভ একটু হেসে বলল ঃ ভয় পেয় না, আমরা সাবধান হয়ে চলব কেটি।

কিন্তু কেটি বলল ঃ অটো লিলিয়েনথল কম সাবধান ছিলেন না। তিনি উড়তে গিয়েই তো মারা গেলেন।

উইলবার আর অরভ জানে, যত বেশি উপরে উঠা যায় বিপদ তত বেশি কিন্তু সে বিপদকে ভয় করলে তাদের চলবে না।

আরও দুবার তারা কিটি হকে গিয়েছে। শেষের বারের গ্লাইডারটি হয়েছে বেশ মজবুত। খাড়া করা রাডারটি বেশ কাজের জিনিসই হয়েছে। এবার এসে একবার তারা

তিনশ' ফিট উড়েছে কিন্তু সে কথা কাউকে বলেনি। শুধু মি. টেট আর কতকগুলো গাংচিল তাদের এ কীর্তির সাক্ষী। নতুন গ্লাইডারটায় ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছে।

এরপর তারা দুটি রাডারকে একত্র করে লাগিয়েছে এবং তার ফলে গ্লাইডার চড়া অনেকটা নিরাপদ হয়েছে। এখন আর হঠাৎ নিচের দিকেও পড়ে না, উলটেও যায় না। হাওয়ায় ভর করে স্থির হয়ে থাকে।

শেষবারে কিটি হকে এসে তাদের উড়বার সর্বোচ্চ রেকর্ড হলো ছয়শ বাইশ ফিট। এবার গ্লাইডার আকাশে ছিল ছাব্বিশ সেকেন্ড। কিন্তু ছাব্বিশ সেকেন্ড যদি থাকা যায় তবে তার তিন-চার গুণ বেশি বা থাকবে না কেন?

বেশি উপরে উঠবার চেষ্টা এতদিন তারা করেনি তারা জানে, একশ ফিট উপরে থেকে মাটিতে পড়া আর বিশ ফিট থেকে পড়া এক কথা নয়। কাজেই তারা ঠিক করল, গ্লাইডারের গতিবিধি আরও বেশি আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে।

একদিন অরভ গ্লাইডার চালাচ্ছিল। সেদিন হাওয়ার একটা ঊর্ধ্বমুখী চাপ তাকে দু'শ ফিট উপরে তুলে ফেলল। তখন নিচের দিকে চেয়ে থাকতে নিশ্চয়ই সে খুব ভয় পেয়েছিল কিন্তু এটাও লক্ষ্য করেছিলো যে ঐ উঁচুতে গ্লাইডার আয়ত্তে রাখা খুব সহজ। কাজেই সমান্তরাল রাডারটার সাহায্যে সে আর পঞ্চাশ ফিট উপরে গিয়ে উঠল। একটু পরেই যাওয়ার জোর কমে এল, সে-ও গ্লাইডার নিয়ে নেমে এল। এবার সে পঞ্চাশ সেকেন্ড আকাশে ছিল। এর আগে অটো লিলিয়েনথলও এতটা সময় আকাশে থাকেননি।

সে রাত্রেই অরভ বলল ঃ এখনও আমরা রাডারের অনেক উন্নতি ঘটাতে পারি। আমরা ডবল ডেকওয়ালা একটা সমান্তরাল রাডার তৈরি করতে পারি। তাতে আকাশে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হবে।

উইলবার বলল ঃ আমার কিছু মতলব আছে অরভ কিন্তু সে সব বাড়ি গিয়ে ভালো করে করা যাবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে আবার তারা ডেটনে রওয়ানা হলো।

সতের

পরবর্তী কয়েকটি বছর কাটল উত্তেজনার ভেতর দিয়ে। মি. চেনিউট এলেন রাইটদের সঙ্গে দেখা করতে। যে সব পরীক্ষা এতদিন তিনি করেছেন, সব তাদের বললেন। তিনি জীবনে দু'শ গ্লাইডার তৈরি করেছেন কিন্তু ডেটনের এই সাইকেল মিস্ত্রি যে রকম মজবুত গ্লাইডার তৈরি করেছে তেমন একটিও তিনি করতে পারেন নি।

মি. চেনিউট জীবনের তিরিশ বছর কাটিয়েছেন গ্লাইডার তৈরির খেয়ালে। কিন্তু ষাট বছর বয়স হবার আগে তিনি কখনও আকাশে উড়ে দেখেননি। তাঁর বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি কিন্তু উড়বার উৎসাহ তাঁর এখনও আছে।

মি. চেনিউট বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বললেন ঃ শুধু তোমরা দুভাই-ই গ্লাইডারের সঙ্গে ইঞ্জিন লাগিয়ে আকাশে উড়বার সত্যিকারের মেশিন তৈরি করতে পেরেছ। আমি চাই তোমাদের সাহায্য করতে। আমি টাকা দিচ্ছি, তোমরা সাইকেলের ব্যবসা তুলে দিয়ে সারাক্ষণ পরীক্ষার কাজে ব্যয় কর।

উইলবার হেসে মাথা নেড়ে বলল ঃ জীবনে আমরা কারও কাছ থেকে টাকা ধার করিনি শুধু মায়ের কাছে ছাড়া। তাছাড়া এখনি আমরা কাজ শুরু করব না।

তারা ইঞ্জিন নিয়ে পরীক্ষার কাজ চালাতে লাগল। এমন একটি ইঞ্জিন তাদের চাই যা হাওয়ার উল্‌টো দিকে চলতে পারবে অথচ ওজনে হবে হাল্‌কা।

ওয়াশিংটনে প্রফেসর ল্যাংরি ঘোষণা করেছেন, তিনি একটা উড়বার মেশিন তৈরি করেছেন। তৈরি সত্যিই তিনি করেছেন কিন্তু একমাত্র অসুবিধা হলো অতিরিক্ত ভারের জন্যে তা আকাশে উঠতে পারে না।

ফ্রান্সে স্যানটোস ডুমন্ট নামে এক যুবক বেলুনের সঙ্গে ইঞ্জিন জুড়ে আকাশে উড়েছেন। কিন্তু সে বেলুনের গতি ছিল খুব ধীর, বেলুন ছিল হাওয়ার চেয়ে হাল্‌কা। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় কিন্তু বারবারই চেয়েছে হাওয়ার চেয়ে ভারী ইঞ্জিন তৈরি করতে।

তখনও অবধি তাদের পরিকল্পনাটি ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। মানুষ উড়ে বেড়াতে পারবে এ কথা ১৯০০ সালে কেউ বললেও লোকে তাকে উপহাস করেছে। বৈজ্ঞানিকরা অবধি এ প্রচেষ্টাকে উপহাস করেছেন। একজন বৈজ্ঞানিক তো এক প্রবন্ধে লিখেই ফেললেন, হাজার বছর পরেও মানুষ উড়তে পারবে না। বেচারা প্রফেসর ল্যাংলিকে ওয়াশিংটনের সবাই উপহাস করত।

যে স্বল্প সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে উপহাস করতেন না তাঁদের মধ্যে মি. চেনিউট একজন। তিনি বুঝেছিলেন, ডেটনের এই যুবকদ্বয়ের মধ্যে সত্যিকার প্রতিভা আছে। যদিও তারা সবকিছু শিখেছিল নিজেদের চেষ্টায় তবু হাওয়ার চাপ, হাওয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তখনকার সকল লোকের চেয়ে তারা বেশিই জানত। তারাই ছিল তখন সবেচেয়ে বড় বিমানচালক। তারা তাদের গ্লাইডার নিয়ে হাজার বারেরও বেশি আকাশে উড়েছে।

কিটি হক অনেক দূরের পথ। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাই ডেটনের কাছেই এক গোচারণ ভূমিতে পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাবে স্থির করল। যখনই তারা গ্লাইডারে উঠত তখনই সঙ্গে নিয়ে উঠত এক বস্তা বালি। এতে বুঝা গেল, তাদের গ্লাইডার একজন মানুষের ওজনের চেয়ে আরও একশ' পাউন্ড ওজনের এক বস্তা বালি বেশি বইতে পারে। কিন্তু তখনকার দিনের মোটরের ইঞ্জিন ছিল কমপক্ষে তিনশ' পাউন্ড। কাজেই তাদের গ্লাইডারে সে রকম একটি ইঞ্জিন লাগানো তখনও সম্ভব হলো না।

তারপর টুকটাক করে গ্লাইডারকে তারা নানাভাবে উন্নত করে তুলতে লাগল। গ্লাইডার আগের চেয়ে মজবুত অথচ হালকা হলো। একসময়ে দেখা গেল, চালক ছাড়াও তাদের গ্লাইডার দু'শ পাউন্ড নিয়ে আকাশে উঠতে পারে। এখন দু'শ পাউন্ড ওজনের একটি ভালো ইঞ্জিন যোগাড় করতে পারলেই তাদের স্বপ্ন সফল হতে পারে।

কিন্তু দুনিয়ায় সে রকম ইঞ্জিন তখনও কেউ তৈরি করেনি।

অরভ বলল ঃ আমরা নিজেরাই ইঞ্জিন তৈরি করে নেব।

উইলবার হেসে বলল ঃ সত্যিই, দুনিয়ায় আমাদের ব্যবহারের কিছুই কেউ তৈরি করে রাখেনি। সবই তৈরি করেছি আমার নিজেরা।

দোকানের পিছনে সেই কাঠের ঘরে তারা লেগে গেলো ইঞ্জিন তৈরি করতে। তাদের সে ইঞ্জিন কতকটা আজকালকার এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের মতোই ছিল। অনেকদিন রাত্রে পথ দিয়ে যেতে লোকে শুনতে পেত মেশিনগানের শব্দ আসছে রাইট সাইকেল কোম্পানির দোকান থেকে। তখন তারা হেসে বলে উঠত ঃ সেই পাগলাটে রাইট ভায়েদের কাণ্ড!

আশেপাশে খবর রটে গেল, রাইটরা সাইকেলে লাগানোর জন্যে একটা ইঞ্জিন তৈরি করছে, সেই ইঞ্জিনেরই শব্দ এটা। সম্ভবত কেটিই এভাবে সংবাদটা রটিয়েছিল। ধীরে ধীরে তাদের ইঞ্জিন বাস্তবরূপ গ্রহণ করতে লাগল। এসময়ে চার্লি টেলর নামে ভালো একজন মিস্ত্রীর সাহায্য তারা পেল। তারা যখন নিজেদের খেয়ালে ব্যস্ত থাকত, চার্লি তখন দোকানের কাজ চালাত। রাত্রে এসে সাহায্য করত তাদের ইঞ্জিন তৈরির কাজে। তাদের এই গুপ্ত কারখানায় ঢুকবার অধিকার একমাত্র কেটি আর চার্লিরই ছিল।
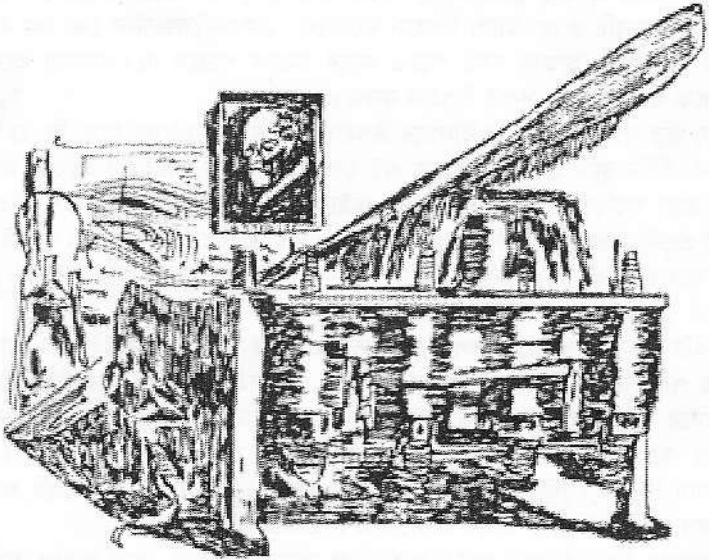
শক্তিশালী একটি ইঞ্জিন তৈরি করা সহজ কিন্তু ওজনে হালকা ইঞ্জিন তৈরি মোটেই সহজ নয়। মোটরের সবচেয়ে ভারী অংশ হলো লোহার তৈরি তার ইঞ্জিনের কেস্। অরভ তাই একদিন বলল ঃ আমরা যদি অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে ইঞ্জিন তৈরি করতে পারি তবে তা হালকা হবে।

তার প্রস্তাবে সন্দেহ প্রকাশ করে উইলবার জিজ্ঞেস করল ঃ কিন্তু সে ইঞ্জিন মজবুত হবে কি ?

অরভ জবাব দিল ঃ আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

চেষ্টা তাদের সফল হলো। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি আট ঘোড়ার শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন মজবুত হলো, হালকাও হলো। ওজন হলো ঠিক দু'শ পাউন্ড। ইঞ্জিন তৈরি শেষ করে দুভাই কাঠ দিয়ে তৈরি করল দুটি প্রোপেলার বা পাখা।

তখন অরভ বলল ঃ সেই যে কয়েক বছর আগে বাবা আমাদের একটা খেলনা এনে দিয়েছিলেন, তোমার মনে আছে দাদা ?

উইলবার হেসে বলল ঃ হেলিকপ্টার তো ? নিশ্চয়ই মনে আছে। কি মজার ব্যাপার। আর আমরা কিনা আজ তৈরি করছি দুটি প্রোপেলারওয়ালা একটি বড় রকমের খেলনা। সেই খেলনার প্রোপেলারের মতোই এ প্রোপেলার ঘুরবে।

এক পাশ থেকে কেটি বলে উঠল ঃ আমারও মনে আছে। মনে আছে, গাছে লেগে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

উইলবার তাকে বলল ঃ কিটি হকে কোন গাছপালা নেই।

অরভ বলল ঃ আমরা সেখানে গিয়েই আকাশে উড়ব।

আঠার

এতদিনেও কিটি হকের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। উইলিয়াম টেট্ একটু বুড়ো হয়েছেন কিন্তু কাজ তাঁর আগের চেয়ে একটুও বাড়েনি। ঝড়বৃষ্টির থেকে উইলবারদের গ্লাইডারটা রক্ষার জন্যে একটা চালাঘর তৈরি করতে তিনি সাহায্য করলেন। তারপর অরভ আর উইলের জন্যে প্রতিদিন তিনি কাঠখড়ি যোগাড় করে দিতে লাগলেন। এ জন্যে তারা তাঁকে প্রতিদিন এক ডলার করে দিত।

সারাদিন তারা তাদের গ্লাইডার এবং ইঞ্জিনের কাজে লেগে থাকত। জিনিসটা দেখতে অদ্ভুত। জীবন-রক্ষা কেন্দ্রের লোকেরা অনেক সময় সেটা দেখতে এসে মাথা নেড়ে সন্দেহ প্রকাশ করত। একদিন তাদের একজন জিজ্ঞেস করল ঃ সত্যিই এ আজব জিনিসটা তোমরা আকাশে উড়াবে ?

উইলবার জবাব দিল ঃ হাঁ, হয়তো-হয়তো উড়াব।

আরেক জন জিজ্ঞেস করল ঃ কতোদিন থেকে তোমরা এ কাজ করছো ?

এবার অরভাইল বলল ঃ সারা জীবন ধরেই এ কাজ করছি। সে সত্যি কথাই বলল।

তাদের সেই প্রথম উড়ো মেশিনের চাকা ছিল না। বালির উপর দুখানা কাঠ পেতে তারা মেশিনটি এনে রাখল। এখান থেকেই মেশিন আকাশে উড়ানো হবে। ইঞ্জিনটি

তারা বারবার পরীক্ষা করল। চল্‌তে গিয়ে ভীষণ শব্দ হয়, সারাটা গ্লাইডার কাঁপতে থাকে। ইঞ্জিনটিকে তাই বেঁধে দেওয়া হয়েছে শক্ত করে নিচের পাখাটার সঙ্গে। কাজেই, পড়ে যাবে সে ভয় নেই।

একদিন ভোরে উঠে উইলবার বলল ঃ আমার মনে হয়, আজকে আমরা একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

সে তারিখটা ছিল ঊনিশশ' তিন সালের সতেরোই ডিসেম্বর। উইলবার নিশ্চয়ই তখন মনে করেনি যে, স্কুলের ছেলেমেয়েরা বরাবরের জন্যে এ তারিখটা মনে রাখবে।

ঊনিশ শ' তিন সালের সতেরোই ডিসেম্বর সত্যি একটা প্রসিদ্ধ তারিখ।

উইলবারের প্রস্তাবে অরভের আপত্তির কোনো কারণ ছিল না। বাইরে থেকে দুজনকেই দেখাচ্ছে বেশ শান্ত। কিন্তু তা' হলেও তারা মানুষ, একটা উত্তেজনার ভাব তাদের ভেতরেও এসেছে। কে প্রথমে উড়বে তারই লটারি করা হলো একটা-টাকা দিয়ে। অরভের জিত হলো। সে নিজের মনেই যেন ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল ঃ আমার প্রথম উড়বার পালা। আমিই হলাম দুনিয়ার প্রথম ব্যক্তি যে আকাশে উড়বে।

এই উড়ো কল দেখবার জন্যে মাত্র পাঁচজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে বালির ঢিবি ঘিরে। এই পাঁচজনের একজন হলো ষোল বছর বয়সের জনি মুর, এক জেলের ছেলে। ইঞ্জিন চালানো হলো। অরভ গিয়ে নিচের পাখায় যথারীতি উঠে বসল। গ্লাইডারটি তখন ভীষণ কাঁপছে। উইলবার সেটিকে ঠিক করে ধরে রাখল তারপর জিজ্ঞোস করলঃ রেডি অরভ ?

অরভ চিৎকারে বলল ঃ সব ঠিক।

উইলবার হুকুম করল ঃ চালাও তা'হলে।

প্রোপেলার ঘুরে উঠলো। গ্লাইডারটা প্রথমে একটু নড়ে উঠল, কাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে খানিকটা, তারপর প্রথমে সামনের দিকটা উঁচু হয়ে উঠল, পরে বাকিটা। দেখতে দেখতে গ্লাইডার দশ ফিট শূন্যে গিয়ে উঠল, উড়তে লাগল। উইলবার স্বভাবতই শান্ত প্রকৃতির লোক। কিন্তু আনন্দ ও উত্তেজনায় তারও শরীর কাঁপছে। অরভাইল সত্যি সত্যিই আজ আকাশে উড়ে চলেছে। প্রায় একশ ফিট গিয়ে গ্লাইডারটা আস্তে আস্তে বালির উপর এসে পড়ল।

অরভাইল মেশিনের ভেতর থেকে লাফিয়ে এসে বাইরে পড়ল। এটিই দুনিয়ায় প্রথম মেশিন যা, মানুষের আকাশে উড়বার স্বপ্ন সফল করে তুলেছে। কম্পিত কণ্ঠে সে বলে উঠল ঃ আমরা পেরেছি দাদা, পেরেছি।

উইলবারও বলে উঠল ঃ আমরা উড়তে সক্ষম হয়েছি।

অরভাইল জিজ্ঞেস করল ঃ কতক্ষণ সময় আমি আকাশে ছিলাম ?

উইলবার বলল ঃ বারো সেকেন্ড। এবার আমার পালা।

উইলবার এক শ' পঁচাত্তর ফিট গিয়ে নেমে এল। এর পরেরবারে চেষ্টা করে অরভাইল আকাশে রইল পনর সেকেন্ড।

পরে উইলবারের পালা এলে অরভ বলল ঃ এবার তুমি চেষ্টা করে দেখ কতটা এগুতে পার। উইলবার প্রথমে বিশ ফিট উপরে গিয়ে উঠল। তারপর গ্লাইডারটি সোজা

করে সামনের দিকে চলতে লাগল। নিচে চেয়ে মনে হলো, বালির ঢিবি যেন পিছন দিকে চলে যাচ্ছে। এবারই হলো সত্যিকারের আকাশে উড়া। চমকে যাওয়া দুটো
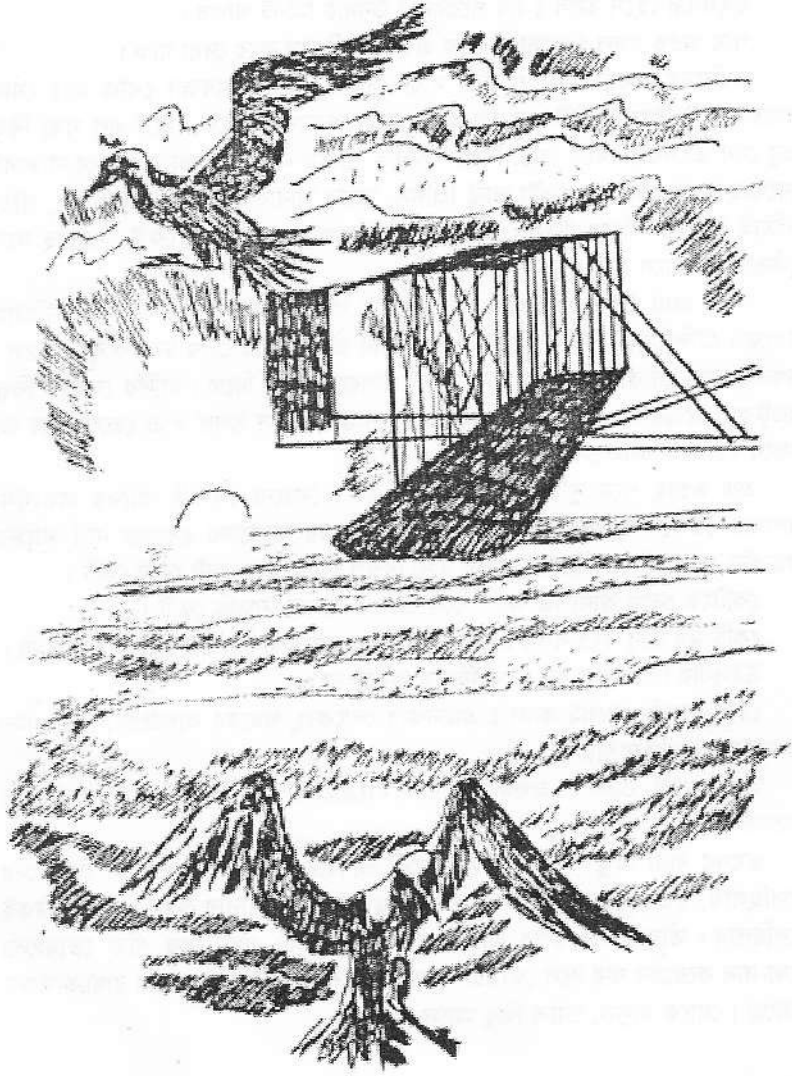
গাংচিল ভীষণ চিৎকার করে পাশ দিয়ে উড়ে গেল। হয়তো মনে করল, এ আবার কোন আজব পাখি এল আকাশে। উইলবার যখন আটশ' ফিট উড়েছে তখন একটা হাওয়ার ঝাঁপটায় নিচে নেমে আসতে বাধ্য হলো।

উইলবার বেরিয়ে আসতেই অরভ বলে উঠল ঃ তুমি উনষাট সেকেন্ড আকাশে ছিলে দাদা।

উইলবার হেসে বলল ঃ এর পরেরবার উনষাট মিনিট থাকব।

পরে অরভ বলল ঃ এসো বাবাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেয়া যাক।

সেদিনের প্রথম আকাশে উড়া যারা দেখছিল, সেই চারজন লোক আর ষোল বছরের সেই কিশোর ছুটে এল দুভাইয়ের সঙ্গে করমর্দন করতে। ছুটে এল সত্য কিন্তু তবু যেন তাদের চোখকে তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু তারা চোখের সামনেই দেখেছে আজব ধরনের একটা ভারি জিনিস, তাতে আবার ভারি ইঞ্জিন লাগানো, সত্যি সত্যিই আকাশে গিয়ে উঠল। এমন আজব ব্যাপার এর আগে কেউ দেখেছে বলে দুনিয়ার ইতিহাসে নেই।

অরভ আর উইলবার ছুটে গেল বাড়িতে বাবা আর কেটিকে একটা টেলিগ্রাম করতে। টেলিগ্রামটি পড়তে পড়তে বিশপ আর তাঁর কন্যার চোখ চকচক করে উঠল। তখনই তারা দোকানের দিকে ছুটল চার্লি টেলরকে খবর দিতে। চার্লির ভেতরে কিন্তু এতটুকুন উত্তেজনার ভাব নেই। খবর শুনে শান্তভাবে সে বলল ঃ এ ছেলেরা যে তা করবে বরাবরই আমি সে কথা জানতাম।

এক সপ্তাহ পরে দু'ভাই বাড়ি ফিরে এল। কোনো লোকই তাদের অভ্যর্থনা জানাতে স্টেশনে হাজির হলো না, কোনো খবরের কাগজের লোকও না। তাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন তাদের বাবা বিশপ রাইট আর ছোট বোন কেটি।

কেটিকে দেখে আনন্দিত অরভ বলে উঠল ঃ আমরা উড়েছি কেটি।

কেটি মুখ ভার করে বলল ঃ কিন্তু এখানকার লোকেরা সে কথা বিশ্বাস করছে না।

উইলবার জিজ্ঞেস করল ঃ কে বিশ্বাস করছে না?

কেটি তেমনি রেগেই বলল ঃ এখানকার লোকেরা, খবরের কাগজওয়ালারা, এমন কি আমাদের প্রতিবেশীরাও।

অরভ বলে উঠল ঃ প্রথম তারা আমাদের পাগল ভেবেছে, এখন ভাবছে মিথ্যেবাদী।

তাদের বাবা কিন্তু বললেন ঃ সে জন্যে ভাববার কিছু নেই। একদিন তোমাদের বলেছিলাম, তোমাদের হাত দিয়ে বড় কিছু করানো খোদার ইচ্ছা। আমি ঠিকই বলেছিলাম। তাঁর ইচ্ছার উপর কারও হাত নেই। তিনি এমন কিছু শক্তি তোমাদের মধ্যে দান করেছেন যার বলে তোমরা প্রথম আকাশে উড়ে ইতিহাসে নাম রাখতে সক্ষম হয়েছো। লোকে হাসুক, তাতে কিছু আসে যায় না।

উনিশ

ডেটনের এক ব্যাঙ্কের সভাপতি টরেন্স হাফম্যানের ছিল আশি একর একটি গোচারণ ভূমি শহরের একটু বাইরে। অরভ আর উইল একদিন গিয়ে তাঁর গোচারণ ভূমিটি ব্যবহারের অনুমতি চাইল।

মি. হাফম্যান একটু হেসে বললেন ঃ কে যেন বলছিল তোমরা দুভাই উড়বার মেশিন তৈরির চেষ্টা করছো। সত্যিই নাকি ?

উইলবার বলল ঃ হ্যাঁ, সত্যি।

তাই শুনে মি. হাফম্যান মাঠ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ কিন্তু দেখ আমার গরু যেন মেরে ফেল না।

দু'ভাই ঠিক করেছে, এবার ষোল ঘোড়ার শক্তিসম্পন্ন নতুন একটা মেশিন তৈরি করতে হবে। রাত-দিন ধরে তারা কাজ করতে লাগল। পাড়া-পড়শীদের ব্যবহারে তাদের সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে। চার্লি টেলর আর কেটি ছাড়া কার সঙ্গেই তারা বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ করে না। রাস্তা দিয়ে তারা যখন হেঁটে কোথাও যায় তখন রাস্তার লোকেরা চোখ ইশারায় তাদের দেখিয়ে বলে ঃ এই যে যাচ্ছে যারা আকাশে উঠে উড়েছে বলে দাবি করে।

কিন্তু অরভ আর উইল সে সব কথা আমলে আনে না। তাদের শুধু দুঃখ, প্রতিবেশীরাও কিনা তাদের মিথ্যাবাদী মনে করছে।

মি. চেনিউট জানতেন, তারা একবিন্দু মিথ্যা কথাও বলেনি। তিনি প্যারিসে গিয়ে কিটি হকে উড়া সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিলেন। তার ফলে, রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের তৈরি উড়োকল সম্বন্ধে সেখানকার সবাই খুব আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে তাদের নাম ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ডে বিখ্যাত হয়ে ওঠে, কিন্তু ডেটনে তারা কেউ-কেটাই থেকে যায়। সেখানকার লোকেরা বলে ঃ ওরা সাইকেল মেরামতের কাজেই মন লাগিয়ে পড়ে থাকছে না কেন ?

কিন্তু তারা সেদিকে কান না দিয়ে কাজ করে যেতে থাকে। তাদের নতুন মেশিন গোচারণ মাঠে আনা হলো। খুব ভোরে এসে তারা মেশিন নিয়ে উড়বার চেষ্টা করে। তাতে কেউ তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে ঠাট্টা করবার সুযোগ পায় না। এবারের নতুন মেশিন তাদের কিটি হকের মেশিনের চেয়ে অনেক বেশি সময় আকাশে রয়েছে।

তারপর একদিন উইলবার সত্যি সত্যিই সারাটা মাঠ একবার চক্কর দিয়ে এল। নতুন মেশিনে হাল ধরবার ব্যবস্থাও হয়েছে। প্রতিদিন এই মাঠে আজব কাণ্ড সব ঘটছে কিন্তু মাঠের কয়েকটি গরু ছাড়া তা দেখবার কেউ নেই। কয়েকদিন পরে অরভ মেশিন নিয়ে সারা মাঠ তিনবার ঘুরে এল অর্থাৎ তিন মাইল সে বিচরণ করল।

একদিন উইল আর অরভ তার বাবা ও বোন কেটিকে তাদের সঙ্গে মাঠে যেতে অনুরোধ করে বলল ঃ তোমার ঘড়িটা কিন্তু সঙ্গে নিতে ভুলো না বাবা।

বিশপ রাইট আর কেটি গিয়ে মেশিনটির পাশে দাঁড়ালেন। উইলবার বাবাকে বলল ঃ কতক্ষণ অরভ আকাশে উড়ে তুমি তার হিসেব রাখবে বাবা। আমি গ্যাসোলিন ট্যাঙ্ক ভর্তি করে দিয়েছি। অরভ এবার উঠে পড়।
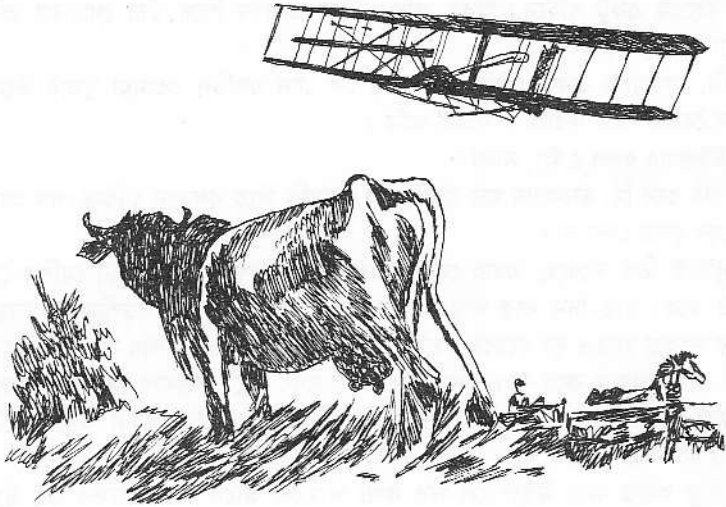
অরভ মেশিন নিয়ে আকাশে উঠল। দেখতে দেখতে মেশিনটি একেবারে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তারপর আবার ফিরে এল মোড় ঘুরে। বাবার মাথার উপরে কিছুক্ষণ উড়ে হাত নেড়ে তাঁকে আনন্দ জানাল। আবার বৃত্তাকারে ঘুরে এল মাঠের চারপাশে। বিশপ রাইটের একটি চোখ আছে ঘড়ির উপর-পনর... বিশ... তিরিশ... মিনিটের পর মিনিট চলতে লাগল। বিশপ রাইট এক সময়ে বলে উঠলেন ঃ অরভ আধ ঘণ্টা ধরে উড়ছে উইল।

অবশেষে একটু পরেই মেশিন এসে মাটিতে নামাল। বিশপ বলে উঠলেন ঃ ঊনচল্লিশ মিনিট।

অরভ বলল ঃ গ্যাসোলিন ফুরিয়ে গেছে বলেই আমাকে নেমে আসতে হলো।

উইলবার বলল ঃ যতক্ষণ খুশি আমরা আকাশে উড়তে পারি। আমরা শুধু তোমাদের দেখাতে চেয়েছি আমাদের এরোপ্লেন আকাশে কি করে উড়ে তাই।

বিশপ বলে উঠলেন ঃ এরোপ্লেন ? বড় চমৎকার নাম তো রেখেছ তোমরা।

গোচারণ মাঠে কি দেখে এলেন, ফিরে এসে বিশপ রাইট কয়েকজন বন্ধুর কাছে তার গল্প করলেন। এবার তাঁর কথা বিশ্বাস করল। ছুটে এল তারা সাইকেলের দোকানে দুভাইকে অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন কি ?

উইলবার বলল ঃ আমরা যখন কিটি হক থেকে ফিরে এসেছিলাম তখন এসব লোক ছিল কোথায় ?

অরভ বলল ঃ এতদিন যদি এদের ছাড়াই আমাদের চলে যেতে পারে তবে এখনও চলবে।

একদিন দুজন গণ্যমান্য গোছের লোক এসে হাজির হলেন ডেটনে। তাঁদের একজন ফরাসী, একজন ইংরেজ। দুজনই তাঁরা রাইটভ্রাতৃদ্বয়ের তৈরি উড়োজাহাজটি কিনতে চাইছেন। অন্য কোনো দেশ যাতে এ জিনিস তৈরি করতে না পারে সেই অধিকার পাবার জন্যে অনেক টাকা তাঁরা দিতে রাজি। ফরাসী ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে বলেই ফেললেন ঃ জার্মান হয়তো একদিন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধই বাধিয়ে বসবে। তখন উড়োজাহাজের সাহায্যে তাদের হারিয়ে দিতে পারব অনায়াসে। শত্রু সৈন্যের মাথার ওপর উঠে ডিনামাইট ফেলে দেব।

ইংরেজ ভদ্রলোকও বললেন ঃ জার্মানির ভয় আমরাও করি। যত টাকা খুশি আমরা তোমাদের দিতে পারি শুধু এই এরোপ্লেন তৈরির ভার আমাদের হাতে ছেড়ে দিলে।

কিন্তু উইলবার আপত্তি করে বলল ঃ আমরা আমেরিকান। যদি কাউকে দিতেই হয় তবে আমাদের সৈন্য-বিভাগকেই দেব।

ফরাসী ভদ্রলোক তখন বললেন ঃ কিছু মনে করবেন না মঁসিয়ে রাইট, আপনাদের সৈন্য-বিভাগ এটা নিতে আগেই অস্বীকার করেছে। তাদের এতে কোনো আগ্রহ নেই।

উইলবার একটু অবাক হলো। সে আর অরভ তাদের সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখেছিল কিন্তু তাতে সত্যিই তারা কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তবে সে বা অরভ এ ব্যাপারটা আর কারও কাছে প্রকাশ করেনি।

উইলবার তবু বলল ঃ তা হোক গে, তবু আমরা আমেরিকান। একদিন হয়তো আমাদের সেনা-বিভাগ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে।

আর কিছুই না বলে ভদ্রলোক দুজন ক্ষুণ্নমনে বিদায় নিলেন।

উইল তখন বলে উঠল ঃ সবাইকে দেখাবার জন্যে একদিন আমাদের এরোপ্লেনে আকাশে ওঠা উচিত। আমাদের সামরিক কর্তৃপক্ষের কোনো আগ্রহ নেই বলে আমরা দোষারোপ করতে পারি না। তাদের কেউ আমাদের এরোপ্লেন উড়াতে একদিনও দেখেনি।

অরভ এ প্রস্তাবে সায় দিয়ে বলল ঃ বেশ তা' হলে আমরা একদিন তাদের সবাইকে এরোপ্লেন উড়া দেখিয়ে ভেবে দেখবার সুযোগ দেব।

বিশ

সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন থিওডোর রুজভেল্ট। যদিও তিনি কর্মব্যস্ত লোক বলে পরিচিত তবু পড়াশুনা করবার ঝোঁক তাঁর কম ছিল না। তিনি একদিন 'সায়েন্টিফিক এমেরিকান' নামক পত্রিকায় দেখতে পেলেন রাইটভ্রাতৃদ্বয় এবং তাদের তৈরি এরোপ্লেনের বিবরণ। তারপর তাঁর সামরিক সেক্রেটারীকে ডেকে বললেন এই দুজন যুবকের খোঁজ করে তাদের এরোপ্লেনের একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করুন। হয়তো তাদের এই উড়োজাহাজের মধ্যে কিছু একটা গুরুত্ব আছে।

একদিন হোমরা-চোমরা গোছের একজন কর্নেল সত্যিই এসে হাজির হলেন ডেটনে। তিনি রাইটদের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অনুরোধ নিয়ে তিনি এসেছেন। তিনি বললেন ঃ সত্যি বলতে কি, আমরা সামরিক দিক থেকে মনে করি না যে, এরোপ্লেনের কোনো ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হুকুম করেছেন আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। একদিন এরোপ্লেন উড়িয়ে আমাদের সবাইকে দেখাতে পারেন কি ?

অরভাইল বলল ঃ হ্যাঁ, পারি বই কি! খুব পারি।

উইলবারও মাথা নেড়ে সায় দিল।

কর্নেল মুচকি হেসে আবার বললেন ঃ অবশ্যি ব্যাপারটা আমরা প্রথমে গোপনই রাখব।

বিস্মিত উইলবার জিজ্ঞেস করল ঃ কেন, গোপন রাখতে হবে কেন ?

কর্নেল ইতস্তত করে বললেন ঃ ধরুন যদি গোলমাল কিছু......অর্থাৎ যদি মাটি ছেড়ে এরোপ্লেন না-ই ওঠে ? লোকের চোখে আপনাদের হেয় করতে চাই নে, এই আর কি!

অরভ হেসে উঠল। বলল ঃ আমাদের সম্বন্ধে ভাববেন না, কর্নেল। আপনারা হাজার লোক, লাখো লোক নিয়ে আসুন এরোপ্লেন উড়ানো দেখতে। আমরা তাতে কোনো পরোয়া করিনে।

ভার্জিনিয়ার ফোর্ট মায়ার নামক জায়গায় অসম্ভব জনসমাগম হয়েছে। সেনা বিভাগ এ জায়গাটাই ঠিক করেছেন এরোপ্লেন উড়ানোর জন্যে। সামরিক সেক্রেটারীও সেখানে হাজির আছেন আর আছেন বার-তের জন জেনারেল এবং জনপঞ্চাশেক খবরের কাগজের রিপোর্টার। এই আজব জিনিসটা যে সত্যিই উড়তে পারবে সে কথা তখন কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না। সত্যিই এটা উড়েছিল?

অরভ এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে গিয়ে উঠল, বৃত্তাকারে মাঠের চারদিকে ঘুরে বেড়াল পাকা এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টা পরে সে যখন নেমে এল, লোকগুলো যেন তখন

পাগল হয়ে উঠল। এমনকি, নামকরা সব জেনারেলরা অবধি ছুটে এসে দুভাইকে ঘিরে ধরলেন।

একজন অল্প বয়েসী লেফটেন্যান্ট বলে উঠলেন ঃ আমাকে আপনাদের সঙ্গে একটিবার উড়বার সুযোগ দিলে যা' চাইবেন তাই দেব।

অরভাইল তাঁর দিকে ফিরে চেয়ে দেখল, চোখ দুটি তাঁর জ্বল জ্বল করছে। নাম তাঁর লেফটেন্যান্ট ফ্রেড লাহম। অরভাইল রাজি হয়ে বলল ঃ আসুন লেফটেন্যান্ট আমার পিঠের কাছে এসে ঝুলে থাকুন—আপনারা ভিড় করবেন না দয়া করে।

লোকজন সব সরে গেল পিছনের দিকে। অরভ অনায়াসে লেফটেন্যান্টকে নিয়ে আকাশে উঠে বার তিনেক চক্কর দিয়ে ফিরে এল। উপস্থিত দর্শকরা যেন উত্তেজনায় উন্মাদ হয়ে উঠল। অলৌকিক একটা কিছু আজ তারা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে। জেনারেলরা এবার একটু গম্ভীর হয়ে উঠলেন। এ এরোপ্লেন তার চালক ছাড়াও ১৮০ পাউন্ড ওজনের আরোহী নিয়ে উড়তে পারে। তাহলে ১৮০ পাউন্ড ওজনের একটা বোমা বয়ে নিয়ে যাওয়াও এর পক্ষে সম্ভব। হয়তো একটার বেশি বোমাও বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

একজন জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা কি কোনো বিদেশী সরকারের কাছে এই এরোপ্লেনের রাইট বিক্রি করে দিয়েছেন ?

অরভ শুধু বলল ঃ ভুলবেন না আমরা আমেরিকান, জেনারেল।

জেনারেল তার করমর্দন করে বললেন ঃ আপনারা কালকে আমাদের সামরিক সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করবার সময় করতে পারেন কি ?

দুভাই মাথা নেড়ে তাদের সম্মতি জানালো।

পরের দিন ভোরে যখন তাদের ঘুম ভাঙল তখন তারা বিখ্যাত হয়ে গেছে। দেশের সমস্ত কাগজে বড় হেডিং দিয়ে তাদের উড়বার বিবরণ ছাপা হয়েছে। আজ তারা বিখ্যাত লোকদের মধ্যেই গণ্য।

সামরিক সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে যখন তারা গিয়েছে তখন অসম্ভব ভিড় জমেছে তাঁর অফিসের সামনে। তাদের সঙ্গে করমর্দন করে সেক্রেটারী বলে উঠলেন ঃ তোমরা একটা অসাধারণ কাজ করতে সমর্থ হয়েছ। আকাশে উড়বার ইতিহাসে তোমাদের নামই প্রথম থাকবে। আচ্ছা, বলত কালকে যা দেখেছি তার চেয়ে বড় এরোপ্লেন তোমরা তৈরি করতে পার কিনা।

অরভাইল বলল ঃ সেটা শক্তির প্রশ্ন। যদি আমরা আরও শক্তিশালী ইঞ্জিন তৈরি করে নেই তাহলে বড়ো প্লেন নিয়েই উড়তে পারি।

উইলবার বলল ঃ ইঞ্জিন লাগিয়ে নিলে একটা খাবারের টেবিলও ওড়াতে পারি।

সেক্রেটারী বললেন ঃ তা তোমরা পার। আমরা চাই আমাদের সেনা বিভাগের জন্যে তোমাদের দিয়ে এরোপ্লেন তৈরি করাতে। পারবে তা করতে ?

অরভ বলে উঠল ঃ নিশ্চয়ই পারব।

উইল কিন্তু একটু থতমত করে বলল ঃ কথাটা বলতে আমি সংকোচ বোধ করছি, মি. সেক্রেটারী, ...টাকা পয়সা আমাদের নেই। কাল যে এরোপ্লেন দেখালাম তার

পেছনে শেষ সেন্ট পর্যন্ত আমরা ব্যয় করে দিয়েছি।

www.alorpathsala.org

সেক্রেটারী হেসে বললেন ঃ টাকার অভাব তোমাদের কোনদিনই হবে না। টাকা পয়সা যা দরকার তার সবটাই আমরা দেব। এমন একটা এরোপ্লেন তৈরি করতে পারবে যা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে যায় ?

কত বেগে যাওয়া চাই তা আপনারা বলে দেবেন, আমরা সেভাবেই তৈরি করব, অরভ জবাব দিল।

উইলবার জিজ্ঞেস করল ঃ আমরা ডেটন থেকে এরোপ্লেন তৈরি করে দিলে চলবে কি ? ডেটন আমাদের জন্মস্থান।

সেক্রেটারী সম্মতি দিয়ে বললেন ঃ হ্যাঁ, তা তোমরা পার। কিন্তু তোমরা কবে ফিরে যেতে চাইছ ?

উইল বলল ঃ রাত দুপুরের গাড়িতে।

সেক্রেটারী তখন খুশি হয়ে বললেন ঃ তাহলে একটা ডিনারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যেতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আমাকে আদেশ করেছেন, আজ রাত্রে এক ডিনারে তোমাদের আমন্ত্রণ জানাতে। তোমাদের পক্ষে তা সম্ভব হবে কি ?

উইলবার অরভের দিকে চাইল। অরভও তখন চেয়ে আছে উইলের মুখের দিকে। পরে অরভাইল বলল ঃ মনে হয় সম্ভব হবে।

সম্মতি জানিয়ে দু ভাই, যারা আকাশ জয় করেছে, হাত ধরাধরি করে অফিস থেকে বেরিয়ে এল।